Contents

ত্রয়োদশ বর্ষ ১৩/৬

৬ষ্ঠ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

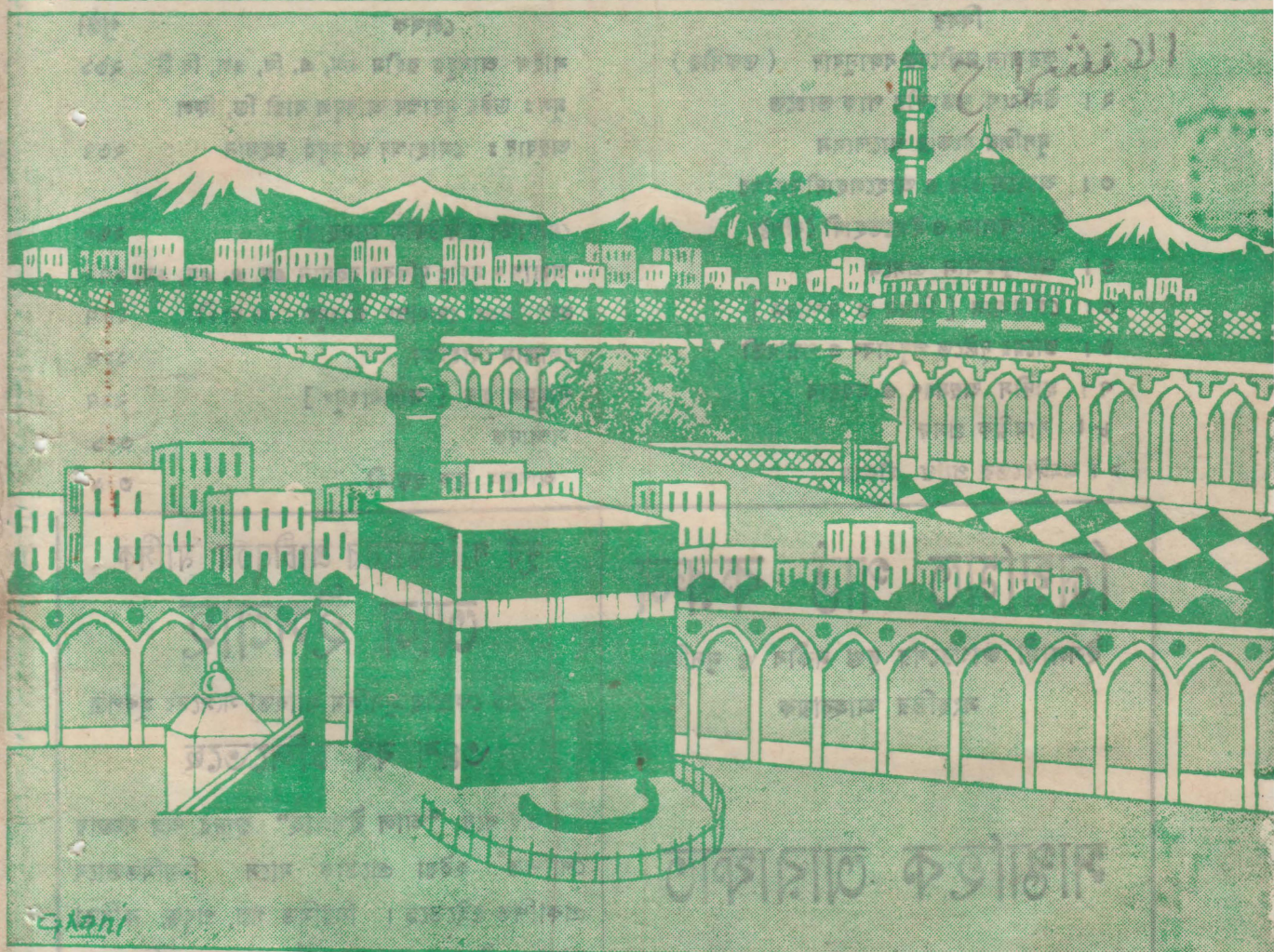

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

ত্রয়োদশ বর্ষ—ষষ্ঠ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ—১৩৭৩ বাং | নভেম্বর—১৯৬৬ ইং

শাবান—১৩৮৬ হিঃ

বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআন মজীদের বঙ্গানুবাদ (তফসীর)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি	২৬১
২। উনবিংশ শতাব্দীর পাক ভারতে মুসলিম সংস্কার আন্দোলন	মূলঃ ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বারী ডি, ফিল অনুবাদঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান	২৬৭
৩। আহলে রায় ও আহলেহাদীসগণের ইসতিদলাল ও ইজতেহাদী বৈশিষ্ট্য	মোহাম্মদ রফিউদ্দীন আনছারী	২৬৯
৪। আলকুরআন প্রসঙ্গে	অধ্যাপক মুহাঃ মুজিবুর রহমান এম, এ, এম, এম,	২৭৭
৫। কোরআন [লিখন ও সম্পাদন]	মঃহুম মওঃ মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী	২৮৭
৬। ন্যায়ের দৃষ্টিতে পদ্মাবৎ ও পদ্মাবতী	গোলাম মোহাম্মদ	২৯৪
৭। হাদীস অনুসরণ ও মযহাব	শামছুল হক [আলমাহমুদ]	২৯৭
৮। সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	৩০১
৯। জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৩০৬

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১০ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৬'৫০ ষান্মাষিক ঃ ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার ঃ সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৪শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুলহাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

ত্রয়োদশ বর্ষ	আগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ বংগাব্দ ; শা'বান, ১৩৮৬ হিঃ নভেম্বর, ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দ ;	৬ষ্ঠ সংখ্যা

تفسير القران العظيم

কুর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

আম পারার তফসীর

সূরা আল্‌-ইন্‌শিরাহ

শাইখ আবদুর রহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سُوْرَةُ الْاِنْشِرَاحِ

সূরা আল্‌-ইন্‌শিরাহ

এই সূরার প্রথম আয়াতে نشرح শব্দটি রহিয়াছে বলিয়া ইহার নাম সূরা আল্‌ইনশিরাহ হইয়াছে। পূর্বের সূরাটিতে যেমন রসূলুল্লাহ সঃ-র প্রতি আল্লাহ তা'লার তিনটি বিশেষ দানের উল্লেখ রহিয়াছে, এই সূরাটিতেও সেইরূপ তিনটি দানের উল্লেখ করা হইয়াছে। তফাৎ এই যে, পূর্বের সূরার উপসংহারে ঐ দানগুলির কথা প্রচার করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ; পক্ষান্তরে এই সূরার উপসংহারে কর্মে অধিকতর তৎপর হইবার এবং আল্লার শুক্‌র-গুযারী করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতা আল্লার নামে।

١ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝

১। আমরা কি তোমার বক্ষকে তোমার স্বার্থে উন্মোচন করি নাই? [নিশ্চয় উন্মোচন করিলাম] ১

১। আয়াতে উল্লিখিত شرح শব্দের অর্থ: কোন কোন অনুবাদে شرح শব্দের অর্থ করা হইয়াছে 'প্রশস্ত করা'; কিন্তু এই অর্থ ঠিক নয়। ইহার বিশুদ্ধ অর্থ হইতেছে 'উন্মুক্ত করা।' সুবিখ্যাত 'কামূস' অভিধান গ্রন্থে شرح র অর্থ দেওয়া হইয়াছে -[ক] كشف = আবরণ উন্মোচন করিল, [খ] فتح খুলিল; [গ] قطع কাটিল; ও [ঘ] فهم বুঝিল। চতুর্থ অর্থটি এখানে প্রযোজ্য হয় না। কারণ তখন আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় 'আমরা কি বুঝি নাই?' কাজেই এখানে 'শরহ' এর অর্থ 'উন্মোচন কর' অবধারিত।

তারপর, 'বক্ষ উন্মোচন' অর্থটি গ্রহণ করার পরে ইহার তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তফসীকারদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। একদল বলেন যে, ইহার মূল ও প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ না করিয়া ইহার ভাবগত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা হইতেছে মু'তাযিলী মত। পক্ষান্তরে সুন্নীদের মত এই যে, ইহার মূল ও প্রকাশ্য অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। সুন্নী সম্প্রদায় ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল মৌলিক নীতি সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে তন্মধ্যে একটি বিশিষ্ট নীতি এই যে, কুরআন ও হাদীসের কোন স্পষ্ট উক্তির প্রকাশ্য অর্থ যদি বুদ্ধি ও আক্‌লের সহিত খাপ না খায় তাহা হইলে মু'তাযিলীগণ বুদ্ধি ও আক্‌লকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন এবং সে ক্ষেত্রে তাঁহারা কুরআন ও হাদীসের উক্ত স্পষ্ট উক্তির প্রকাশ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া উহার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে সুন্নীগণ ঐ সকল ক্ষেত্রে মানুষের বুদ্ধি ও আক্‌লকে ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞানে উহার তথাকথিত যুক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া স্পষ্ট উক্তির প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ফল কথা, কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট উক্তির সহিত মানবীয় বুদ্ধির বিরোধ দেখা দিলে সুন্নীগণ নিজেদের বুদ্ধির সিদ্ধান্তকে ভ্রান্তিপূর্ণ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এবং কুরআন ও হাদীসকে অভ্রান্ত জ্ঞানে উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর মু'তাযিলীগণ বুদ্ধির যুক্তিকে অভ্রান্ত জ্ঞানে উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট উক্তির যথেচ্ছ ভাবার্থ করিয়া থাকেন। এই কারণে মু'তাযিলী সম্প্রদায় এখানে صدر বক্ষ বলিতে 'অন্তর' এবং شرح উন্মোচন বলিতে 'প্রশান্তি' অর্থ গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মতে অর্থ দাঁড়ায় এই—"আমি কি তোমার অন্তরে শান্তি দিই নাই?" অর্থাৎ আমি তোমাকে নিশ্চিত করিয়া দিয়াছি। পক্ষান্তরে সুন্নীগণ কয়েকটি হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। হাদীসগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল। সহীহ্ বুখারী হাদীস গ্রন্থের প্রামাণিকতার শ্রেষ্ঠত্বের বিবেচনায় এখানে কেবল মাত্র উক্ত হাদীস গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হাদীসগুলির মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হইল।

এই প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী তিন জন সাহাবীর বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। (ক) আবূ যর্‌র রাঃ (খ) মালিক ইবন স'স'আ রাঃ ও (গ) আনাস রাঃ। আবূ যর্‌র রাঃ-র হাদীসটি ভিন্ন ভিন্ন সনদে পাক-ভারতীয় ছাপা সহীহ বুখারীর তিন স্থলে ৫০, ২২১ ও ৪৭১ পৃষ্ঠায়; মালিক ইবন স'স'আ রাঃ র হাদীসটি দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সনদে দুই স্থলে ৪৫৫ ও ৫৪৮

www.ahlehadeethbd.org

পৃষ্ঠায় এবং আনাস রাঃ-র হাদীসটি একই স্থলে ১১২০ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে।

আবূ যর্র্ রাঃ-র হাদীসটির মূল মতন বা বচন তিনটি সনদেই একই প্রকার পাওয়া যায়। এই হাদীসে মি'রাজের বিবরণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে

"রসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আমি মক্কায় থাকাকালে (কোন এক রাত্রিতে) আমার ঘরের ছাদ উন্মুক্ত হয়। অনন্তর জিবরাঈল নামিয়া আসেন। অতঃপর فرج صدری তিনি আমার বক্ষ উন্মোচন করেন০০০০০।"

মালিক ইবন স'স'আ রাঃ র হাদীসটিতে উভয় সনদেই মি'রাজের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ৪৫৫ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে :

"নবী সঃ বলেন,

(فشق من النحر الى مراق البطن)

অনন্তর (আমার) বক্ষ হইতে পেটের নিম্নভাগ পর্যন্ত চিরা হইল।" এবং ৫৪৮ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে,

"নবী সঃ বলেন ;

اتاني آت فقد وسمعته يقول
فشق ما بين هذه الى هذه •

আমার নিকট একজন আগন্তক আসিয়া এইখান হইতে এই থান পর্যন্ত 'ফাঁড়িল' বা চিরিল।"

আনাস রাঃ-র হাদীসে ১১২০ পৃষ্ঠায় মি'রাজের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে,—

রসূলুল্লাহ সঃ-র মি'রাজ সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়া আনাস রাঃ বলিতেন :

فشق جبرئيل ما بين نحره الى
لبته حتى فرغ من جوفه وصدره

"অনন্তর জিবরাঈল আঃ রসূলুল্লাহ সঃ-র বক্ষ ও কণ্ঠাস্থির মধ্যস্থল হইতে চিরিতে আরম্ভ করেন এবং বক্ষ ও পেট চিরিয়া ফেলেন।

উপরিউক্ত হাদীসগুলিতে দেখা যায় যে, নবী সঃ-র বক্ষ বিদারণ সম্পর্কে কুরআন মজীদে ব্যবহৃত شرح শব্দ ছাড়া আরও তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে فتح খুলিল, open করিল ; شق চিরিল ও قد ফাড়িল। তারপর পেটের উল্লেখ ইত্যাদিও রহিয়াছে। মু'তাযিলীগণ এবং তাঁহাদের অনুসারীগণ 'شرح' এবং 'فتح'-র ভাবার্থ 'হৃদয়ে প্রশান্তির উদয়' গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু বাকী শব্দ দুইটি এবং পেটের উল্লেখ সম্পর্কে তাঁহাদের কৈফিয়ৎ দিবার কিছুই নাই। ফলে, এই হাদীসগুলিকে নস্যাৎ প্রতিপন্ন করা ছাড়া তাঁহাদের গত্যন্তর না থাকায় মু'তাযিলীদের আধুনিক মন্ত্র-শিষ্যের দল হাদীস শাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযান আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের একদল সমগ্র হাদীস শাস্ত্রকেই অপ্রামাণিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রয়াস পাইতেছেন এবং অপর একদল সুন্নীদের মধ্যে নিজেদের প্রভাব প্রতি-পত্তি বিনষ্ট হইবার আশঙ্কায় হাদীস শাস্ত্রের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া লইতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকদের আক্রমণ হইতে নিজেদেরকে রক্ষা করিবার এবং তাহাদের কৃপা লাভের প্রত্যাশায় আধুনিকদের অনভিপ্রেত হাদীস-গুলিকে নস্যাৎ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রসূলুল্লাহ সঃ-র বক্ষ-বিদারণ ঘটনাটি বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ দ্বারা বাস্তব প্রমাণিত হওয়ায় সুন্নীগণ সর্বসম্মতিক্রমে ঐ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিয়া লন। দ্বিতীয়তঃ যে হাদীসগুলিতে রসূলুল্লাহ সঃ-র মি'রাজের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে সেই হাদীসগুলিতেই রসূলুল্লাহ সঃ-র বক্ষ-বিদারণের উল্লেখ রহিয়াছে। কাজেই ঐ হাদীস-গুলিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা না হইলে রসূলুল্লাহ সঃ-র মি'রাজ গমন ব্যাপারটিও ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ সহীহ বুখারীর হাদীস বিশেষকে যে কেহ নিজের মতের বিরোধী পাইয়া তাহাকে অশুদ্ধ ঘোষণা করার ধৃষ্টতা দেখায় সে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন হাদীসকেই প্রামাণিক বলিয়া মানে না। কারণ তাহার মতের সমর্থনে যে হাদীস পাওয়া যায় তাহার সত্যতা যদি সে স্বীকার করে বলিয়া ঘোষণা করে তবে উহা তাহার একটি ধোকাবাযী মাত্র। কারণ সে তো প্রকৃত প্রস্তাবে নিজের বিবেক-বুদ্ধিরই অনুসরণ করে—হাদীসের অনুসরণ মোটেই করে না। নিজের বিবেকের বিরোধী হাদীসকে

www.ahlehadeethbd.org

২। এবং আমরা তোমা হইতে তোমার ঐ বোঝা নামাইয়া দিলাম— ٢ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ •

৩। যাহা তোমার পিঠকে ভারাক্রান্ত করিয়াছিল। ২ ٣ الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ •

৪। এবং আমরা তোমার উল্লেখকে তোমার স্বার্থে উচ্চ [স্থান দান] করিলাম। ৩ ٤ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ •

সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া সেই মত চলিলে তবেই উহাকে হাদীস মান্য করা বলা চলে। যাহা হউক সুন্নীদের মতে আয়াতটির তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে হযরত জিবরাঈল আঃ নবী সঃ-র বক্ষ বিদীর্ণ করেন; তাঁহার হৃৎপিণ্ড হইতে সর্বপ্রকার কলুষ ধুইয়া পরিষ্কার করেন এবং ঈমান ও হিকমত দ্বারা উহা পরিপূর্ণ করেন। রসূলুল্লাহ সঃ-র বক্ষ-বিদারণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইন্‌শা-আল্লাহ স্বতন্ত্র প্রবন্ধে করা হইবে।

২। এই দুই আয়াতে রসূলুল্লাহ সঃ হইতে যে ভারী বোঝা অপসারণের কথা বলা হইয়াছে সেই ভারী বোঝার এবং উহার অপসারণের একাধিক তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়; তন্মধ্যে যে তাৎপর্যটি আমার নিকট সমধিক যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে কেবলমাত্র সেইটিই এখানে উল্লেখ করা হইতেছে। তাহা এই :—

পয়গম্বরী লাভের পূর্বে রসূলুল্লাহ সঃ আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতের নিদর্শনগুলির প্রতি এবং তাঁহার অসংখ্য অভাবনীয় অচিন্তনীয় দানসমূহের প্রতি অনবরত লক্ষ্য করিতে থাকিতেন। ফলে তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হইত যে, ঐ অসীম কুদরতওয়ালার ইবাদত কী প্রকারে করিলে এবং তাঁহার শুকরীয়া কী ভাবে করিলে তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি অধীর ও অস্থির হইয়া উঠিতেন; দুনয়ার কোন কিছুতেই তাঁহার মন বসিত না। তাঁহার ঐ মানসিক অশান্তির প্রভাবে তাঁহার শরীরও দুর্বল হইয়া পড়িত। রসূলুল্লাহ সঃ-র ঐ অবস্থাকে এখানে 'বোঝা' বলা হইয়াছে। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁহাকে পয়গম্বরী দান করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত ইবাদত ও শুকরীয়ার পন্থা ও ধারা জ্ঞাত করেন এবং রসূলুল্লাহ সঃ র মনে যে সকল প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার উদয় হইতে থাকিত তাহার সমাধান দান করিতে থাকেন, তখন তাঁহার ঐ মানসিক অধীরতা ও অশান্তি বিদুরিত হয়। ইহাই হইতেছে আয়াতে বর্ণিত 'বোঝা' অপসারণের তাৎপর্য।

৩। ইমাম রাযী এই আয়াতের অতি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। উহার সারমর্ম নিম্নে দেওয়া হইল :—

আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সঃ-র উল্লেখকে অসংখ্য ভাবে উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। উহা সংক্ষেপে এইরূপ :—

(ক) ঈমান আনিবার সময় আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের সাক্ষ্য দিবার সঙ্গে সঙ্গে হযরত মুহম্মদ সঃ-র পয়গম্বরীরও সাক্ষ্য দিতে হয়। বলিতে হয়—

اشهد ان لا الـه الا الله واشهـد ان محمدا رسول الله •

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নাই এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ আল্লার রাসুল।" আযানেও এইভাবে একটির সাক্ষ্য দানের পরে অপরটির সাক্ষ্য দান করিতে হয়। তারপর নামাযের তাশাহ্‌হুদেও অনুরূপ ভাবে সাক্ষ্য দান করিতে হয়।

(খ) পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের কিতাবসমূহে হযরত মুহম্মদ সঃ-র আবির্ভাবের উল্লেখ থাকায় তাঁহার আগমনের পূর্বেই তাঁহার পয়গম্বরীর কথা এবং তাঁহার শেষ পয়গম্বর হওয়ার কথা দুনয়ার সর্বত্র প্রচার হইয়া পড়ে।

www.ahlehadeethbd.org

৫। অতএব [উপলব্ধি কর], নিশ্চয় আয়াসের সঙ্গেই আয়েশ রহিয়াছে।

৬। [আবার বলি] নিশ্চয় আয়াসের সঙ্গেই আয়েশ রহিয়াছে। ৪

٥ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

٦ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

(গ) যে কোন বক্তৃতার প্রথমে ও শেষে এবং যে কোন চিঠিপত্রের আরম্ভে ও শেষে রসূলুল্লাহ সঃ-র উল্লেখ করা হয়।

(ঘ) কুরআন মজীদের বহু স্থানে আল্লাহ তা'আলা নিজ নামের পরেই রসূলুল্লাহ সঃ-র উল্লেখ করেন। যথা, বলা হইয়াছে,

والله ورسوله احق ان يرضوه

আর আল্লাহকে ও তাঁহার রসূলকে রাযী রাখাই তাহাদের পক্ষে অধিকতর যুক্তিযুক্ত—৯ : ৬২।

من يطع الله ورسوله

"যে ব্যক্তি আল্লার হুকম ও তাঁহার রসূলের হুকম পালন করে০০০০০"—৪ : ১৩ ; ২৪ : ৫২ ; ৩৩ : ৭১ ; ৪৮ : ১৭।

اطيعوا الله واطيعوا الرسول

"আল্লার হুকম পালন কর এবং ঐ পয়গম্বরের হুকম পালন কর"—৪ : ৫৯ ; ৫ : ৯২ ; ২৪ : ৫৪ ; ৪৭ : ৩৩ ; ৬৪ : ১২।

اطيعوا الله ورسوله

"আল্লার এবং তাঁহার রসূলের হুকম পালন কর" —৪৮ : ১৩।

(ঙ) আল্লাহ তাআলা অপর সকল পয়গম্বরকে তাঁহাদের নাম ধরিয়া সম্বোধন করেন। যথা, তিনি বলেন, হে মূসা, হে ঈসা। কিন্তু হযরত মুহম্মদ সঃ কে তাঁহার নাম ধরিয়া না ডাকিয়া তাঁহাকে "হে রাসূল," "হে নবী" বলিয়া সম্বোধন করেন। এই ভাবে আল্লাহ তাআলা উল্লেখকে মর্যাদা দান করেন।

(চ) রসূলুল্লাহ সঃ র আদেশ পালনকে আল্লাহ তাআলা নিজ আদেশ পালনের তুল্য এবং রসূলুল্লাহ সঃ র বাই'আত করাকে আল্লাহ তাআলা নিজ বাই-আত করার তুল্য বলিয়া ঘোষণা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

من يطع الرسول فقد اطاع الله

"যে ব্যক্তি এই রাসূলের হুকম পালন করে সে আল্লারই হুকম পালন করিল"—৪ : ৮০।

ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله

"ইহা নিশ্চিত যে, যাহারা (হে নবী!) আপনার বাইআত করে তাহারা তো আল্লারই বাইআত করে" —৪৮ : ১০।

(ছ) যে কোন ফরয কাজের সঙ্গে সঙ্গে কোন না কোন সুন্নৎ কাজও রহিয়াছে। ফলে, প্রত্যেক মুমিনকে তাহার প্রত্যেক কাজের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সঃ কে অবশ্যই স্মরণ করিতে হয়।

(জ) রসূলুল্লাহ সঃ র অফাতের পরেও অগণিত রাজা, বাদশাহ, ইমাম, নেতা, আলিম ও জনসাধারণ সকলেই তাঁহার দরবারে উপস্থিত হয়; দরজার বাহির হইতে তাঁহাকে সালাম জানায় এবং তাঁহার শাফা-আতের আকাঙ্খা রাখে।

৪। এই আয়াতগুলি নাযিল হইলে রসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "দুইটি আয়েশের উপরে একটি আয়াস কখনই প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না।" অধিকাংশ ভাষাতাত্ত্বিক আয়াত দুইটির ঐ তাৎপর্য এই ভাবে মানিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٧ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ٠

৭। কাজেই তুমি যখন [এক কাজ শেষ করিয়া] অবসর লাভ কর তখন [অপর] কাজে আত্মনিয়োগ কর। ৫

٨ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ٠

৮। এবং তোমার রব্বের প্রতি অনুরক্ত হও। ৬

লন যে, আয়াত দুইটিতে العسر শব্দটি ال যুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হওয়ায় উহা দুই বার উল্লিখিত হইলেও উহা দ্বারা একটি মাত্র আয়াসই বুঝায়। পক্ষান্তরে, يسر শব্দটি ال শূন্য অবস্থায় দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া উহা দ্বারা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন আয়েশের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তারপর ব্যাখ্যাকারগণ রসূলুল্লাহ সঃ র ঐ বাণীর ব্যাখ্যা এই ভাবে করেন যে, ঐ দুইটি আয়েশের একটি হইতেছে দুনয়াতে শান্তি, সচ্ছলতা ও সুখ ভোগ এবং অপরটি হইতেছে আখিরাতে চিরস্থায়ী আরাম আয়েশ উপভোগ। আর ইহা জাজ্জ্বল্যমান সত্য যে, দুনয়ার কোন কোন কষ্ট দুনয়ার কোন কোন আরামের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারে এবং দুনয়ার কোন কোন আয়াস উহার কোন কোন আয়েশের তুলনায় গুরুতর হইতে পারে; কিন্তু দুনয়ার সর্বাধিক কঠোর কষ্টও আখিরাতের সামান্য নে'মাতের সামনে তুচ্ছাতিতুচ্ছ নগণ্য। কাজেই দুনয়ার যাবতীয় কষ্টের সমষ্টি কোন ক্রমেই আখিরাতের নে'মাতের সামনে দাঁড়াইতেই পারে না।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠে যে, কষ্ট ও আরামের একত্র সমাবেশ যেহেতু সম্ভব নয়, কাজেই এখানে আয়াসের সঙ্গে সঙ্গে আয়েশের অস্তিত্বের তাৎপর্য কি? উত্তর এই যে, কষ্টের অব্যবহিত পরেই আরাম আসার ইঙ্গিত দিবার জন্য এইরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে।

৫। আয়াতটির তাৎপর্য এই যে, বেহুদা কাজে বা কথায় সময় নষ্ট করিও না অথবা বেকার হইয়া বসিয়াও থাকিও না। বিশ্রামের প্রয়োজন হইলে বিশ্রাম কর; ঘুমের প্রয়োজন হইলে ঘুমাও। রোগীর সেবা কর; পরের সাহায্য কর—কিন্তু অনর্থক কালক্ষেপ করিও না। ফল কথা, প্রয়োজনীয় সকল কাজ করিতে থাক—কিন্তু বেহুদা খেল-তামাশায় যোগ দিও না।

তাফসীর খাযিনে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে,

"ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ বলেন, ফরয নামায হইতে ফারিগ হইলে তোমার রব্বের দরবারে দু'আ করিতে লাগিয়া যাও।"

ইব্‌ন মস'উদ রাঃ বলেন, ফরয নামায হইতে ফারিগ হইলে তাহাজ্জুদ নামাযে লাগিয়া যাও।

কেহ কেহ বলেন, জিহাদ হইতে অবসর পাইলে তোমার রব্বের ইবাদতে মশগুল হও। লোকদের নিকট আল্লার হুকুম পৌঁছান হইতে অবসর পাইলে নিজের জন্য ও মুমিনদের জন্য ইসতিগ্‌ফার করিতে (গুনাহ ও পাপের জন্য মাফ চাহিতে) শুরু কর।

৬। অর্থাৎ যে কাজেই মশগুল থাক না কেন সকল সময় তোমার অন্তরকে আল্লার দিকে লাগাইয়া রাখিও।

www.ahlehadeethbd.org

উনবিংশ শতাব্দীর পাক-ভারতে মুসলিম সংস্কার আন্দোলন

মূল :
ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বারী ডি ফিল

অনুবাদ :
মোহাম্মদ আবদুর রহমান

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

বিভিন্ন ধর্মীয় সমস্যা সম্পর্কে লৈখিক আলোচনা ও গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন ছিল কিন্তু তখনকার দিবসে মুসলিম সমাজের সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজটিই ছিল অত্যাসন্ন—(৪৫)। রাজনৈতিক পতন ও বিভেদ বিচ্ছিন্নতার যুগেও মুসলিম সমাজে কর্মদক্ষ, বুদ্ধিদীপ্ত এবং উৎসাহ-দৃপ্ত লোকের অভাব ছিল না। জীবনের নৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে শুধু সচেতনতার অভাব ছিল—(৪৬)। এই রোগের প্রতিবিধান খুব সহজ ছিল না। কিন্তু কার্যের ব্যাপকতা এবং ভীষণতায় সংস্কার-পন্থীগণ ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার অথবা দমিবার পাত্র ছিলেন না। ধর্মীয় পুস্তক মুদ্রণের বিরুদ্ধে সমাজে যে কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল তাঁহারা উহার তোয়াক্কা না করিয়া ব্যাপক প্রচার উদ্দেশ্যে পুরা মাত্রায় ছাপাখানার সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন, বক্তৃতা মঞ্চকেও দস্তুরমত কাজে লাগান—(৪৭)। সহজ উর্দু ও পারসী ভাষায় বিস্তর পুস্তক পুস্তিকা লিখিত, মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। মুবাল্লিগে-দ্বীন নেতৃবৃন্দ ভারতের প্রতি প্রান্তে সফরের তকলিফ স্বীকার করিয়া জনগণের নিকট সরাসরি আন্দোলনের মর্মবাণী পৌঁছাইয়া দেন। প্রত্যেক স্থানেই তাঁহারা বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। যে সব সমাবেশে তাঁহারা ভাষণ দেন তাহাতে প্রচুর লোক সমাগম হয়। সৈয়দ সাহেবের পাক পূত সত্বা ও মহান ব্যক্তিত্ব তাঁহার সংস্পর্শে আগত প্রতিটি ব্যক্তির উপর যেন অলক্ষ্যেই গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিত আর আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদের তেজদৃপ্ত ও হৃদয়স্পর্শী ভাষণ সঙ্কটের পর সঙ্কট অতিক্রমকারী জনসমাজের বিক্ষুব্ধ হৃদয়কে আলোড়িত ও তাহাদের বিবেককে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিত।

অতি অল্প দিনের মধ্যেই সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে আগত একদল লোক এমনভাবে গঠিত এবং নিয়ম শৃঙ্খলায় সুসংবদ্ধ হইয়া উঠেন যে, তাহারা স্বীয় মাতৃভূমির মায়া ও বন্ধন ছিন্ন করিয়া হাজার হাজার মাইল দূরের অপরিজ্ঞাত স্থানে হিজরত করার এবং জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য আকুল হইয়া উঠেন। তাহাদের এই পদক্ষেপের ভবিষ্যৎ মোটেই সুনিশ্চিত ছিল না—(৪৮)। যে সমাজের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ক্ষমতা দখলের আত্মঘাতী লড়াইএ লজ্জাজনকভাবে নিয়োজিত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল—তাহাদের পক্ষে বালাকোটের পথে পার্থিব লাভের আশাহীন—এক ত্যাগের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যাত্রা করা সহজ ব্যাপার ছিল না কিন্তু বালাকোটে পৌঁছিয়া আদর্শের জন্য তাহারা আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহাদের অসামান্য কৃতিত্বেরই নিশ্চিত পরিচয়বহ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল—উহার নেতার চরিত্র-বৈশিষ্ট। মেজাজ প্রকৃতি এবং শিক্ষা তরবীয়তে তিনি ছিলেন মূলতঃ একজন সুফী। শরীঅতের প্রকাশ্য হুকুম আহকাম যদিও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করিতেন এবং এতৎ সম্পর্কীয় তাঁহার বিশ্বাস ও অনুরাগের কথা তিনি ঘোষণাও করিয়াছেন তবু সমসাময়িক সূফীদের আকীদা ও তরীকা তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেন নাই। তিনি ব্যবহারিক শাস্ত্রে প্রচলিত চারি মযহাবের মধ্যে যেমন, তেমনই চারিটি সূফী তরীকার মধ্যেও সমঝোতা এবং সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠিত চারি তরীকার প্রত্যেকটির সঙ্গে তাঁহার মিসবা'র দাবী করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি একটি নূতন তরীকার প্রবর্তন করেন আর উহার নামকরণ করিলেন "তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়া"। উহার মূল নীতি ছিল মা'রফতের উপর শরীঅতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা—(৪৯)।

কোন কোন সময় যদিও দুর্বোধ্য রকম অবাস্তব এবং আবেগপ্রবণ, তবু সৈয়েদ আহমদই —সূফী ও সৈয়েদ হেতু—ছিলেন সংস্কার পন্থীগণের নেতৃত্বদানের জন্য আদর্শগতভাবে উপযোগী। সাদা-দেল ও সোজাবুদ্ধি পাঠানগণ অস্বাভাবিক কিছু তাঁহার নিকট প্রত্যাশা করিত—(৫০)। অপর পক্ষে তাঁহার হিন্দুস্থানী শিষ্যবৃন্দ শীঘ্রই একটি সুসংবদ্ধ ভ্রাতৃসঙ্ঘে পরিণত হইল, সীমান্ত অঞ্চলে তাহারা প্রতিকূল পরিবেশে অত্যন্ত কঠোরভাবে সাদাসিধা এবং উৎসৃষ্ট জীবন অতিবাহিত করিল। ঐ অবস্থায় সর্বক্ষণ তাহাদের অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, সৈয়েদ সাহেব আল্লাহ কর্তৃক অনুপ্রাণিত এবং তাঁহার সাফল্য অবধারিত—(৫১)। সৈয়েদ সাহেব অবশ্য ছিলেন একজন সত্যকারের কর্মবীর। তাঁহার মতে শরীঅতের দেহ-মূলে জিহাদের স্থান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, "জগত সংসারের অস্তিত্ব রক্ষা ও চলমানতার জন্য বৃষ্টির বারিধারা ও নদীসমূহের প্রবহমানতা যেমন অপরিহার্য, তেমনই শরী'অতের মু'আমেলায় কিয়ামতকাল পর্যন্ত মুমিনদের উপর জিহাদের অবশ্যকর্তব্যতা এবং বাধ্যমূলকতা অপরিহার্য—কস্মিনকালে জিহাদকে কোন ক্রমেই বাদ দেওয়া বা এড়াইয়া চলা সম্ভব নয়"—(৫২)।

যতদিন পর্যন্ত—'মোগল সম্রাটের জন্য প্রধান কতৃত্বের খোলসটি বজায় রাখ হইয়াছিল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গবর্ণর জেনারেল নিজেকে মোগল সম্রাটের চাকররূপে অভিহিত করিতেন, ততদিন পর্যন্ত উপমহাদেশের বেশীর ভাগ জনসাধারণ বুঝিতেই পারে নাই যে, কোম্পানীই ক্রমশঃ দেশের প্রকৃত শাসনকর্তায় রূপান্তরিত হইতেছে। কিন্তু যে সব ঘটনাপঞ্জী দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে এক বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করিল, সংস্কারপন্থী আলেম নেতাগণ সেই ঘটনাস্রোতের তাৎপর্য বহুপূর্বেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের শিক্ষক ও উপদেষ্টা—শাহ আবদুল আযীয ইতিপূর্বেই বৃটিশ অধিকৃত ভারতকে "দারুল-হরব" বলিয়া ফতোয়া (৫৩) প্রদান করিয়াছিলেন।

সংস্কারপন্থী নেতাগণ ১২৩৩ হিঃ ১৮১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভারতবর্ষ আর 'দারুল-ইসলাম' নয়। তাহাদের এই অভিমত গোপন কিছু নয়। পরিষ্কার ভাবেই এই মত 'সিরাত-ই-মুস্তাকীমে' (৫৪) পরিব্যাক্ত হইয়াছে। পরবর্তী সময়ে বুখারার সুলতানের নিকট লিখিত এক চিঠিতে মওঃ সৈয়েদ আহমদ এই উপমহাদেশের তদানীন্তন অবস্থার এক করুণ বর্ণনা দান প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

(৩০৫-এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আহলে রায় ও আহলে হাদীসগণের ইসতিদলাল ও ইজ্‌তেহাদী বৈশিষ্ট্য

।। মোহাম্মদ রফিউদ্দীন আনছারী—খুলনা ।।

[এই প্রবন্ধ রচনায় যে সব গ্রন্থের সহায়তা লওয়া হইয়াছে, প্রবন্ধ শেষে সেই সবের উল্লেখ থাকিবে। তবে প্রধানতঃ যে গ্রন্থটি এই রচনার মূল উৎস উহা মরহুম মওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম শিয়ালকুটী সাহেবের তারীখে আহলে হাদীস—লেখক]

আহলে হাদীসগণ সরাসরী কুরআন ও হাদীস হইতে দলীল গ্রহণ ও মসলা মাসায়েল নির্বাচন করিয়া থাকেন। এই ব্যাপারে পূর্ব হইতে নির্ধারিত কোন কল্পিত নীতির অনুসরণ না করিয়া তাহারা কুরআন ও হাদীসের দ্বারা নির্দেশিত বা ইঙ্গিত-প্রদত্ত ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। উহার পরিপন্থী—শব্দের আভিধানিক অর্থকে তাহারা যথেষ্ট বিবেচনা করেন না।

বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছি। কুরআনে ও হাদীসে সালাত (صلوٰة) ও হজ্জ (حج) শব্দ বহু স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

শব্দ দুইটির আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে প্রার্থনা এবং কছ্‌দ বা সঙ্কল্প করা। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের আলোকে তথা শরয়ী পরিভাষায় কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কর্ম পদ্ধতির [যথা কেয়াম, কেরাত, রুকু, সেজদা, কওমা ও জলছা ইত্যাদি যথা নিয়মে প্রতিপালন করার] নাম নামায এবং নির্দিষ্ট সময়ে কতক গুলি সুনির্দিষ্ট কর্ম পদ্ধতি সামাধা করার উদ্দেশ্যে বায়তুল্লার জিয়ারত করার নাম হজ্জ।

যদিও আভিধানিক ও শরয়ী অর্থের মধ্যে কিছুটা পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে তবু উহার আকৃতি প্রকৃতির মধ্যে অনেক ব্যবধান সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। যেমন 'রুকু' শব্দের আভিধানিক অর্থ অবনমিত হওয়া বা ঝুকিয়া পড়া ইত্যাদি কিন্তু শরীঅতের পরিভাষায়

والركوع فى الصلوة ان يخفض راسه بعد قومة القراة حتى تنال راحتاه ركبتة او حتي يطمئن ظهره •

'কিরআত ও কওমার পরে দুই হাতের দ্বারা উভয় হাটু ধারণ করার অথবা পৃষ্ঠ দেশকে সমভাবে রাখিয়া মাথা নত করার নাম রুকু (কামুছ)। অনুরূপ سجده শব্দের অর্থ 'انتصب' ضد 'خضع' পতিত হওয়া', খাড়া হওয়ার বিপরীতার্থক অবস্থা, কিন্তু শরয়ী পরিভাষায় উভয় হস্ত, হাটু এবং পায়ের আঙুলগুলি মাটীর উপর সংস্থাপিত করিয়া বক্ষদেশকে ফাঁক রাখিয়া নাসিকাসহ কপাল মাটীতে স্থাপন করার নাম ছেজদা। অতএব যেখানে শরীয়ত রুকু ও ছেজদার নির্দেশ প্রদান করিবে, সেখানে আহলে হাদীসগণ উহার আভিধানিক অর্থকে যথেষ্ট মনে করেন না।

www.ahlehadeethbd.org

শরয়ী মর্ম্মানুসারে উহার নির্দেশ প্রতিপালিত হইয়া থাকিলে উহা রুকু এবং ছেজদা বলিয়া পরিগণিত হইবে, অন্যথায় তাহাদের কাছে উহা রুকু এবং ছেজদারূপে গণ্য হইবে না। বলা বাহুল্য, রুকুর মধ্যে উভয় হাটু হস্তাঙ্গুল দ্বারা ধারণ করতঃ পৃষ্ঠদেশকে সমতল রাখিয়া নত হওয়ার কথা এবং ছেজদার মধ্যে উভয় হস্ত হাটু এবং পদযুগলকে মাটীতে সংলগ্ন করার কথা উহার (রুকু ও ছেজদার) আভিধানিক অর্থের উপর বর্ধিত করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, হাদীসে পরিষ্কার বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—জনাব রসূলুল্লাহ (দঃ) অদ্বার্থ ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

لا تجزى صلوة لا يقيم الرجل فيها صلبه وركوعه وسجوده ۰

যে ব্যক্তি নামাযে রুকু ও ছেজদার সময়ে নিজের পৃষ্ঠদেশ কে ভালভাবে সোজা করে না, তাহার নামাজ সিদ্ধ হইবে না। (দারকুত্নী) ছহীহ বুখারী ও মুছলিম শরীফের মধ্যে হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি নামাযে রুকু ও ছেজদা প্রভৃতি আরকানে নামায সমূহকে যথাযথ রূপে আদা করে নাই, সে কারণে জনাব রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে একাধিক বার বলিতে লাগিলেন,

فصل فانك لم تصل

"তুমি পুনরায় নামায পড়, কেননা তুমি নামাজ পড় নাই অর্থাৎ তোমার নামায হয় নাই।"

অত্র হাদিছের লক্ষণীয় বস্তু এই যে, রুকু ও ছেজদার আভিধানিক অর্থের সীমা রক্ষিত হওয়া সত্বেও যেহেতু ঐ ব্যক্তি নামাযের আরকান সমুহের শরয়ী অর্থ ও মর্মের প্রতি লক্ষ্য করে নাই কাজেই এই কারণেই রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহার সম্পর্কে 'তোমার নামায হয় নাই'—মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হানাফী বিদ্বানগণ ইহার বিপরীত পথ বাছিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে একটি সূত্র (অছুল) রচনা করিয়া তদানুসারে কোরআনের মর্ম নির্দ্ধারিত করিয়া থাকেন। অতঃপর উক্ত অছুলের সাহায্যে মাছআলা সমূহের উদ্ভাবন করেন। ঐ সমস্ত মাছআলা রছুলুল্লাহ (দঃ) এর বর্ণিত নীতির এবং কার্য ও নির্দেশের অনুকূল হউক অথবা না হউক, তাঁহারা সেদিকে লক্ষ্য করার আবশ্যকতা বোধ করেন না। আমরা কতিপয় নির্দিষ্ট মাছআলার আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ গুলি বিচক্ষণ পাঠক বৃন্দের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিব।

হানাফী মজহাবে নামাযে রুকু এবং রুকু ছেজদা করা ফরয বটে কিন্তু উহা কেবলমাত্র আভিধানিক অর্থ পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ। একাগ্রতা ও সংযত চিত্ততা যেহেতু উহার আসল এবং মূল অর্থের সহিত সম্পর্কিত নয়, সুতরাং উহা তাহাদের মতে ফরযের অন্তর্ভুক্ত নহে। অতএব যদি কোন ব্যক্তি ধীর স্থির ভাবে রুকু ও ছেজদা সম্পন্ন না করে অর্থাৎ তাআদীলে আরকান না করে, তাহা হইলে উহার নামায নষ্ট হইবে না—অসম্পূর্ণ বা নাকেছ হইবে, যাহার তালাফী (ক্ষতিপূরণ বা সংস্কার) ছোহু ছেজদার মাধ্যমে হইতে পারে। উহার দলীল স্বরূপ তাঁহারা কোরআনের কোন আয়াত অথবা রছুলুল্লাহ (দঃ) এর কোন (কওলী বা ফেওলী) হাদিছ উপস্থিত করেন না, বরং নিজেদের রচিত একটি কায়দাকে দলীল স্বরূপ পেশ করিয়া থাকেন। উহা এই যে,

الخاص لا يحتمل البيان لكونه بينا

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অর্থাৎ যে শব্দ খাছ—স্বয়ং সুনির্দিষ্ট অর্থ বোধক, উহা বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া বলার প্রয়োজন নাই। অতঃপর এই অছুলকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহারা এই মাছআলা আবিষ্কার করিয়াছেন যে,

فلا يجوز الحاق التعديل بامر الركوع والسجود على سبيل الفرض •

রুকু এবং ছেজদার নির্দেশের সহিত তাআদীলে আরকান অর্থাৎ নামাযের রুকন সমূহ যথা :—রুকু এবং ছেজদা এবং ছেজদার মধ্যভাগে উপবেশন, কওমা ইত্যাদি ধীর ও স্থির ভাবে সমাধা করা ফরযের মধ্যে গণ্য করা জায়েয নহে—মানার ১৫ পৃষ্ঠা। উক্ত মতনের ব্যাখ্যা প্রসংগে নূরুল আনোয়ার রচয়িতা বলেন যে,

بيانه ان الشافعى يقول تعديل الاركان فى الركوع والسجود فرض لحديث اعرابى خفف فى الصلوة فقال له قم فصل فانك لم تصل هكذا قاله ثلاثا ونحن نقول ان قوله تعالى واركعوا واسجدوا خاص وضع لمعنى معلوم لان الركوع هو الانحناء من القيام والسجود هو وضع الجبهة على الارض والخاص لايحتمل البيان حتى يقال ان الحديث لحق بيانا للنص المطلق فلا يكون الا نسخا وهو لا يجوز بخبر الواحد فينبغي ان تراعى منزلة كل من الكتاب والسنة فما ثبت بالكتاب يكون فرضا لانه قطعى وما ثبت بالسنة يكون واجبا لانه ظنى

ইমাম শাফেয়ী রঃ বলেন যে, 'তাআদীলে আরকান' সহকারে রুকু এবং ছেজদা করা ফরয কেননা হাদীছে আরাবীর মধ্যে জনৈক ব্যক্তি হালকা ভাবে তাড়াতাড়ি করিয়া নামায সমাধা করিয়াছিল বলিয়া জনাব রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিয়াছিলেন, "ওহে দাঁড়াও, তুমি আবার নামায পড়, কেননা তোমার নামায হয় নাই।" এই ভাবে (রছুলুল্লাহ দঃ) ঐ ব্যক্তিকে তিনবার বলিয়াছিলেন। আমরা (হানাফীগণ) বলিতে চাই যে, আল্লাহর নির্দেশ "তোমরা রুকু কর এবং ছেজদা কর" একটি 'খাছ' বস্তু—যদ্বারা স্বয়ং একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। কেননা রুকুর অর্থ খাড়া অবস্থা হইতে নত হওয়া এবং ছেজদার অর্থ—মৃত্তিকার উপরে কপোলদেশ স্থাপন করা, আর যেহেতু উহা খাছ—সুনির্দিষ্ট, সুতরাং বিস্তারিতভাবে খুলিয়া বলার অপেক্ষা রাখে না। অতএব বলা যাইতে পারে যে—'নছ' (আয়াতটি) মতলক এবং আলোচ্য হাদীছটী উহার ব্যাখ্যা স্বরূপ। এক্ষণে যদি উহার অর্থ এইরূপই গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে 'খবরে ওয়াহেদের' দ্বারা কোরআনের হুকুমকে রহিত করা হইবে আর উহা (অর্থাৎ "খবরে ওয়াহেদ" দ্বারা কোরআনের হুকুম 'নছখ' করা) জায়েয নহে। অতএব কোরআন ও হাদীছের প্রত্যেকটির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। যাহা কোরআন হইতে প্রমাণিত হইবে—উহা ফরয; কেননা কোরআন কতয়ী অর্থাৎ স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্বাধীন এবং অকাট্য বস্তু আর যাহা ছুন্নত হইতে প্রমাণিত হইবে—উহা ওয়াজেব কেননা উহা (হাদীছ) একটি জন্নী বস্তু।—নূরুল আনোয়ার ১৬ পৃঃ। উল্লিখিত উধৃতির সাহায্যে জানা গেল যে—ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর নিকট তাআদীলে আরকান ফরয। উহার দলীল

www.ahlehadeethbd.org

স্বরূপ গ্রন্থকার (নূরুল আনোয়ারের রচয়িতা) হাদীছে আরাবী উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি স্বীয় মজহাবের সমর্থন প্রসংগে বলিয়াছেন যে, 'তাআদীলে আরকান ফরয নহে বরং উহা ওয়াজিবের পর্য্যায়ভুক্ত। উহার সমর্থন স্বরূপ তিনি কোরআন ও হাদীছ হইতে কোন দলীল পেশ করেন নাই বরং নিজেদের রচিত একটি সূত্র (অছুল) বর্ণনা করিয়াছেন যে—আল্লাহর নির্দেশ—"তোমরা রুকু কর এবং ছেজদা কর" উক্ত বাক্যের মধ্যে রুকু এবং ছেজদা শব্দ দুইটী খাছ (স্বয়ং নির্দিষ্ট অর্থ বোধক), আর যাহা 'খাছ' উহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই। আর এই কারণে আল্লাহর নির্দেশের অর্থ—আভিধানিক অর্থ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকিবে আর জনাব রসূলুল্লাহ (দঃ) যাহা বলিয়াছেন—উহা ফরযের মধ্যে গণ্য করা চলিবে না বরং উহার চাইতে কিছু কম দরজার অর্থাৎ ওয়াজিবের পর্যায়ভুক্ত হইবে। আর হাদীছের মোকাবেলায় তাহারা এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতটী মতলক, অতএব উহা "বয়ান" (ব্যাখ্যা) করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ 'খবরে ওয়াহেদ' একটি যন্নী বস্তু, যদ্বারা কোরআনের আয়াত 'মানছুখ' হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত মত অনুসারে উহার অর্থ এরূপ দাঁড়াইল যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) শরীয়াতের একচ্ছত্র ইমাম এবং ওয়াহীর পূর্ণ সংরক্ষক হওয়া সত্বেও ঐ আয়াতের ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছেন উহা আল্লাহর নির্দেশের 'বয়ান' (ব্যাখ্যা) নহে। অপর পক্ষে ইমাম শাফেয়ী এবং মোহাদ্দেছীনে কেরাম হাদীছে আরাবী এবং অন্যান্য হাদীছের প্রতি গভীর ভাবে লক্ষ্য করিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) এর একাধিকবার উচ্চারিত (لم تصل অর্থাৎ তোমার নামায হয় নই) সতর্কবাণীর এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন যে, উক্ত ব্যক্তির নামায (যাহার নির্দেশ আল্লাহ তদীয় রছুলের মারফতে জানাইয়া দিয়াছেন, উহা) আদায় হয় নাই, এতএব তাহাকে পুনরায় নামায পড়িতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ; ঠিকমত পড়িলে তবেই ঐ নামায নামাযরূপে গৃহীত হইবে। এক্ষণে যদি উহা (তাআদীলে আরকান) ওয়াজিবের পর্য্যায় ভুক্ত হইত, তবে রছুলুল্লাহ (দঃ) ঐ ব্যক্তিকে একাধিকবার নামাযের নির্দেশ প্রদান না করিয়া বরং নামাযের অঙ্গহানির জন্য তাহাকে ছোহ ছেজদা করিবার আদেশ প্রদান করিতেন। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঐ লোকটী রুকু ও ছেজদা পরিত্যাগ করে বা উহার আভিধানিক অর্থের সীমা (কেয়াম হইতে মাথা নত করা এবং ললাট মাটীতে রাখা) রক্ষণেও ত্রুটী করে নাই। ব্যাপার এই করিয়াছিল যে, ঐ ব্যক্তি 'তাআদীলে আরকান' সহকারে নামায কায়েম করে নাই। আর এই জন্যই রছুলুল্লাহ (দঃ) নামাযের প্রত্যেকটী রোকন সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,

حتي تطمئن راكعا، حتى تطمئن قائما حتي تطمئن ساجدا، حتى تطمئن جالسا ٠

রুকু, কেয়াম, ছেজদা এবং জলসা যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধীর স্থির ভাবে এবং সন্তোষজনক ভাবে সমাধা না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত কাহারও নামায হইবে না। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, আল্লাহ পাক কোরআন মজিদের বহু স্থানে,

اقم الصلوة ويقيمون الصلوة

নামাযকে 'কায়েম' করার নির্দেশ দিয়াছেন—শুধু পড়ার নির্দেশ দেন নাই।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মাছদার বা মূলধাতু হিসাবে ছলাত' শব্দের অর্থ (ক) আগুনে দিয়া কোন বস্তুকে নরম করিয়া ফেলা, (খ) প্রার্থনা—মোনাজাত বুঝায়। যেহেতু বিনয় নম্র এবং একাগ্র চিত্ত ও পবিত্র দেহ লইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয় এবং যেহেতু প্রার্থনাই নামাযের প্রধান উপাদান, এই জন্য আভিধানিক দিক দিয়া নামাযকে 'ছলাত' বলা হয়। আর 'কায়েম করার' অর্থ—উহার সমস্ত শর্ত ও কর্তব্য যথাসাধ্য পালন করিয়া চলা। যেমন—রুকু, রাকআত প্রভৃতির নির্ধারিত সংখ্যা, আকার প্রকার প্রভৃতির ব্যতিক্রম না করা, একাগ্র চিত্তে ও বিনীত ভাবে আল্লাহর দিকে রুজু করা ইত্যাদি। আল্লাহ বলিয়াছেন,

وقوموا لله قنتين

অর্থাৎ আর আল্লার হুজুরে খাড়া হইবে একাগ্র চিত্তে বিনয় সহকারে। (বাকারা) বস্তুতঃ কাছেকদিগের বর্ণনা প্রসংগে আরও বলা হইয়াছে যে, অলস ও অবসন্ন ভাবে নামায পড়া অন্যায়, (তাওবা)। অতএব কোরআন ও হাদীছের আলোচনা দ্বারা মোহাদ্দিছগণ এই অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন যে, নামাযের "তাআদীলে আরকান" ফরয।

হানাফীগণ তাঁহাদের স্বরচিত সূত্র الخاص لايحتمل البيان لكونه بينا (খাছ স্বয়ং অর্থ বোধক হওয়ায় উহাকে ব্যাখ্যা করিয়া বলার প্রয়োজন নাই) বর্জন করিতে পারেন নাই; অথচ স্মরণ রাখা কর্তব্য যে মানব মুকুট জনাব রসূলুল্লাহ (দঃ) কোরআনের 'বয়ানকারী' ছিলেন। আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে—

وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم •

"হে নবী! আমরা এই নছীহতনামা (কোরআন) কে আপনার নিকট এই জন্য অবতীর্ণ করিয়াছি যে, উহাতে জনগণকে যে সকল বিধি নিষেধের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, আপনি তাহাদিগকে সেগুলি পরিষ্কারভাবে 'বয়ান' করিয়া দিবেন"। ছুরত আনলহল ৪৪ আয়াত।

অন্যত্র আরো সুন্দরভাবে বলিয়া দেওয়া হইতেছে :

وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه •

"আমরা আপনার উপর 'আলকিতাব'কে এই জন্য নাযিল করিয়াছি যে, তাহারা উহার মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে মতভেদ করিতেছে আপনি তাহাদের জন্য উহা বিস্তারিতভাবে 'বয়ান' করিয়া দিবেন!"—ঐ ৬৪ আয়াত।

উক্ত আলোচনায় আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, মোহাদ্দেছীনে কেরাম তথা আহলে হাদীসগণ সকল সময় কোরআন ও হাদীছের আলোক সম্পাতে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা কোন সূত্র রচনা করিয়া অতঃপর উহার ছাচে ফেলিয়া মাছআলা নির্বাচিত করেন নাই। কিন্তু অপরপক্ষে আহলেরায়গণ প্রথমে একটি অছুল রচনা করিয়া অতঃপর কোরআন ও হাদীছ সমূহকে উহার ছাচে ফেলিয়া জুয়ী (খণ্ড) মাছআলাগুলি নির্বাচন করিয়াছেন—যাহাতে অছুল এবং ঐ সমস্ত জুয়ী মাছআলা গুলির সম্পর্ক পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে না পারে। তদ্বারা হাদীছে নববীর গুরুত্ব ও মর্ম্ম সংরক্ষিত হউক বা না হউক, তাহারা উহা বিবেচনা করার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। উপরোল্লিখিত বিষয়গুলি আমাদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কাল্পনিক রচনা নহে। তাই উহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা ভারত গুরু শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দিছ দেহলবীর (রঃ) উক্তি এখানে স্মরণ করিয়া দেওয়া উচিত মনে করিতেছি। তিনি আহলে রায়দের তরীকে ইজতেহাদ ও ইছতেদলালের বর্ণনা পদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে—

باید دانست که سلف در استنباط مسائل وفتاوی بر دو وجه بودند اول آنکه قرآن وحدیث وآثار صحابه جمع میکردند واز انجا استنباط می نمودند واین طریقه اصل راه محدثین است ودیگر آنکه قواعد کلیه که جمع از ائمه تنقیح وتهذیب ای کرده اند یاد گیرند بے ملاحظۂ ما خذ آنها پس هر مسئله که وارد می شد جواب آن از همان قواعد طلب می کردند واین طريقه اصل راه فقهاست •

পূর্ববর্তী বিদ্বান মাছআলা ও ফতওয়া সমুহের ইছতেনবাত ব্যাপারে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথমতঃ তাহাদের একটি দল কোরআন ও হাদীস এবং আছারে ছাহাবা সংগ্রহ করিবার পর তদ্বারা মাছআলা ইছতেম্বাত করিয়া থাকেন, আর ইহাই হইল মোহাদ্দেছীনে কেরামের অবলম্বিত নীতি এবং অপর পক্ষে স্ব স্ব গুরু ইমামগণের রচিত কায়েদা (অছুল) অনুসন্ধান করিয়া স্মরণ পটে উহা অঙ্কিত করিয়া লইতেন এবং উহার মূল উৎসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করিয়া কোন মাছআলা উপস্থিত হইলে উহার জওয়াব প্রদানকালে ঐ সমস্ত অছুলের অনুসন্ধান করিতেন। আর ইহাই হইল ফকীহগণের পরিগৃহীত পথ।— মোছাফ্ফা শরহে মোয়াত্তা (ফারছী) (১) ৪ পৃঃ। অন্যত্র তিনি আরো বলিয়াছেন যে—

بل المراد من اهل الرای قوم توجهوا بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين او بين جمهور هم الى التخريج على اصل رجل من المتقدمين فكان اكثر امر هم حمل النظير على النظير والرد الى اصل من الاصول دون تتبع الاحاديث والاثار •

বরং 'আহলে রায়' বলিতে ঐ সম্প্রদায়কে বুঝায়, যাহারা ঐ সমস্ত মাছআলা যাহা মুছলমানগণের মধ্যে সর্ববাদিসম্মতরূপে অথবা জমহুর বিদ্বানগণের নিকট (অবলীলাক্রমে) গৃহীত হইয়াছে উহা পরিত্যাগ করতঃ পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির (বিরচিত) অছুলকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা মাছআলা আবিষ্কারে ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাহারা হাদীছ এবং আছার সমুহের অনুসরণ না করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি অনুমানের উপর আর একটি অনুমান এবং অছুলের কোন একটি ধরাবাঁধা কায়েদার প্রতি ঝুকিয়া থাকেন।— হুজ্জতুল্লাহেল বালেগা।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ-র) বিশিষ্ট ভক্ত অনুরক্ত আল্লামা শহরস্তানী স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

انما سموا اصحاب الرای لان عنايتهم بتحصيل وجه من القياس والمعنى المستنبط من الاحكام وبناء الحوادث عليها وربما يقدمون القياس الجلى على احاد الاخبار وقد قال ابوحنيفة

www.ahlehadeethbd.org

Contents

رح علمنا هذا رای وهو احسن ما قدرنا علیه فمن قدر علي غير ذلك فله ما رای ولنا ما رایناه •

তাহারা (হানাফীগণ) 'আহলেরায়' নামে এই জন্য অভিহিত হইয়াছেন যে—তাহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কোন একটি কেয়াছী কারণ পরম্পরা এবং আহকামে শরীয়াতের মধ্যে কোন ইজতেহাদী অর্থকে এবং পুনশ্চ উহার নবোদ্ভূত বিষয়কে কেয়াছরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। আবার তাহারা কখনও কেয়াছে জলীকে খবরে ওয়াহেদের উপর প্রাধান্য দিয়া থাকেন। অথচ স্বয়ং ইমাম আবূহানিফা (রঃ) এর উক্তি এই যে—ইহা আমার অভিমত মাত্র আমি যতটুকু সমর্থ হইয়াছি, উহাই আমার জন্য উত্তম। অতঃপর যদি কেহ ইহার বিপরীত (উত্তম) কিছু করিতে সমর্থ হন, তবে তাহাদের জন্য তাহাই গ্রহণীয় এবং আমাদের জন্য আমরা যাহা নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। —মিলল ওয়ান্ নহল।

উল্লিখিত মন্তব্যগুলি পাঠ করিয়া ছহীহ বুখারীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন এবং অপরদিকে "অছুলে শাশী" ও "নূরুল আনোয়ার" প্রভৃতি ফিক্‌হের প্রতি লক্ষ্য করুন। তাহাদের উভয় দলের পারস্পরিক ইছতেদলাল এবং ইছতেম্বাতের ক্রমপদ্ধতির মধ্যে কিরূপ ব্যবধান এবং কোন্ পক্ষ মাছআলা নির্বাচনকালে কোরআন ও হাদীছের আলোক আভাষ গ্রহণ করিয়াছেন আর কাহারা উহা বর্জন করিয়াছেন। আর এইজন্যই ফকীহ বিদ্বানগণের অধিকাংশই হাদীছশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন নাই। আমাদের উল্লিখিত উক্তির স্বপক্ষে বিশ্ববিশ্রুত বিদ্বান শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর উক্তির সারমর্ম এখানে নকল করিয়া দিতেছি। শাহ ছাহেব লিখিতেছেন যে—

وذلك انه لم يكن عندهم من الاحاديث ولم يرغب فيهم الناس اندرس بعد حين ... ...

"আর উহা এইজন্য যে—তাহাদের (আহলে রায়দের) নিকট এত অধিক পরিমাণে হাদীছ মওজুদ এবং ছাহাবাদের উক্তি বিদ্যমান ছিল না যদ্বারা 'আহলে হাদীসগণ' যে নীতি এবং অছুল অবলম্বন করিয়াছেন, তদনুযায়ী তাহারা ফিক্‌হী মাছআলা বাহির করিতে সমর্থ হইবেন। বিদ্বানগণের উক্তি সমূহ সংগ্রহ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উক্ত বিষয়সমূহ পর্য্যালোচনা করার ব্যাপারে তাহাদের হৃদয়ের দ্বার উন্মোচিত হয় নাই। বরং এ বিষয়ে তাহারা নিজেদিগকে সন্দিগ্ধ মনে করিতেন। তাহারা স্ব স্ব ইমামদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করিতেন যে, তাঁহারা মাছআলা সমূহের সূক্ষ্মতা ও নিশ্চয়তা প্রতিপাদনে উচ্চ আসনের অধিকারী। এইভাবে তাহাদের হৃদয় ইমামগণের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।...তাহাদের মধ্যে মেধা শক্তির প্রাখর্য্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর দিকে চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধনের এরূপ দক্ষতা ও যোগ্যতা ছিল—যদ্বারা তাঁহারা স্ব স্ব গুরুগণের উক্তি অনুসারে মাছ'আলার জওয়াব প্রদান করিতে পারিতেন। প্রবাদ আছে, যে কাজের যে জন্য সৃষ্ট, সে কাজ তাহার জন্য সহজ হইয়া থাকে আর প্রত্যেক সম্প্রদায় যাহার ভাগে যাহা জুটিয়াছে উহাতেই তাহারা পরিতুষ্ট। বস্তুতঃ এইভাবেই তাহারা ফিকৃহের মাছ'আলা বাহির করার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রত্যেকেই তাহাদের ইমাম ও সহযোগীদের স্বরচিত কেতাব কণ্ঠস্থ রাখিতেন। যাহারা নিজ নিজ মজহাবের উক্তি সমূহে বিশেষজ্ঞ ও মাছ'আলা প্রতিপাদনে যাহাদের অন্তর্দৃষ্টি ভাল ছিল, তাহারা প্রত্যেকটি মাছ'আলার নির্দেশের কারণ-পরম্পরাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতেন। অতঃপর কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে বা কোন সমস্যার সম্মুখীন হইলে ইমামগণের বর্ণনাকৃত কণ্ঠস্থ বিষয় সমূহের মধ্যে উহার জওয়াব অনুসন্ধান করিতেন। যদি তাহার মধ্যে উহার জওয়াব মিলিত তবে ত ভালই। নতুবা তাহাদের উক্তির ব্যাপক অর্থের দিকে মনোসংযোগ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়া তদনুসারে উক্ত মাছ'আলার জওয়াব প্রদান করিতেন অথবা উক্তির পরিপোষক কোন আভাষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অতঃপর উহা হইতে মাছআলা বাহির করিতেন। অনেক সময় কোন কোন উক্তির মধ্যে এমন ইংগিত এবং প্রয়োজনীয় বস্তু পাওয়া যাইত যদ্বারা মাছ-আলা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হইত। আবার কখনও আলোচ্য মাছআলার নজীর বা উপমাকে উক্ত মাছআলার আসলের উপর আরোপ করা হইত। আবার কখনও আলোচ্য মাছ-আলার নির্দেশের কারণ সন্ধান করিয়া তদ্বারা তাখরীজ, যুছ্‌র্‌ (সহজ) প্রত্যাখ্যান নীতির প্রতি মনোনিবেশ করিতেন। অতঃপর উহার হুক্‌মকে আলোচ্য বস্তুর মধ্যে নির্ধারণ করিতেন। কখনও একই বিষয়ে বিদ্বানগণের দুই প্রকার উক্তি বিদ্যমান থাকিলে যদি উহা পারস্পরিক সম্পর্কিত এবং শর্তসাপেক্ষ ক্রিয়াছের সহিত সুসমঞ্জস হইত, তবে ত মাছআলার উত্তর হই-য়াই যাইত। আবার কখনও তাহাদের উক্তির মধ্যে কোন কোন বিষয়ে উদাহরণ এবং শ্রেণী বৈষম্যের ধারায় জানা যাইত। কিন্তু তাহার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ অজ্ঞাত থাকায় তাহারা আপন ভাষাভাষী ফকীহগণের মুখাপেক্ষী হইতেন। এবং উহার সত্বা, পূর্ণাঙ্গ নিয়মতান্ত্রিক সংবিধান, উহার নিগুঢ় রহস্যোদ্‌ঘাটন এবং দুর্বোধ্য বিষয় সমূহের পার্থক্য নিরূপণে সাধনায় নিমগ্ন হই-তেন। কখনও তাহাদের উক্তির মধ্যে দ্বিবিধ উক্তি পরিদৃষ্ট হওয়ায় যথা সম্ভব গবেষণা করিয়া একটীর উপর অপরটীর প্রাধান্য প্রতিপন্ন করি-তেন। আবার প্রমাণপঞ্জীর মধ্যে কোন বিষয় অস্পষ্ট থাকিলে ফকীহগণ উহা পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করিয়া দিতেন। কোন কোন সময় মুফতীরা স্বীয় ইমামের কার্য্যকলাপ, মৌনসম্মতি এবং এইরূপ অন্যান্য বিষয় সমূহ হইতে মাছ-আলা প্রতিপাদন করিতেন। আর এই সমস্ত বর্ণিত পদ্ধতিকে অমুকের তাখরীজী (আবিষ্কৃত) মাছআলা অথবা ইহা অমুকের মজহাবানুযায়ী অথবা অমুক ব্যক্তির অছুল অনুযায়ী অথবা অমুক ব্যক্তির মতানুসারে মাছআলার উত্তর এইরূপ—এইরূপ হইবে বলা হইত। আর ঐ সমস্ত বিদ্বানই "মোজতাহেদ বিদ মজহাব" নামে খ্যাত হইতেন। আর উক্ত ইজতেহাদ অনুসারে বলা হইত যে, যে ব্যক্তি "মাবছুত" নামক কেতাব মুখস্থ করিয়াছেন, তিনি একজন মোজতা-হেদ। যদিও ঐ ব্যক্তি হাদীছের বিদ্যায় একে-বারে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ ছিলেন। এইভাবে প্রত্যেক মজহাবের অসংখ্য মাছআলা মাছায়েল এবং বিধানতন্ত্র রচিত হইয়াছে। অতএব যে মজহাবের লোক সেই (অশুভ) মুহূর্ত্ত সুখ্যাতি অর্জন করিয়া বিচারকের আসন, মুফতীর পদমর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের লিখিত গ্রন্থরাজি মানুষের মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচার ও প্রসার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহাদেরই মজহাব পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং সকল যুগে উহার ক্রমোন্নতি সাধিত হইতে থাকে। আর যে মজ-হাবের লোক সে যুগে অপরিচিত ও অখ্যাত থাকায় কাজীর আসন ও মুফতীর পদ লাভ করিতে পারেন নাই—তাহাদের দিকে (অধিক) লোক আকৃষ্ট না হইতে পারার কারণে অত্যল্পকালের মধ্যেই তাহাদের নাম নিশানা বিলুপ্ত হইয়া যায়"। হুজ্জাতুল্লাহেল বালেগা, ৩৫৩ পৃষ্ঠা। অতঃপর এ সম্পর্কে আমরা আল্লামা আবদুল হাই লাখনৌবী (রঃ) এর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। তিনি তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

ومن الفقهاء من ليس لهم حظ الا ضبط المسائل الفقهية من دون المهارة الروايات الحديثية •

ফকীহগণ ফিকহী মাছআলা আয়ত্ব করা ব্যতীত হাদীছ শাস্ত্রে দক্ষতা এবং বুৎপত্তি অর্জন করিতে পারেন নাই।—উমদাতুরেয়ায়া (১) ১৩ পৃষ্ঠা। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

আল-কুরআন প্রসংগে

॥ অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান এম, এ, এম, এম, এম, ও এল ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এতটুকু শুধু জানিয়ে রাখছি যে, কবি ছাড়াও আমরা যদি সে যুগের মনীষিবৃন্দ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের লিপিবদ্ধ বিষয় বস্তুসমূহ, তাঁদের গ্রন্থাবলী ও দীর্ঘ বাদানুবাদ, এমন কি আমাদের পূর্বসূরীদের অলংকার শাস্ত্র ও বাকচাতুর্য্য, তাঁদের মধ্যে প্রচলিত সংলাপ রীতি ও গদ্য রচনা এবং তাঁদের নিকট থেকে বংশ পরাম্পরাগত ভাবে প্রাপ্ত কাহিনী গুলি মুক্ত মনে অনুধ্যান করি, তাহলে মানুষের ভাষা ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্র, সার্বভৌম অধীশ্বর আল্লার শাশ্বত সনাতন বাণীর মধ্যে কত যে মূল্যগত ও দিগন্ত-প্রসারী ব্যবধান রয়েছে তা অতিসহজেই আমাদের বোধগম্য হবে।১

ইমাম সাকাকী 'মিফতাহুল উলুমের' ৭ম পৃষ্ঠায় বলেন :—কুরআনের ই'জায শুধু অন্তর দিয়েই অনুভব করা চলে, ভাষায় তা বর্ণনা করা কোনদিনই সম্ভবপর নয় এবং যাদের অলংকার শাস্ত্র, কথার লালিত্য এবং বাক্যের অর্থগত গঠনপ্রণালী সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নেই. কুরআনের অন্তর্নিহিত ই'জাযকে উপলব্ধি করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।২

ইবনে সুরাকা ই'জাযের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এ পর্য্যন্ত মানুষ ই'জাযের দশমাংশের একাংশ পর্য্যন্তও উপলব্ধি করতে পারেনি এবং প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্নরূপে এর সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন।৩ বস্তুতঃ এই ই'জাযের প্রকার প্রণালী কোন দিনই শেষ হবেনা বরং কালের আবর্তনের সংগে সংগে নূতন তথ্য ও প্রকার প্রণালী পরিবেশিত ও আবিষ্কৃত হতে থাকবে যা পূর্বযুগে হয়নি।

كالبدر من حيث التفت رائيته
يهدى الي عينيك نورا ثاقبا
كالشمش فى كبد السماء و ضوئها
يغشي البلاد مشارقا ومغاربا

"ইহা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত চাঁদের ন্যায়, যে দিক থেকেই তুমি তাকে দেখো না কেন, তোমার নয়নযুগলকে সে আলোকে পুলকে উদ্ভাসিত করবে। কিংবা উহা উন্মুক্ত আকাশের ন্যায়, জ্যোতির্ময় সূর্য্যের ন্যায়, যে তার হিরোণ্ময় দিপ্তি দ্বারা প্রাচ্য প্রতীচ্যের সমস্ত দেশে আলো বিকীরণ করে। ৪

১) Prolegomena of Ibn Khaldun, সা'আলিবী, কিতাবুন নাস্র ওয়ানাযম, কায়রো, আল্লামা কালকাশিন্দি ; সুবহুল আ'শা ; আল বাকিল্লানী : ই'জাযুল কুরআন।

২) ইমাম সাকাকীর মিফতাহুল উলুম, আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন, ২য় খণ্ড ১২০ পৃষ্ঠা।

৩) কাযী আইয়ায কৃত আশ্‌শিফা, কাযী আবু বাকর ইবনে আরাবী কৃত কানুথ আত তা'ভীল, আল্লামা হা'যেম কৃত মিন্‌হাজুল বুলাগা, আল-মারাকিশী কৃত শারহুল মিস্‌বাহ, আবদুল কাহের জুরজানী কৃত দালায়িলুল ই'জায ও আসরারুল বালাগাহ, ইবনুল মু'তায কৃত কিতাবুল বাদীয় এবং আলী জারিম ও এম, আমিনের বালাগাতুল অযিহাহ।

৪) 'আত তানবীর ফি উসুলিত তাফসীর' ১৭ পৃষ্ঠা, আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন, ২য় খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা, শাহ ওলিউল্লাহ কৃত ফাউযুল কাবীর, ১২—৭৩ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কুরআন শুধু মুসলমানের দীন-দুনিয়া উভয় জগতের আইন গ্রন্থই নয়, আরবী ভাষার এ মহত্তম গদ্য গ্রন্থ। তাই আরাবী ভাষার এই অপূর্ব লালিত্য ও মাধুর্য্য, ভাবের মহত্ব ও গাম্ভীর্য্য এবং ছন্দের অনির্বচনীয় ঝংকার একে করেছে সকল সময়ের আদর্শ ও অতুলনীয়। ভাবের ব্যাপকতায় ভাষা গম্ভীর, প্রেরণার দ্যোতনায় ছন্দ কম্পিত ঝংকৃত; ইমাম রাগেব তাই বলেছেন, "এই ত্রিশ পারা কুরআনের ভাব, ভাষা, মর্ম ও অর্থ এত সর্বতোমুখী, সুদূর প্রসারী ও ব্যাপক যে, উহা মানুষের কল্পনার ঊর্দ্ধে এবং পৃথিবীর যে কোন বস্তুর আয়ত্ত-বহির্ভূত। আল্লাহ পাক স্বয়ং বলে দিয়েছেন :—"কুরআনের বাণী এত অনন্ত অসীম যে, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য নিখিল বিশ্বের সমস্ত বৃক্ষ যদি কলমে পরিণত করা হয়, আর সাগর গুলো হয় মসী এবং আরও সপ্ত সাগর এর সংগে সংযুক্ত হয়, তাহলেও মহান প্রভুর এই অনন্ত অসীম বাণী নিঃশেষিত হবে না (সূরা লোকমান :—২৭ আয়াত, সূরা কাহাফ : ১০৯ আয়াত)

কুরআন শুধু যে একটা ধর্মগ্রন্থ এবং নৈতিক বিধি নিষেধের সমষ্টি তা নয়, বরং সাহিত্য ও কাব্যের একটা চিরন্তন উপাদান এতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। মৌলিক উপমা, শ্লেষ, আলংকারিক ও কাব্যিক সৌন্দর্য্য এতে এত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে যে পড়লে মুগ্ধ হতে হয়। পবিত্র কুরআন তাই বহু কাব্যের প্রেরণা যোগাতে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম। কুরআনে বর্ণিত রসূলুল্লার মে'রাজকে আমরা শুধু ধর্মের গণ্ডীভূত করেই রেখেছি; কিন্তু ইতালির মহাকবি দান্তে (১২৬৫—১৩২১) সেই মে'রাজ হতেই উৎসারিত প্রেরণা নিয়ে জগতের অন্যতম মহাকাব্য Divine Comedy লিখে অমর হলেন। অনুরূপভাবে এই কুরআন হতেই গৃহীত ইউসুফ যুলাইখার মনোজ্ঞ কাহিনী অবলম্বনে ইরাণের শেষ তাত্ত্বিক ও রোমান্টিক মহান কবি ও মরমী সাধক মোল্লা নূরউদ্দীন জামী (১৪১৪—১৪৯২ খৃঃ) প্রায় ৪ হাজার শ্লোকের সমন্বয়ে তাঁর অমর রোমান্টিক কাব্য 'ইউসুফ যুলাইখা' রচনা করেন। জামীর এই 'ইউসুফ যুলাইখা' কাব্যকে অবলম্বন করে ষোড়শ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে (১৫৫৯—৬০) দাঁদাঁরা নামক এক ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যের শাসক ও সাধক কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর বাংলা ভাষায় তাঁর অমর কাব্য 'ইউসুফ যুলাইখার' রচনা সমাপ্ত করেন। এরই অনুকরণে পরবর্তী যুগে 'ইউসুফ যুলাইখা' কাব্য লিখেন আবদুল হাকিম এবং আরও অনেকে। কুরআনে বর্ণিত আদম হাউওয়া ও শয়তানের কাহিনী পড়ে তার অপূর্ব কাব্য সংগীতে মুগ্ধ হ'য়ে কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৬—১৯৬৪) তাঁর সুবিখ্যাত মহাকাব্য 'বণী আদম' রচনা করেন। সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে শয়তানের সংগে এই যে অন্তহীন সংগ্রাম এবং পরিণামে মানুষেরই বিজয় লাভ—এটাই হ'চ্ছে কুরআনের এই সুন্দরতম কাহিনীর উপজীব্য এবং তা' হ'তে গৃহীত 'বণী আদম' কাব্যের মূল সুর।

এ পর্য্যন্ত জগতের বুকে যতগুলো জীবন্ত অথবা মৃত ভাষার সন্ধান পাওয়া যায় তন্মধ্যে কুরআনের এই আরবী ভাষাই পৃথিবীকে কাব্য সাহিত্যের প্রাচীনতম সম্পদ দান করেছে। তাই বিদ্যা ও সাহিত্যিকতার প্রাচীনতম যুগের সংগে আরবী ভাষার এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। আরবীর উম্মুল আলসনা' বা সমগ্র ভাষার জননী এবং মক্কা নগরীকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সমুদয় জনপদের আদি কেন্দ্রভূমি বা 'উম্মুল কুরা' রূপে যে অভিহিত করা হয়েছে, এর প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যপক অনুসন্ধান ও গভীর গবেষণা সাপেক্ষ। আল-কুরআনকে তদ্রূপ বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল আরাবী ভাষায় নাযিল করার মধ্যে যে কি তত্ত্ব নিহিত রয়েছে, তা' ভাষা তত্ত্ববিদগণের গবেষণা সাপেক্ষ।

মুসলমানের কাছে কুরআন আল্লাহর প্রত্যক্ষ বাণীর সমষ্টি। সুতরাং তার সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠত্ব ও অনবদ্যতা প্রতিষ্ঠা করা মুসলমানের কাছে যতখানি প্রয়োজন, বাইবেলের সাহিত্যিক মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা খৃষ্টানের কাছে ঠিক ততখানি প্রয়োজনীয় নয়; কারণ বাইবেলকে আল্লাহর প্রত্যক্ষ বাণী বলে খৃষ্টান জগতও মনে করে না। তাছাড়া মূল বাইবেল নয়, তার অনুবাদ মাত্র খৃষ্টান জগতে প্রচলিত। এই অনুবাদের বেলায় 'আহলে কিতাব'রা পরবর্তীযুগে এত রদবদল ও তাহরীফ দ্বারা বাইবেল নামে সত্যের অপলাপ করেছেন যে, কুরআন স্বয়ং তার জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য দিয়েছে এইভাবে:

فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا •

ঐ সমস্ত লোকের জন্য আক্ষেপ যারা অতি সামান্য অর্থের লোভে নিজহস্তে কিতাব লিখে পরে ঘোষণা করে যে, ইহা আল্লাহর পক্ষ হ'তে (অবতীর্ণ)। (সূরাতুল বাকারাহ: ৭৯ আয়াত)

সাহিত্য হিসেবে তাই বাইবেলকে বিচার করার সময়ে স্বভাবতই তার পশ্চাদভূমির কথা মনে পড়ে যেখানে রোমান ও গ্রীক সাহিত্যের ঐতিহ্য ছাড়া অন্য কিছুই নেই।

হযরত ঈসার (আঃ) পর তাঁর যে শিষ্যগণ ইঞ্জিল (New Testament) লিপিবদ্ধ করেছেন, তন্মধ্যে সেণ্ট জন, সেণ্ট পল, সেণ্ট ম্যাথিও, সেণ্ট লিউক লিখিত পুস্তক সংরক্ষিত হয়েছে। এই সংরক্ষিত কপি সমূহের একটিতে যা কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছে, অন্য কপিতে সেগুলো পুরোপুরি লিখিত হয়নি। এভাবে এক কপি অন্য কপির প্রতি অতি নিদারুণ ভাবে সন্দেহ জাগিয়ে আসছে। তাছাড়া প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানসাধু ও পাদ্রি মহাশয়রা তাঁদের নীচ স্বার্থের খাতিরে কিরূপ হীন প্রবঞ্চনা ও জগন্য জালজুয়াচুরী দ্বারা বাইবেলকে কলুষিত করেছেন এবং এই জালিয়াতির প্রবল স্রোত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কিরূপ খরতর বেগে প্রবহিত হয়েছে—প্রাথমিক খৃষ্টীয় চার্চের ইতিহাস পাঠ করলেই তা সম্যক উপলব্ধি করা যায়। John William Burgon B. D. তাঁর "The causes of the corruption of traditional text of the Holy Gospel" নামক পুস্তকে বাইবেল বিকৃতির অন্যান্য বহু কারণ বর্ণনা ক'রে শেষে লিখছেন, "ধর্মপুস্তকগুলোকে বিকৃত করা আদৌ তাঁরা দূষণীয় বলে মনে করতেন না। তাওরাত ও ইঞ্জিলের কোন উক্তি মারাত্মক বলে মনে হলে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তা' বদলিয়ে দিতেন, স্থানান্তরিত করতেন অথবা সম্পূর্ণ পদটি শাস্ত্রগ্রন্থ হতে একেবারে অপসারিত করে ফেলতেন। এটা যে সম্পূর্ণ একটা নীতি বিগর্হিত অসৎ কার্য্য তা তারা কোন দিন চিন্তা করারও অবসর পাননি বা প্রয়োজনবোধ করেননি।"

যুগ যুগ ধরে এই তাওরাত ও ইঞ্জিলের শুধু যে আমূল পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধনই সাধিত হয়েছে তাই নয়, শত সহস্র জাজ্বল্যমান মিথ্যাকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্বর্গীয় ভাব-বাণীর অন্তর্ভুক্ত করে শেষকালে বাইবেলের যে আকার দাঁড়ায়, তাতেও সন্তুষ্ট থাকতে না পেরে আবার অনুরূপ ভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাঁট ছাট ও রদ বদল চালাতে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'Apocrypha' আখ্যায় পরিচিত ৩৫ খানা পুস্তকের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। অধুনা প্রটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টান পণ্ডিতরা সেগুলোকে জাল বলে পরিহার করেছেন। রোমান ক্যাথোলিক ও গ্রীকরা কিন্তু আজও সেগুলোকে একান্ত বিশ্বস্ত ঐশী বাণী ও স্বর্গীয় আপ্ত বাক্য বলে মনে করেন। এভাবে বাইবেলীয় সাহিত্য যে একটা পরিবর্তনশীল বস্তুতে পর্য্যবসিত হয়েছে, এতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। ১ কারণ যীশুকে খোদা, খোদার বেটা ও মাসিহ প্রতিপন্ন করার আগ্রহাতিশয্যে তাঁরা কখনও ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন, আবার কখনও সম্পূর্ণ এক নতুন ইতিহাস গড়ার ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদের কিতাব দলীল ও নথি পুস্তক তাই যীশুর 'উলুহিয়াত' ও তাঁর অতি-মানবতার বহু কল্পিত উপাখ্যান ও হাস্যকর বিষয়াদিতে পরিপূর্ণ।

পক্ষান্তরে আল্লাহর সনাতন বাণী কুরআন মজীদ হযরত ঈসা ও তার মাতাকে ইয়াহুদিদের কুৎসিত প্রচারণা ও খৃষ্টানদের অন্যায় অসংগত অতিরঞ্জন থেকে উদ্ধার করেছে। খৃষ্টানরা তাওরাত ও ইঞ্জিলের মাথায় জর্দনের জল ঢেলে 'কোর্ট-শিপ', 'বল নৃত্য' প্রভৃতির প্রচলন দ্বারা নরনারীর নগ্নবিলাসিতার মহিমায় জগতে এক অভিনব সভ্যতার ধ্বজা উড়িয়েছে যাতে ক'রে স্পষ্টতই প্রমাণিত হচ্ছে যে জগতের বুক থেকে প্রকৃত বাইবেলের অস্তিত্ব চিরতরে অবলুপ্ত হয়েছে। তাছাড়া প্রচলিত বাইবেলে এমন সমস্ত অসংগত, অস্বাভাবিক কল্পনা, অনৈতিহাসিক উপকথা, পরস্পর বিরোধী বিক্ষিপ্ত বর্ণনা ও অর্থহীন প্রক্ষিপ্ত উক্তি বিদ্যমান রয়েছে এবং স্থানে স্থানে আবার প্রেমের প্রবাহ ও শান্তির ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত হয়েছে, যা কস্মিনকালেও একজন মানব হিতৈষী, সত্যধর্ম প্রচারক, শান্তিকামী নবীর শিক্ষা হতে পারে না—মিশরের প্রখ্যাত পণ্ডিত আল্লামা শাইখ জাওয়াহের তানতাভী তাঁর প্রণীত ও ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "তাফসীর-ই- জাওয়াহেরী" নামক কুরআনের ভাষ্যে বার্ণাবাসের ইঞ্জিল থেকে আবশ্যকীয় কতক অধ্যায় উধৃত করেন। ইসলামের কয়েক শতব্দী পূর্ব হতে খৃষ্টান জগতে সেন্ট-বার্ণাবসের এই ইঞ্জিল খানা প্রচলিত ছিল।২ এতে হযরত ঈসার (আঃ) জন্ম থেকে নিয়ে তাঁর ঊর্দ্ধারোহণ এবং বিশ্বনবীর (দঃ) শুভ আগমন সম্পর্কে কুরআনের হুবহু বর্ণনা মৌজুদ ছিল।৩ এতে একথারও সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, হযরত ঈসা (আঃ) একজন মানুষ এবং আল্লার প্রেরিত রসূল। অতএব এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, সেন্ট বার্ণাবাসের এই ইঞ্জিল ইসলামের বহু পূর্ব থেকে আদি খৃষ্টান জগতে প্রচলিত বিশ্বাসেরই বিশদ বর্ণনা। ডক্টর খলীল বেক সাআদা একে ইংরেজী থেকে আরবীতে ভাষান্তরিত করে "আল মানার" নামক কায়রোর বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় আল্লামা রশীদ রিযা সাহেবের সৌজন্যে

১। Ency, Biblica, "Bethelhem" and "Nazareth" দ্রষ্টব্য।

২। পাদ্রী বেভিন জোনস্ কৃত "মাসিহী দীন কা বায়ান" ১৪৫ পৃঃ; Also see the Introduction of Translation of the Holy Quran by Sale, page 10.

৩। Consult Halley's Bible Hand Book, Page 154—59.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রকাশ করেন। আল্লামা শাইখ তানতাভী স্বীয় কুরআনে আযীযের ভাষ্যে এর জরুরী অধ্যায় গুলোর উদ্ধৃতি দেন।১ প্রাচ্য দেশে এই ইঞ্জিলের কোন একটি কপিও কোন দিন দৃষ্ট হয়নি। কারণ এর প্রকাশনা চার্চ দ্বারা বহু পূর্বেই সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হয়েছে এবং পূর্ব প্রকাশিত কপিগুলোও অগ্নিসংযোগ দ্বারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করার যথা সাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। সুন্দর, সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ তথ্যকে এভাবে গোপন করা এবং আস্তে আস্তে ধরাপৃষ্ঠ থেকে তাকে চিরতরে বিলুপ্ত করে দেওয়ার এই যে একটা বদআদত বিপথগামী ও ক্রূরমতি ঈসায়ী কওমের জন্য এটা নতুন কিছুই নয়। এ অভ্যেস তাদের জন্মগত এবং মজ্জাগত।

প্রথম জিলাসিয়াস ৪৯২ খৃষ্টাব্দে পোপের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে বার্ণাবাসের ইঞ্জিল পঠনকে সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ করেন। সুতরাং এই ইঞ্জিল যে ইসলামের বহু পূর্বকালের, এতে অনুমাত্রও সন্দেহ নেই। ধর্মোৎসাহী ব্যক্তিদের কেউ পাশ্চাত্য লাইব্রেরী গুলো থেকে বের করে এই ইঞ্জিলের পূর্ণ কপি এদেশে প্রকাশ করলে ধর্মতত্ত্ব সন্ধানীদের কতই না উপকার সাধিত হয়। তাওরাত ও ইঞ্জিলের এই 'বিকৃতি' সম্পর্কে পাশ্চাত্য লেখকরাও অগণিত পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। আমরা এখানে সেগুলোর আর উল্লেখ করব না। তবে একটা ছোট বইয়ের নামোল্লেখ করছি মাত্র। তার নাম হচ্ছে "তাওরাত ইঞ্জিলের বিকৃতি।" লেখকের নাম চার্লস ডেটস, লণ্ডনের ডেটস এ্যাণ্ড কোম্পানী প্রেসে এটা মুদ্রিত হয়। বইটির বিষয় বস্তু যে কি—নামকরণ থেকেই তা অনুধাবন করা যায়। অর্থাৎ সহজাত জ্ঞান, বিদ্যা, ইতিহাস ও আল্লার বাণীকে বিকৃত করার কথাই শুধু এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে—যে বিকৃতি থেকে কুরআন পাক অতি উর্দ্ধে অবস্থিত। বইটি আরবীতে ভাষান্তরিত হয়ে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মিসরের মুসুআত প্রেসে মুদ্রিত হয়েছে।২

বাইবেলের আরবী অনুবাদ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় সম্ভবতঃ ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে রোম হ'তে। অন্যান্য ভাষায় এর অনুবাদ এখন অতি সহজলভ্য। এ গুলোর সাথে কুরআনের বর্ণনার তুলনা করলেই পাঠকগণ অতি সহজেই বুঝতে পারবেন যে, আদর্শ মহাপুরুষদের জীবন ইতিহাসের প্রাণবস্তু যেগুলো, বাইবেলে সেগুলোকে কত নিষ্ঠুর ভাবে বর্জন করা হ'য়েছে এবং সে স্থলে এমন সব তৃতীয় শ্রেণীর গাঁজাখুরি বাজে গল্পগুজব স্থান পেয়েছে যে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার সংগে তার কোন দূরেরও সংশ্রব নেই।

সুতরাং আমরা এখন দ্বিধাহীন কণ্ঠে এ কথা বলতে পারি যে, খৃষ্টান জগতে প্রচলিত ইঞ্জিল—আল্লাহ কর্তৃক হযরত ঈসার প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিল নয়, বরং Mathew মথি প্রভৃতি মানুষের লিখিত, যার বংশ পরিচয় বা ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আজও কোন কিছু জানা যায়নি বলে বাইবেলের প্রকাশক ও অনুবাদকরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। মথি কোন্ ভাষায় যে 'ইঞ্জিল' খানা রচনা করেছিলেন সে সম্বন্ধে পর্যন্ত মতভেদ রয়েছে। অনেকের মতে এই ইঞ্জিল বা সুসমাচারখানা মথি কর্তৃক লিখিত হয়েছিলো এব্রানী ভাষায়। তারপর খৃষ্টানদের হাতে এসেছে হেনরী ও স্কটের টিকাসহ ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে

১। তাফসীর ই জাওয়াহেরী ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২০—২১।

২। হাফেয রশীদ আহমদ অনূদিত "আল অহীউল মুহাম্মাদী"। মূল আল্লামা রাশীদ রিযা; ১০৭ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গ্লাসগো হ'তে প্রকাশিত বাইবেলের গ্রীক অনুবাদ। আমাদের কাছে পৌঁচেছে সাত নকলে আসল খাস্তা হ'য়ে এই গ্রীক অনুবাদের ইংরেজী বাংলা উর্দু প্রভৃতি ভাষায় সংশোধিত ভার্শনের অনুবাদ।

খৃষ্টানদের আর একখানা ইঞ্জিল "যোহন লিখিত সুসমাচার"। সাধু যোহনের নামকরণে প্রকাশিত এই বাইবেলখানা পড়তে আরম্ভ করলে দেখা যায় যে, ইহা যোহনের লিখা নয়—অন্য কোন লোক যোহনের কার্য্য-তৎপরতার একটা বিস্তারিত বিবরণ এতে সঙ্কলিত করে দিয়েছেন মাত্র।

এই পরস্পর বিরোধী বাইবেলগুলোতে নানা প্রকার ভিত্তিহীন গল্পগুজবের সমাবেশ ক'রে সবচাইতে বেশী যুলুম করা হয়েছে—হযরত ঈসার নবী-জীবনের মহিমার উপর। খৃষ্টান লেখকগণ প্যাগান পৌত্তলিকদের সংগে পিরিত্ করতে গিয়ে একদিকে যেমন হযরত ঈসার প্রচারিত তাওহিদকে এবং তৎপ্রতি অবতারিত আল্লাহর কিতাব ইঞ্জিলকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়ে বসলেন, অন্যদিকে পৌল নামক ধুরন্ধরের খপ্পরে পড়ে তার আনীত গ্রীক-পাসিক দর্শনের সংমিশ্রণে এক অভিনব ও উদ্ভট ধর্মকে খৃষ্টান ধর্মের নামকরণে চালিয়ে দিলেন।১

পৌত্তলিক (Pagan) রাজা কনষ্ট্যান্টাইন (২৭২—৩৩৭) একমাত্র তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে হযরত ঈসার তিন শতাব্দী পর খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং শুধু খামখেয়ালীর বশবর্তী হয়ে বিভিন্নরূপী বহু বাইবেল প্রত্যাখান করে শুধু চারটি বাইবেল নিজের জন্য বেছে নেন। এ রাজাই সর্বপ্রথম খৃষ্টধর্মে হযরত মারইয়াম ইত্যাদির পূজার ব্যাপক প্রচলন করেন। তার সময়েই গির্জা ঘরগুলো নানারূপ প্রতিমূর্তি ও ছবিতে পূর্ণ হয়ে উঠে। ভাষা ও বর্ণমালার (Script) পরিবর্তনের সাথে উক্ত ইঞ্জিল চতুষ্টয়ের মধ্যেও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়, এমন কি মহানবী মুহাম্মদের (দঃ) গৌরবান্বিত নামও তাদের মাঝে বিকৃত ও সন্দেহযুক্ত করে ফেলা হয়।

Judaism বা ইয়াহুদ জাতীয়তার ইতিহাসও ঠিক অনুরূপ। বাবেলোনিয়ার যুদ্ধে ইয়াহুদরা তাওরাত হারিয়ে ফেলে। এর কয়েক শতাব্দী পর কতিপয় ইসরাঈলী বিদ্বান কর্তৃক তাওরাত নামীয় একখানা গ্রন্থ সংকলিত এবং এতে হযরত মূসা, হারুণ ও অন্যান্য নবীদের কাহিনীগুলো সন্নিবেশিত হয়। শাব্দিক ও আর্থিক নানাবিধ ভ্রম ও পরিবর্ত্তন সহকারে এতে মূল তাওরাতের কতিপয় সাংবিধানিক ধারাও সংযোজিত করা হয়। বলা বাহুল্য, উত্তরকালে ইয়াহুদরা শুধু এই প্রমাদ ও ভ্রান্তিপূর্ণ অনুবাদের উপরই নির্ভর করতে অভ্যস্ত হয়।

এরূপ ভাবে প্রাচীন গ্রন্থ বেদেরও আজ পর্য্যন্ত কোন ঐতিহাসিকতার সন্ধান মেলেনা। কোন কোন হিন্দু পণ্ডিত বলেন: বেদ সংকলিত হয়েছিল বিয়াল জী কর্তৃক, যিনি 'যারতাশ্তের' যুগে তাঁর কাছে বলখ শহর গিয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সংস্কৃতের অধ্যাপক কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য্য বলেন: ঋগ্বেদের অংশগুলো এদেশের

১। এই আলোচনা প্রধানতঃ মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের 'তাফসীরুল কুরআন', 'মোস্তফা চরিত' এবং 'বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম' নামক পুস্তকত্রয়কে অবলম্বন ক'রে লিখিত হয়েছে বিস্তারিত বিবরণের জন্য উপরোক্ত পুস্তকত্রয় দ্রষ্টব্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কবি ও ঋষিমুনিদের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে লিখিত হয়েছিল।

আগেই বলেছি, কুরআন অতি সৌজন্যের সাথে লুপ্ত প্রত্যাদেশের পুনরুদ্ধার ও তার সংশোধন করেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বাইবেলে হযরত সুলাইমান সম্বন্ধে উক্তি রয়েছে: 'তিনি যখন বৃদ্ধ হলেন, তাঁর সহধর্মিণীরা তাঁর অন্তরকে তখন মিথ্যা উপাসকদের দিকে ফিরিয়ে দিলেন। অর্থাৎ তিনি আল্লার 'কুফর' করলেন।" (Chap: 11) এ উক্তির প্রতিবাদে কুরআনের ঘোষণা শুনুন:

وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا

হযরত সুলাইমান (আঃ) কুফর করেন নাই বরং শয়তানরাই কুফর করেছিল। (সূরাতুল বাকারাহ: ১০২ আয়াত)

বাইবেলের 3rd chapter ইমরকাসে ইংগিত রয়েছে যে, হযরত ঈসার ব্যবহার তাঁর মায়ের সাথে ততটা সদ্ভাবপূর্ণ ছিলনা। কিন্তু কুরআন হযরত ঈসার (আঃ) মুখের ভাষা দিয়েই ঘোষণা করে:— وبرا بوالدتى আল্লাহ পাক আমাকে মায়ের সাথে সদ্ভাব রাখার জন্য বানিয়েছেন। (সূরা মারিয়াম: ৩২ আয়াত)

মোট কথা যে সমস্ত সনাতন তথ্য ও সারশিক্ষা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান ছিল, কুরআনে সেগুলো বর্ণিত হয়েছে অতি নিখুঁত ভাবে وانه لفى زبر الاولين নিশ্চয়ই কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহেও বিদ্যমান ছিল।

আল্লামা সুয়ূতী তাঁর অমর গ্রন্থ আল ইতকানের ১৫ নং প্রকরণে এমন কতকগুলো রেওয়ায়ত নিয়ে এসেছেন যেগুলোর মাধ্যমে আঁহযরত (দঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম বলে দিয়েছেন যে, অমুক অমুক আয়াত তাওরাতে বিদ্যমান ছিল। আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস বর্ণনা করেছেন যে, সূরা 'আল ফাতাহ'র ৮ নম্বর আয়াতে আঁহযরতের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তার কিয়দংশ তাওরাতেও মৌজুদ রয়েছে।১ হযরত কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা আনআমের উদ্ঘাটিকা দিয়েই তাওরাত আরম্ভ হয়েছে এবং সূরা হূদের শেষাংশ অর্থাৎ ১২৩ নং আয়াত দিয়ে তাওরাত সমাপ্ত হয়েছে।২ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, "যখন সূরাতুল আলা অর্থাৎ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকা" নাযিল হল তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) বল্লেন: সম্পূর্ণ সূরাটি সুহুফে ইবরাহীম ও সুহুফে মুসায় রয়েছে।৩

আল্লামা রাগিব ইসপাহানী কুরআনের নামকরণ সম্পর্কে বলেন,

انما سمى قرانا لكونه جمع ثمرات الكتب السابقة •

এই পবিত্র গ্রন্থকে কুরআন বলা হয়, যেহেতু এতে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সারশিক্ষা একত্রীভূত হয়েছে।৪ খোদা আবু বুসীরীর মংগল করুন যিনি এই কবিতা গেয়েছেন:

الله اكبر ان دين محمد
وكتابه اقوى واقوم قيلا
لا تذكروا الكتب السوالف عنده
طلع الصباح فاطفا القنديل

১) সহীহ বুখারী শরীফ।

২) আল ইতকান, আহমদী প্রেসে মুদ্রিত: ৫৫ পৃষ্ঠা।

৩) হাকেম, তারীখে সুহুফে সামাভী, অধ্যাপক নওয়াব আলী এম, এ, বি, টি।

৪) মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সুবহান আল্লাহ! মুহাম্মাদ (দঃ) এর ধর্ম ও তাঁর গ্রন্থ কত সুদৃঢ় এবং কত সনাতন! এর সামনে তুমি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের নাম মুখে এনোনা। কারণ প্রভাতের আগমন সমগ্র প্রদীপ-কেই নির্বাপিত করেছে।১

অতএব আমাদের কাছে এখন দিবালোকের ন্যায় এ কথা প্রতিভাত হইয়া গেল যে, পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের প্রত্যাদেশগুলোর আদি পবিত্রতা আদৌ রক্ষিত হয়নি, বরং মানুষের মনগড়া ব্যাখ্যা ও প্রক্ষেপণের দ্বারা সেগুলোর মধ্যে এসেছে আমুল পরিবর্তন ও ব্যাপক বিকৃতি।

পক্ষান্তরে কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সমুদয় নীতি, সদুপদেশ, ভবিষদ্বাণী ও সারশিক্ষার সংশোধন ও উদ্ধার সাধন করেছে অতি সৌজন্য ও উদারতার সংগে। পবিত্র কুরআনকে তাই পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের সংরক্ষক, সাক্ষ্যদাতা, সত্যতা প্রতিপাদনকারী ও স্বীকৃতি দাতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (সূরা মায়েদাহ : ৪৮ আয়াত)

এই সর্বশেষ স্বর্গীয় গ্রন্থ—কুরআনের নীতি এতই উন্নত যে, উহা অন্যান্য প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের সার-বার্তায় সমৃদ্ধ থাকা সত্বেও সেগুলোকে অশ্রদ্ধার ভরে সে একটুও দূরে ঠেলে দেয়নি। এখানেই সহনশীলতা ও উদারতার বাণী বহন করে কুরআন বিশ্বের কর্মসমুদ্রে আনয়ন করেছে এক বৈপ্লবিক ঝড়, এক দুর্জয় শক্তি। মুসলমানের ঈমান কোনদিন পূর্ণাংগ হ'বে না—যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে অন্যান্য স্বর্গীয় গ্রন্থসমূহের উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন না করবে। এই বলিষ্ঠ নীতির মাধ্যমে কুরআন ইসলামের উদারতা ও সার্বজনীনতার কথাই ঘোষণা করেছে মাত্র। ঘোষণা ক'রেছে সেই দূর অতীতের মহাপুরুষদের কর্মপ্রচেষ্টার মহিমা। স্বীকৃতি দিয়েছে তাঁদের সাধু প্রচেষ্টাকে এবং অতীত ও বর্তমানের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এই জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন করেই শুরু হ'য়েছে ইসলামের বিপুল জ্ঞান সাধনা।

কুরআন আরও ঘোষণা করেছে :—

لانفرق بين احد من رسله

"আমরা আল্লাহর প্রেরিত পয়গাম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য বা বিভেদ সৃষ্টি করি না।" (সূরাতুল বাকারাহ : ২৮৬ আয়াত)

তবে তফাৎ রয়ে গেছে শুধু এইখানে যে, পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের বাণী তাঁদের বিশেষ বিশেষ দেশ, জাতি বা কওমের জন্যই নির্দ্ধারিত ও সীমাবদ্ধ ছিল। আল-কুরআনে বলা হ'য়েছে : "আমরা নূহকে তাঁর কওমের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি বললেন : হে আমার কওম, আল্লাহর ইবাদাত কর।" (সূরা আল্‌আ'রাফ : ৬৫ আয়াত) "সামুদ জাতির নিকট (পাঠিয়েছি) তাদের (কওমী) ভাই সালিহ্‌কে" (সূরা আল-আ'রাফ : ৭৩ আয়াত)। কোন এক জাতির রসূল কখনই অন্য জাতিকে শিক্ষা ও সদুপদেশ প্রদান করেননি বা করার জন্য প্রত্যাদিষ্ট হননি।

পক্ষান্তরে সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য করুণার প্রতীক, আল্লাহর একান্ত অনুগৃহীত ও মনোনীত বিশ্বনবীর উপর অবতীর্ণ এই কুরআন মজীদে দেশ কাল পাত্রভেদে, বর্ণ জাতীয়তা বা অন্যবিধ বৈষম্য নির্বিশেষে, সকল যুগ ও সকল জাতির অভাব-অভিযোগ সম্পূরণের উপযোগী অফুরন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অসংখ্য বিধি ব্যবস্থা নিহিত

১) করাচি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, হাফেয রশীদ আহমদ এম, এ, অনূদিত "আল অহীউল মুহাম্মদী", ৯৫ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রয়েছে। কারণ এর অতুলনীয় পয়গামের আকুল আবেদন হ'চ্ছে স্থান কাল বর্ণ নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল মানুষ এবং সমস্ত মানবগোষ্ঠীর প্রতি। কুরআনকে তাই জীবনের দিশারী হিসেবে গ্রহণ ক'রে এর বিধান অনুযায়ী আমল করতে সকলকেই উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে। বস্তুতঃ বিশ্বজগতের আর কোন ধর্মগ্রন্থেরই এরূপ মহান ব্যাপকতা ও অনন্ত জ্ঞানগরিমা নেই। এসব কারণেই বোধ করি জগতের সমস্ত ধর্ম গ্রন্থের উপর কুরআনের অভিভাবকত্ব, তার গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব তারস্বরে বিঘোষিত হয়েছে। এই কুরআনের ভাষাতেই একদিন মরইয়ামতনয় হযরত ঈসা ইস্রাঈল গোত্রকে লক্ষ্য করে বলে-ছিলেন: হে বনি ইস্রাঈল, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রসূলরূপে আগমন ক'রেছি, সেই তাওরাতের সত্যতা ঘোষণা করার জন্য যা আমার পূর্বে প্রেরিত হয়েছে এবং শুভ সংবাদ দানের জন্য সেই রসূলের যিনি আমার পরে আগমন করবেন ও যাঁর নাম হবে আহমদ (সূরা আস-সফ: ৬ আয়াত)। যথা সময়ে সেই পূর্বঘোষিত রসূল এই ধূলীর ধরণীতে আগমন করলেন এবং কুরআনের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি ঘোষণা করলেন:

يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا

"হে নিখিল বিশ্বের মানব মণ্ডলী, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের জন্য অর্থাৎ সকল বর্ণের, সকল জাতির, সর্ব দেশের ও সর্ব যুগের জন্য আল্লার মনোনীত রসূল।" (সূরা আল আরাফ: ১৫৮ আয়াত)। আল্লাহ পাক কুর-আন মজীদের অন্যত্র আঁহযরতকে كافة للناس بشيرا ونزيرا অর্থাৎ সমগ্র মানব মণ্ডলীর জন্য সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপে উল্লেখ করেছেন, আর যে মহাগ্রন্থ তাঁর নিকট অবতীর্ণ করেছেন, তাকে উল্লেখ করেছেন, هدى للناس অর্থাৎ সর্বমানবতার জন্য পথের আলোক দিশারীরূপে। আরও বলা হয়েছে:

كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين منذرين •

জগত জুড়ে সকল মানুষ ছিল একই জাতি, (তাদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটলে) আল্লাহ সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী হিসেবে নবীদের প্রেরণ করেন (বাকারাহ: ২১৩ আয়াত)। আদি মানব হযরত আদমই ছিলেন সর্বপ্রথম নবী। আপন সন্তানদের তিনি এই ইসলাম ধর্মই শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু কালক্রমে তাদের বংশ বৃদ্ধি পায় এবং ছড়িয়ে পড়ে তারা এই সসাগরা ধর-ণীর প্রতিটি কোণে। এ ভাবে বিভিন্ন পর্য্যায়ে, বিভিন্ন দলে ও গোত্রে বিভক্ত হয়ে এই শতধা বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠি ও সম্প্রদায় গুলোর মধ্যে ধর্মবিষয় নিয়ে দেখা দেয় তুমুল মতান্তর ও বাকবিতণ্ডা। তখন তাদেরই মধ্য হতে আবির্ভূত হন যুগে যুগে, কালে কালে অসংখ্য নবী ও রসূল এই বিভ্রান্ত মানবতাকে সঠিক ও পুণ্য পথে পরিচালিত করতে ও প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে। এই চিরাচরিত প্রথা চলে আসছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই। এই পয়গম্বরদের পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে কিছু কম বেশী ১,২৪,০০০; তন্মধ্যে ৩১৫ জন হচ্ছেন রসূল।১ Old Testament এ কতক

১) এ সূত্রে একটি হাদীস মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বলে হযরত আবু যার রাঃর প্রমুখাৎ বর্ণিত হয়েছে। অন্য হাদীসে আছে, পয়গম্বরদের সংখ্যা ২,২৪০০০, কিন্তু সনদের হিসেবে এ হাদীস ততটা সহীহ নয়; প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে বহু সংখ্যা বুঝান; কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা বর্ণনা করা নয়। দেখুন মির-কাত—মুল্লা আলী কারী। ইমাম বায়যাভী হযরত কা'ব আল আহবার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, শুধু রসূলদের সংখ্যা ৩১৩ জন। দেখুন তাফসীরে বায়যাভী, ১ম খণ্ড, মিশরে মুদ্রিত ২৩২ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রসূলের সম্পর্কে অতি জঘন্য, কুৎসিত ও আপত্তিকর কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। কুরআন কিন্তু তাঁদের বিশুদ্ধ ও নিষ্কলুষ কর্মরাজিকে কোনরূপ অসুন্দর বলে অপবিত্র করেনি বরং অনুমোদন করেছে সর্বতোভাবে। নবী ও রসূল শব্দের অভিধানিক অর্থ হচ্ছে যথাক্রমে সংবাদ দাতা ও প্রেরিত পুরুষ। কুরআনের ভাষায় নবী মানুষই বটেন তবে পার্থক্য শুধু এই যে তাঁর কাছে ঐশী বাণী আসে। (সূরাতুল কাহাফ: ১১০ আয়াত) তাই নবীদের প্রতি ঈমান কোন অপ্রকৃতের প্রতি ঈমান নয়, কারণ তাঁরাও আমাদের মতই একই মানব প্রকৃতিতে গড়া। কিন্তু তাঁদের বৈশিষ্ট এই যে, তাঁরা যথার্থ সত্যকে সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন; মানুষকে মহৎ চরিত্র ও সত্যজ্ঞান শিক্ষাদানের ক্ষমতা রাখেন (সূরা আলে ইমরান) আমাদের মহানবী সম্পর্কে কুরআন বলে: তাওরাত ও ইঞ্জিলে উল্লিখিত এই নবীয়ে উম্মী মানুষকে সৎকার্য্যে উদ্বুদ্ধ করেন, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেন, বিশুদ্ধ বস্তুসমূহ হালাল ও দোষণীয় দ্রব্য হারাম করেন, আর মানুষ মানুষকে যে সমস্ত অন্যায় বিধি ব্যবস্থার নিগড়ে আবদ্ধ রেখেছে, নবী তাদেরকে করেন তা থেকে মুক্ত। (সূরা আল আরাফ: ১৫৭ আয়াত) "নবীরা সবাই ছিলেন সৎ.....তাঁদের সকলকেই আমরা নিখিল বিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি" (সূরা আল আনআম: ৮৪—৮৫ আয়াত)

আল্লামা সাইয়েদ মুহাম্মদ মুরতাযা ইমাম গায্যালীর "ইয়াহয়াউল উলুম" নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যায় 'মা'রিফাতে আবু ন'আইম' নামক কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: একদা হযরত আবু যার গিফারী রাঃ চারখানা প্রধান আসমানী কিতাব ছাড়া পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের প্রতি আর কতগুলি কিতাব নাযিল হয়েছিল—এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন। তদুত্তরে তিনি বলেন: একশত সহীফা (ক্ষুদ্র গ্রন্থ) নাযিল হয়েছিল। তন্মধ্যে ৫০ খানা সহীফা হযরত শীস (আঃ) এর প্রতি, ৩০ খানা হযরত ইদরীস (আঃ) এর প্রতি আর ১০ খানা হযরত মুসা (আঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ হয়।"

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

সংকলন

কোরআন

[ডাঃ মিঙ্গনা ও কোরআন]

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

"আল-এসলামের" পাঠকবর্গের মধ্যে আরব্য ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির অভাব নাই। তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা "বিশেষ" না হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে ডাঃ মিঙ্গনার অভিজ্ঞতা হইতেও কম, সেরূপ শিষ্টাচারের পরিচয় দিতে আমরা সম্মত নহি

ডাঃ মিঙ্গনা প্রদত্ত তালিকার কয়েকটী শ্লোক পাঠকদিগের সমীপে উপস্থিত করিতেছি :

আপনারা প্রথমে কোরআন মজিদের মূল আয়াৎ পাঠ করুন, তারপর এই جرجاني وقت ও حافظ زمان যে اصلاح এবং পরামর্শ দিতেছেন, তৎসম্বন্ধে ভাবিয়া দেখুন।

يـزيدك وجهه حسنا
اذا مازدته نظرا ؟

১। সূরা জাসিয়া, আয়াৎ ১৮শ :—

ثم جعلنك على شريعة من الامر، فاتبعها، ولا تتبع اهواء الذين لايعلمون، انهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً، وان الظالمين بعضهم اولياء بعض، والله ولي المتقين •

অর্থ : অতঃপর আমি তোমাকে ধর্ম-পথ প্রদর্শন করিলাম, অতএব তুমি সেই পথের অনুসরণ কর এবং মূর্খদিগের ইচ্ছার অনুসরণ করিও না ; কারণ খোদার নিকট তাহারা তোমার কিছুমাত্র উপকার করিতে পারিবে না। অত্যাচারীগণই অত্যাচারীদিগের সহায় হইয়া থাকে, কিন্তু খোদা সৎলোকদিগের সহায় হন।(১)

ডাক্তার মিঙ্গনা বলেন, شيئا শব্দের পরিবর্তে هكماء এবং الله শব্দের পরিবর্তে اللهم হইবে। شيئا শব্দের অর্থ "কিছুমাত্র"। هكماء শব্দের অর্থ যে কি, তাহা আমরা لسان العرب ও قاموس প্রভৃতির ন্যায় আরব্য শব্দ কোষ অন্বেষণ করিয়াও স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। অভিধানে هكم ধাতু আছে, কিন্তু তাহার مجرد এর اشتقاق নাই, مزيد এর আছে, কিন্তু তাহা হইলে এই همزه কোথা হইতে আসিল ?

هكم শব্দের অর্থ :

(২) الشرير المقتحم على ما لا يعنيه— অতিশয় দুষ্ট বৃথা কার্য্যে তৎপর (অনধিকার চর্চায় অভ্যস্ত) এই هكم হইতে هكماء শব্দ হইলে, তাহার অর্থ হইবে—"অতিশয় দুষ্টা স্ত্রীলোক", কিন্তু تركيب এর গলায় দড়ি। اللهم শব্দের অর্থ : "হে আমার খোদা।"

এইবার ডাঃ মিঙ্গনার আদেশানুযায়ী আয়াৎ-টির অনুবাদ করিতেছি, পাঠকগণ প্রণিধান করুন :

(১) কোরআন মজিদ পারা ২৫, রুকু ১৮।

(২) কোৎরোল মহীত ২য় খণ্ড ২০৩৬ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

অতঃপর আমি তোমাকে ধর্মপথ প্রদর্শন করিলাম, তুমি সেই পথের অনুসরণ কর, এবং মূর্খদিগের ইচ্ছায় অনুসরণ করিও না, কারণ খোদার নিকট তাহারা তোমার "দুষ্টা স্ত্রীলোকের" উপকার করিতে পারিবে না, অত্যাচারীগণই অত্যাচারীদিগের সহায় হইয়া থাকে। কি হে আমার খোদা—সৎলোকের সহায়।

جواب النداء في بطن الدكتور

ডাঃ মিঙ্গনা বলেন, ইহাই শুদ্ধ এবং সঙ্গত। আমরা আর কি বলিব! আমরা কেবল ভাবি যে, দুনয়াখানা কেমন বিচিত্র আজায়েবখানা!

২। সূরা বার-আত্, ৪৩ আয়াৎ :

عفا الله عنك لم اذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذبين •

অর্থ: খোদা তোমাকে ক্ষমা করুন, তুমি কেন তাহাদিগকে অনুমতি প্রদান করিলে? (কেন অপেক্ষা করিলে না?) তাহা হইলে তুমি সত্যবাদীদিগের পরিচয় প্রাপ্ত হইতে, এবং মিথ্যাবাদীদিগকেও জানিতে পারিতে। (তাবুক অভিযানের সময় কতকগুলি লোক নানারূপ মিথ্যা ছল করিয়া রসূলে করিমের নিকট বাটীতে থাকার অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিল, এই আয়াতে সেই বিষয় বলা হইয়াছে।(১)

ডাঃ মিঙ্গনা বলেন, تعلم শব্দের পরিবর্তে منهم হইলে ভাল হইত। تعلم শব্দের অর্থ—"জানিতে পারিতে", منهم এর অর্থ—"তাহাদিগের মধ্যে"।

ব্যাকরণ অভিজ্ঞ পাঠক বলিবেন, এস্থানে منهم হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে :—

১। منهم কাহার উপর عطف হইয়াছে?

২। كاذبين এর উপর ال কেন?

৩। كاذبين এর منصوب হওয়ার কারণ কি?

কিন্তু তাঁহারা জানিয়া রাখুন, আমরা ব্যাকরণের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি, কিন্তু ডাঃ মিঙ্গনার পাণ্ডিত্যে সন্দেহ করিতে পারি না। সুতরাং ডাঃ মিঙ্গনা মহোদয়ের ব্যবস্থানুযায়ী শ্লোকটির অনুবাদ করিতেছি,—

"তুমি কেন তাহাদিগকে অনুমতি দান করিলে, কেন অপেক্ষা করিলে না, তাহা হইলে তুমি সত্যবাদীদিগের পরিচয় প্রাপ্ত হইতে, এবং তাহাদের মধ্যে মিথ্যাবাদীগণ।"

৩। সূরা বার-আ'ত, আয়াৎ ৩৮ শ :—

يايها الذين امنوا مالكم! اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض! ارضيتم بالحيوة الدنيا؟

অর্থ: মুসলমানগণ, তোমাদিগের অবস্থা কি? খোদার পথে অগ্রসর হইতে বলিলে, তোমরা পশ্চাৎপদ হও কেন? তোমরা কি পার্থিব জীবনে সন্তুষ্ট হইলে?(২)

ডাঃ মিঙ্গনা বলেন, مالكم শব্দ হইবে না। সুতরাং আয়াতের অর্থ হইবে :—মুসলমানগণ, যখন তোমাদিগকে খোদার পথে অগ্রসর হইতে বলা হয়, তোমরা পশ্চাৎপদ হও। তোমরা কি পার্থিব জীবনে সন্তুষ্ট হইলে?

অভিজ্ঞ পাঠক বলিবেন, এরূপ হওয়া সঙ্গত নহে। কারণ এই আয়াতে মুসলমানদিগকে খোদার পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য উৎসাহিত

১। কোরআন মজিদ, পারা ১০ রুকু ১৩।

২। কোরআন মজিদ, পারা ১০, রুকু ১২।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এবং উত্তেজিত করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তিকে উৎসাহিত এবং উত্তেজিত করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে তাহার সমুদয় চেতনা এবং অনুভূতিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে, তৎপর তাহাকে যাহা বলা হইবে, সে সহজেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং তদানুযায়ী কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবে। শ্রোতার চেতনা এবং অনুভূতি জাগ্রত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়—সম্বোধন এবং জিজ্ঞাসা। সম্বোধনের দ্বারা শ্রোতার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, জিজ্ঞাসার দ্বারা তাহার উত্তর প্রদানের প্রবৃত্তি জন্মে। সুতরাং সমস্ত বিষয়ে তাহার চেতনা এবং অনুভূতি জাগ্রত হইয়া উঠে।

মুসলমানগণ খোদার কার্য্যের প্রতি অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে বলিলে তাহারা পশ্চাৎপদ হইতেছে, খোদাতায়ালা তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া কর্ত্তব্য পথে চালিত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন; মুসলমানদিগকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলে সাধারণতঃ তিনি রসূলকেই সম্বোধন করিয়া থাকেন, কিন্তু এস্থলে সেরূপ না করিয়া তিনি স্বয়ং মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিতেছেন:

يايها الذين امنوا

"হে মুসলমানগণ!"

এরূপ সম্বোধনে মুসলমানগণ স্বভাবতই অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইল, এবং যাহা বলা হইবে, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষরূপে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তখন বলা হইল—

مالكم—"তোমাদিগের হইয়াছে কি?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া তাহারা ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয়ই তাহাদিগের অবস্থার কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে এবং সম্ভবতঃ তাহারা কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং নিজের ব্যবহার এবং তাহার ফলাফল ও পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য তাহাদিগের হৃদয়ে চেতনা এবং অনুভূতি জাগিয়া উঠিল। তখন খোদাতায়ালা বলিলেন:

اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض •

"তোমাদিগকে খোদার পথে অগ্রসর হইতে বলিলে তোমরা পশ্চাৎপদ হও কেন?" এখন তাহারা ভাবিয়া দেখিল, সত্যই ত তাহাদিগের ব্যবহার এইরূপ, তবে কি ঐরূপ ব্যবহার করা খুব অন্যায় হইয়াছে? তখন বলা হইল:

ارضيتم بالحيوة الدنيا؟ فما متاع الحيوة الدنيا بالاخرة الا قليل!

"তোমরা কি পার্থিব জীবনে সন্তুষ্ট হইলে? কিন্তু পারলৌকিক মঙ্গলের তুলনায় পার্থিব সুখ অতি নগণ্য।"

এইবার তাহারা জানিতে পারিল, নিশ্চয়ই তাহারা গুরুতর অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের হৃদয়ে অনুতাপ এবং অনুশোচনা আরম্ভ হইল। তখন খোদা বলিলেন:—

الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيا والله على كل شيء قدير •

"যদি তোমরা অগ্রসর না হও, খোদা তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দিবেন, এবং তোমাদিগের স্থানে অন্য জাতিকে আনয়ন করিবেন, তোমরা কোন উপায়েই তাহাতে বাধা দিতে সমর্থ হইবে না এবং খোদা সমস্তই করিতে পারেন।"

এইবার তাহাদিগের মন অনুতাপ এবং অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল এবং কি উপায়ে তাহাদিগের অপরাধ ক্ষমা হয়, কি করিলে তাহা-

www.ahlehadeethbd.org

দিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহা জানিবার জন্য তাহারা ব্যস্ত এবং উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল, তখন খোদাতায়ালা বলিলেন :—

انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وانفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون •

"সুখে দুঃখে কর্তব্য পথে অগ্রসর হও এবং খোদার পথে ধন ও প্রাণ দিয়া জেহাদ কর ; যদি তোমরা জ্ঞানী হও তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, এইরূপ করাই তোমাদিগের জন্য মঙ্গলময়।"

কিন্তু ডাঃ মিঙ্গনা যাহা বলিতেছেন, তাহাতে কেবল শ্লোকটির সৌন্দর্য্য নষ্ট হইতেছে না, তাহার উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

পাঠক আরও বলিবেন, ডাঃ মিঙ্গনার মতানুযায়ী শ্লোকটির বাক্য বিন্যাস হইলে শেষোক্ত বাক্য ارضيتم بالحيوة الدنيا (তোমরা কি পার্থিব জীবনে সন্তুষ্ট হইলে?) টিও استفهاميه অর্থাৎ প্রশ্নাত্মক না হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু পাঠক জানিয়া রাখুন—ডাঃ মিঙ্গনা না শুনেন ব্যাকরণের কাহিনী।

৪। সুরা বারাআত, ৩৩শ আয়ৎ :—

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق •

অর্থ :—খোদা, যিনি তাঁহার রসুলকে জ্ঞান এবং সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করিয়াছেন (১)

ডাঃ মিঙ্গনা বলেন, ارسل শব্দের পরিবর্তে رسل হইবে ارسل শব্দের অর্থ "প্রেরণ করিয়াছেন।" رسل শব্দের অর্থ,

"القطيع من الابل والغنم"

উষ্ট্র এবং মেষের পাল" (২), رسل ক্রিয়া হইলে তাহার অর্থ,

رسل البعير يرسل رسلا ورسالة، كان رسلا

"উষ্ট্র এবং মেষাদির বিভিন্ন পালে এবং দলে বিভক্ত হওয়া" (৩), কেহ হয়ত বলিবেন যে, رسل শব্দের অর্থ "প্রেরণ করা"ও হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইতে পারে না। বিখ্যাত খৃষ্টান অভিধান লেখক পিটর বোস্তানী বলিতেছেন :

رسل يرسل، بعث رسولا، المجردمات، والمستعمل ارسل من افعل •

অর্থাৎ "প্রেরণ করা" অর্থে رسل ক্রিয়ার ব্যবহার পরিত্যক্ত হইয়াছে ; ঐ অর্থে ارسل শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।(৪) অন্য কেহ বলিবেন যে, مجرد পরিত্যক্ত হইয়াছে ; কিন্তু مزيد? সুতরাং مزيد এর অর্থ শ্রবণ করুণ :—

رسل القوم اى كثر رسلهم—অর্থাৎ رسل ক্রিয়ার অর্থ "উষ্ট্র এবং মেষাদির পাল বৃদ্ধি হওয়া।" (৫) এখন ডাক্তার মিঙ্গনা মহোদয়ের উপদেশানুসারে আয়াৎটির অনুবাদ করিতেছি, আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন :—

"তিনি তাঁহার রসুলকে জ্ঞান এবং সত্য ধর্ম সহ "উষ্ট্র ও মেষের পালে বিভক্ত" করিয়াছেন। অথবা, "জ্ঞান এবং সত্য ধর্মসহ তাঁহার উষ্ট্র এবং মেষের পাল" বৃদ্ধি করিয়াছেন।"

ডাক্তার মিঙ্গনা বলেন, ইহাই বিশুদ্ধ এবং সুন্দর। বলুন, আমরা সেই অবসরে গোলেস্তাঁর সেই پشم بايسنه کشتن গল্পটা পাঠ করিয়া শ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করি।

(১) কোরআন মজিদ, পারা ১০ রুকু ১১।
(২) লেসানুল আরব ১৩শ খণ্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা।
(৩) কোৎরুল মহীত ১ম খণ্ড, ৭৫৪ পৃষ্ঠা।
(৪) কোৎরুল মহীত ১ম খণ্ড, ৭৫৪ পৃষ্ঠা।
(৫) ঐ ঐ ঐ

www.ahlehadeethbd.org

পাঠক, আমরা কেবল চারিটি শ্লোক সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, সমুদয় বিষয়ের সমালোচনা এই ক্ষুদ্র পরিসর প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। মুসলমানগণ কোরআন মজিদের যেরূপ সেবা করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। কোরআন মজিদের চর্চা এবং অনুশীলন আজকাল যে কোন কারণে শিক্ষিত মুসলমানদিগের নিকট কুসংস্কার এবং মোল্লাগীরির পরিচায়ক হইলেও, খোদার কৃপায় আজিও পৃথিবীতে কোরআনের সেবকের অভাব নাই। পক্ষান্তরে কোরআন মজিদের প্রত্যেক শব্দটির বিষয়ে স্বতন্ত্র এবং বিস্তৃতরূপে আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থ এখনও জগতে দুর্লভ নহে। ইচ্ছা করিলে ডাঃ মিঙ্গনার তালিকাভুক্ত প্রত্যেক শ্লোকটী সম্বন্ধে বিস্তৃত এবং বিশদরূপে আলোচনা করিয়া দেখাইতে পারা যায় যে, ব্যাকরণের দিক দিয়াই হউক, কিংবা ভাষার সৌন্দর্য্য এবং সম্পদের দিক দিয়াই হউক, অথবা শব্দের বিশুদ্ধতা এবং শ্রুতি মধুরতার দিক দিয়াই হউক, কোরআন মজিদের ব্যবহৃত শব্দ এই তথাকথিত হস্তালিপির শব্দ হইতে সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রশস্ত। কিন্তু আমরা সেরূপ করিব না। কারণ প্রথমত: أَيْنَـــڤَ در مصلت كوران ব্যতীত তাহার কোনই ফল নাই।

অতএব এই খুষ্টিয় ন্যায়ের ফাঁকিতে সময়ের অপব্যবহার করিবার আমাদের কোনই আবশ্যক নাই। আমরা পূর্বে প্রমাণ করিয়াছি যে, এইগুলি কোরআনের কোন প্রামাণিক এবং বিশ্বাসযোগ্য হস্তলিপি নহে, সুতরাং তাহার ভাষা সম্বন্ধে আলোচনায় বৃথা সময় ক্ষেপনের আবশ্যক কি?

তবে এই অদ্ভুত চর্ম পত্রিকাগুলি কি? সম্ভবতঃ তাহা জানিবার জন্য পাঠক উৎসুক হইয়া থাকিবেন।

সকলেই অবগত আছেন যে, হস্তাক্ষরের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সকল দেশেই বালকদিগকে লেখা মশ্ক্ করিতে হয়। পূর্বকালে আজিকালির ন্যায় কাজ সুলভ ছিল না, সুতরাং লেখা মশ্ক্ করিবার জন্য সেকালের বালকদিগকে কাগজের পরিবর্ত্তে অন্যান্য বস্তু ব্যবহার করিতে হইত। আমাদের দেশের বালকগণ ঐ উদ্দেশ্যে সে কালে তালপত্রের ব্যবহার করিত, (এখন শ্লেট ব্যবহার করিয়া থাকে)।

আরব দেশীয় বালকগণ মাতৃগর্ভ হইতে লিখন পটু হইয়া জন্মগ্রহণ করিত না। হস্তাক্ষর সুন্দর করিবার জন্য নিশ্চয় তাহারাও মশ্ক্ করিত। ঐ উদ্দেশ্যে তাহারা কাগজস্বরূপ কোন্ কোন্ বস্তু ব্যবহার করিত, তাহার ঠিক ইতিহাস আমরা অবগত নহি। তবে এই চর্ম পত্রিকাগুলির অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, যেন ইহাই তাহাদিগের তাল-পত্র এবং শ্লেটের কার্য্য করিত। আমাদের তাল-পত্রের ন্যায় এই চর্ম পত্রগুলিও লিখিয়া ধুইয়া লইলে আবার তাহাতে লেখা চলিত। পক্ষান্তরে এগুলি আমাদের তাল-পত্র অপেক্ষা অধিক দিন স্থায়ী হইত।

আমাদের বিশ্বাস, প্রাপ্ত হস্তলিপিগুলি সেকালের কোন আরবীয় বালকের পূর্বোক্তরূপ "ওয়াসলী" (চর্ম-শ্লেট) ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের এইরূপ বিশ্বাসের কারণ কি? নিম্নে তাহাই নিবেদন করিতেছি:

১। বিশুদ্ধরূপে কোরআন লিখিয়া কোন মুসলমান তাহা নষ্ট করিতে পারেন না, বিশেষ কারণে বাধ্য হইয়া করিতে হইলে, তাহাকে অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত অথবা মৃত্তিকা গর্ভে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সমাহিত করিতে হয়। হজরত ওসমানের সময় কোরআনের যে সকল অশুদ্ধ হস্তলিপি নষ্ট করা হয়, সে সমস্তই পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল। * লিখিত পত্রগুলি ধুইয়া অথবা মুছিয়া ফেলা হয় নাই।

ডাক্তার মিঙ্গনা বলেন, তাঁহাদের প্রাপ্ত হস্তলিপি হইতে কোরআনের শ্লোকগুলি মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। এইরূপ হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, তাহা কোরআনের হস্তলিপি নহে, কোন বালকের চর্ম্ম শ্লেট। হস্তাক্ষরের উৎকর্ষ সাধন মানসে, বালক কোন লিখিত কোরআনকে আদর্শ স্বরূপ দেখিয়া ঐগুলি লিখিয়াছিল, এবং লেখা শেষ হইলে পুনরায় লিখিবার জন্য পত্রগুলি ধুইয়া ফেলিয়াছিল।

২। পাঠক পূর্ব্বে দেখিয়াছেন যে, এই হস্তলিপিগুলিতে কোরআনের তেরটী অধ্যায়ের বিভিন্ন অংশ লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু কোন অধ্যায়ই সম্পূর্ণ নহে। ইহার দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, চর্ম্ম পত্রগুলি বালকের চর্ম্ম শ্লেট ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। লিখিত কোরআন দেখিয়া লেখা মশ্‌ক্ করিবার উদ্দেশ্যে বালক কোরআন খুলিয়াছে, এবং যে স্থান বাহির হইয়াছে, তাহাই দেখিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, কারণ, বালকের উদ্দেশ্য ছিল—হস্তাক্ষরের উৎকর্ষ সাধন, কোরআন মজিদের হস্তলিপি সংকলন তাহার অভিপ্রেত ছিল না।

৩। প্রাপ্ত হস্তলিপিগুলিতে নানারূপ বানান ভুল, এবং আরবীয় লিখন প্রণালীর ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীমতি লিউইস বলেন, ইহার কারণ এই যে, ঐগুলি খলিফা ওসমানের শাসন কালের পূর্বেকার লেখা, সে সময় আরব্য লিখন প্রণালীর উন্নতি হয় নাই। এবং সেই জন্যই খলিফা ওসমানের কোরআনের ন্যায় হস্তলিপিগুলির বানান এবং লেখা বিশুদ্ধ হয় নাই।

والله يعلم انهم لكذبون

আমরা তর্কস্থলে স্বীকার করিতেছি যে, হস্তলিপিগুলি হজরত ওসমানের পূর্বের লেখা, বরং রসূলে করিমের সময়ের লেখা। কিন্তু শ্রীমতি লিউইস প্রভৃতি বলিয়াছেন যে রসূলে করিমের মৃত্যুর মাত্র ১৫ বৎসর পরেই খলিফা ওসমানই কোরআন মজিদের হস্তলিপি প্রচার করেন। সুতরাং জিজ্ঞাস্য এই যে মাত্র ১৫ বৎসরের মধ্যে বানান, অক্ষর বিন্যাস এবং লিখন প্রণালীর এরূপ অভাবনীয় পরিবর্তন পৃথিবীর কোন দেশে কোন যুগে ঘটিয়াছে কি? ঘটা সম্ভব কি?

আমাদের বিবেচনায় এই বর্ণাশুদ্ধি ইত্যাদি দোষের কারণ এই যে, হস্তলিপিগুলি কোন লিখনানভিজ্ঞ বালকের লেখা। বালক তাহার লেখার দোষ বুঝিতে পারিয়াছিল, এবং সেই জন্য সে অক্ষমতার নিদর্শনগুলিকে যত্নের সহিত মুছিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু হায়, সে জানিতে পারে নাই যে, সুদূর ভবিষ্যতে সহস্রাধিক বৎসরেরও পরে, তাহার এই লেখা, এশিয়া, আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়া একদিন ইউরোপে গিয়া উপস্থিত হইবে এবং সেই বৈজ্ঞানিক দেশের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ, নানাবিধ বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার অক্ষমতার নিদর্শনগুলিকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবেন, এবং কালের বিচিত্র পরিবর্তনে তাহার অক্ষমতা ও অকৃতকার্যতার এই হাস্যকর

* এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে, হাদীসের يحرق শব্দের পরিবর্তে يخرق শব্দও বর্ণিত আছে।—সম্পাদক 'আল্ এসলাম'।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নিদর্শনগুলি, দক্ষতা এবং সফলতার গৌরব চিহ্নের আকার ধারণ করিবে।

ডাঃ মিঞ্জনার ৪র্থ এবং ৫ম বিষয় সম্বন্ধে আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করিব। এখানে এইমাত্র বলিয়া রাখিতেছি যে, এই বিষয় সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ইতিহাস বিরুদ্ধ। পার্সীতে একটি প্রবচন আছে যে :—

دروغ گو را حافظ نباشد

অর্থাৎ মিথ্যাবাদীর স্মরণশক্তি থাকে না—লেখক যে মিথ্যাবাদী এমন কথা আমরা বলিতেছিনা, তবে তাঁহার স্মরণশক্তির যে যথেষ্ট অপচয় ঘটিয়াছে, তাহার প্রমাণ আছে। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, "মোহাম্মদের বাণী তাঁহার মৃত্যুর পনর বৎসর পরে ক্রমে ক্রমে লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়," কিন্তু ইহার কয়েক পংক্তি পরেই লিখিতেছেন যে, "ওসমানের আদেশে কোরআন লিপিবদ্ধ করিবার বার বৎসর পূর্বে আর একবার ওমরের প্রয়োচনায় ও আবুবকরের আদেশে ঐ যায়দই কোরআন লিপিবদ্ধ করেন," হজরত আবুবকর রসূলে করিমের স্বর্গারোহণের তৃতীয় বৎসরে পরলোক গমন করেন। সুতরাং তাঁহার সময়ে যে কোরআন লিখিত হইয়াছিল তাহা রসূলুল্লাহের (দঃ) মৃত্যুর পর তিন বৎসরের মধ্যেই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। অথচ লেখক পূর্বে বলিয়া আসিয়াছেন যে, "মোহাম্মদের বাণী তাঁহার মৃত্যুর ১৫ বৎসর পরে ক্রমে ক্রমে লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়।" এই পরস্পর বিরোধী উক্তিদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টি সত্য? "প্রবাসী"র লেখক অনুগ্রহ পূর্বক তাহা বলিয়া দিবেন কি?

লেখকের জানা উচিত যে, এসলামের ইতিহাস, জাতিবিশেষের লুপ্ত গৌরবের কাল্পনিক ইতিহাস নহে। সম্পূর্ণ কোরআন কবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা ত অনেক বড় কথা, লেখক ইচ্ছা করিলে, কোরআনের প্রত্যেক অধ্যায় এমনকি প্রত্যেক শ্লোকটি পর্য্যন্ত কবে কোন্ সনে, কোন্ মাসের কোন্ দিবসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহারও সত্য ইতিহাস মুসলমানেরা বলিয়া দিতে পারেন, অথচ সেজন্য তাহাদিগকে ভগ্নস্তূপ খনন করিতে কিংবা শিলালিপি ও তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিতে হইবে না, মার্সেডন, এলফিনস্টন এবং টড ইত্যাদির শরণাপন্নও হইতে হইবে না।

حریف ناوک مژگان خون ریزم نگہ ناصح
بدست آور رگ جانے ونشتررا تماشا کن

—মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী।

[আলইসলাম, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা হইতে সঙ্কলিত, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

www.ahlehadeethbd.org

ন্যায়ের দৃষ্টিতে পদুমাবৎ ও পদ্মাবতী

॥ গোলাম মোহাম্মদ ॥

কবি মালিক জায়সীর রচিত হিন্দি কাব্য "পদুমাবৎ" ও কবি আলাওল কর্তৃক উহার বাংলা কাব্যানুবাদ "পদ্মাবতী" গ্রন্থদ্বয়ের সমালোচনা ও প্রশংসাবাদে আধুনিক সাহিত্য জগত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপ, পাকিস্তান ও হিন্দু ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মণ্ডলী এই আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাব্যদ্বয়ের প্রশংসাবাদে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সমালোচনা এবং প্রশংসাবাদ এক বিষয় নহে। ভাল মন্দ উভয় দিক সমভাবে আলোচিত না হইলে, প্রকৃতপক্ষে উহাকে সমালোচনা বলা চলে না—প্রকারান্তরে উহা একদেশদর্শিতা ও নিছক প্রশংসাবাদেই পর্য্যবসিত হয়। সমস্ত মানব জাতির সমভাবে হিত সাধিত হইবে বলিয়া মনু, যাজ্ঞবল্ক্য পরাশর প্রভৃতি হিন্দু ঋষিগণ যে সমস্ত ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা সম-হিতা বা সংহিতা নামে পরিচিত। এই সম-হিতা হইতেই স-হিত-ত্য বা সাহিত্য। অর্থাৎ সমানভাবে সমস্ত মানব জাতির হিত বা উপকার যদ্বারা সাধিত হয় তাহাই সাহিত্য। পদুমাবতের ভাষা যে মাধুর্য্যপূর্ণ, সালংকার ও শ্রুতিমধুর তাহা অনস্বীকার্য্য, কিন্তু উহার প্রতিপাদ্য বিষয় ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য পর-নিন্দা ও জাতি-বিদ্বেষ প্রচারণা বলিয়া সার্বজনীন সাহিত্য হিসাবে পরিগৃহীত হইবার যোগ্যতা উহার আদৌ নাই। উহার প্রচারণা দ্বারা হিতের পরিবর্তে অহিতই সংসাধিত হইতেছে।

গুণগ্রাহী সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিত মণ্ডলী অলির ন্যায় এই কাব্য-কুসুমের সুরভিটুকুই গ্রহণ করিতেছেন—উহার অভ্যন্তর নিহিত অবাঞ্ছিত কটু রসটুকুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা সমীচীন মনে করিতেছেন না। এই অমৃতের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কিঞ্চিত হলাহলও যে পরিবেশিত হইতেছে, কাব্যরসপ্রিয় সুধীবৃন্দ সেদিকে দৃকপাত করার কোন প্রয়োজনও অনুভব করিতেছেন না। সময়ের স্রোতে পড়িয়া সকলেই যেন আনন্দ সরোবরে ভাসিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু ভাসিয়া যে কোথায় চলিয়াছেন সেদিকে খেয়ালের কিঞ্চিৎ অভাব অনুভূত হইতেছে। অনবধানতাজনিত এই অভাবটুকুর জন্য পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রতি দোষ আরোপ করা হইতেছে না। "হাতীরও পিছলে পা, সুজনেরও ডুবে না"। মানুষ মাত্রেরই ভুল হইতে পারে। তবে এই ভুলকে, স্বীকার না করিয়া উহাকে নির্ভুল প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করাটা যে আরও একটি বৃহত্তর ভুল তাহাতে সন্দেহ নাই।

সৌন্দর্য্য সৃষ্টির দৃষ্টিকোণ হইতে পদুমাবৎ ও পদ্মাবতী উচ্চাংগের কাব্য হিসাবে পরিগৃহীত হইতে পারে কিন্তু উহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়টি রাজনীতি ও সমাজনীতির দৃষ্টিতে যে অত্যন্ত অনিষ্টকর তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। যে দেশের শতকরা ৫ জন লোকেও উপলব্ধি করিতে পারে না যে, কোন্ সাহিত্য কাল্পনিক এবং কোন্ সাহিত্য ঐতিহাসিক, এবং যে দেশের লোক এতই ভাবপ্রবণ যে, নিছক কাল্পনিক গল্প "ইমামচুরির পুঁথি" শুনিয়া চক্ষের পানীতে বুক ভাসাইয়া দেয়, সেই দেশে কর্ণেল টডের ন্যায় খ্যাতিবান ইংরেজ রাজপুরুষের লিখা নামে গ্রামে পরিচিতি বিশিষ্ট পদ্মিনী ও তাহার রূপে বিমুগ্ধ সম্রাট আলাউদ্দীনের মিথ্যা ও কাল্পনিক কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরিগৃহীত না হওয়ার কী কারণ থাকিতে পারে?

শ্রুতিমধুর সাহিত্যের মাধ্যমে বদনামী যেরূপ সফলতার সহিত প্রচারিত হয়, অন্য কোন প্রকারের প্রচারণাতেই সেরূপ হয় না। ইংরেজ কর্তৃক বাংলা ও অযোধ্যা প্রদেশ অধিকৃত হইবার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে, নূতন প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ সরকারের একটু নেক-নজর ও অনুগ্রহকামী সাহিত্যিক ও কবিগণ বাংলার ভূতপূর্ব অধিপতি নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে এবং অযোধ্যার অধিপতি নবাব ওয়াজেদ আলীকে অযোগ্য ও অবাঞ্ছিত শাসনকর্তা প্রতিপন্ন করার দুরভিসন্ধিতে সুললিত কাব্যের মাধ্যমে, তাঁহাদের জঘন্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আজ পর্য্যন্তও ঐ মিথ্যা কলংক কালিমা অপনোদন করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। নিপুণ তুলিকায় যে কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছিল আজ পর্য্যন্ত তাহা সত্যকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে।

উর্দু কবি আকবর হুসেন রেজভী লিখিয়াছেন, "রাজনীতির চেয়ে সংস্কৃতি লইয়া লিখাই নিরাপদ" বস্তুতঃ কলমের জোর ও প্রতিভা থাকিলে সাহিত্য সংস্কৃতির মাধ্যমেই রাজনীতির প্রচারণা করা যায়। প্রকাশ্যে রাজনীতির বিরূপ আলোচনা বিপদ সংকুল। বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী লিখকগণ দুঃসাহসী বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের ন্যায় প্রকাশ্যে রাষ্ট্রপতি বা শাসকজাতির প্রতি বিদ্বেষদুষ্ট প্রচারণা করিয়া বিপদ টানিয়া আনেন না; বাঙ্কম চন্দ্রের অনুসৃত পথ—সাহিত্য সংস্কৃতির ভিতর দিয়াই তাহারা বিদ্বেষের দূষিত বাষ্প বিচ্ছুরিত করেন। আমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত পরমত-সহিষ্ণুতা, অনবধানতা ও ঔদার্য্যের সুযোগে এই শ্রেণীর মোস্লেম বিদ্বেষপূর্ণ সাহিত্য এখনও পাক রাষ্ট্রে অবাধে ও শ্রদ্ধার সহিত পরিগৃহীত হইয়া প্রশংসা লাভ করিতেছে। দুনিয়ায় বিভিন্ন মতাবলম্বী সকল শ্রেণীর মানুষকে আপ্যায়িত রাখার ব্যর্থ চেষ্টাই সকলকে নারাজ করার পথ। "কাহারও প্রতি জুলুম করিও না; এবং অপরের অন্যায় জুলুমও বরদাশ্‌ত করিও না" ইহাই ত ইসলামের স্পষ্ট নির্দেশ।

সম্রাট বাবরের রাজত্ব কালে পদুমাবৎ লিখিত হইলেও তৎকালে উহার প্রতি কোন মুসলমান মনীষীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই, কারণ উহার বিষয়-বস্তুটি ছিল সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও মিথ্যা। উহা দ্বারা একজন মুসলমান সম্রাটের চরিত্রের প্রতি মিথ্যা কলংক আরোপ করা হইয়াছিল বলিয়া উহার প্রচারণা করা তখন নিরাপদও ছিলনা। ভারতে মোসলেম রাজত্বের অবসান এবং ইংরেজের অভ্যুত্থানের সময় দেশের এক বৃহদাংশ, রাজাভ্রষ্ট মুসলমানের ন্যায়নিষ্ঠা ও সুশাসনের প্রতি অনুরক্ত এবং নবাগত ইংরেজ শাসকদের প্রতি অবন্ধু ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। দেশের এই প্রকার অনভিপ্রেত মনোভাব অপনোদন করার তাকিদে এবং ভূতপূর্ব মুসলমান শাসকদের অযোগ্যতা ও অপকৃষ্টতা সপ্রমাণের উদ্দেশ্যে পদুমাবতের ন্যায় মোসলেম গ্লানিকর ও মোসলেম বিদ্বেষাত্মক কাব্যের প্রচারণা অতিশয় আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল এবং এই উদ্দেশ্যেই ইংরেজের সেনা বিভাগের উচ্চ কর্মচারী কর্ণেল টড পদুমাবতে বিবৃত মিথ্যা কাহিনটি তাঁহার রচিত 'রাজস্থান' নামক রাষ্ট্রনৈতিক উপাখ্যান বা ইতিবৃত্তে সংযোজিত করিয়া দিয়া সমগ্র হিন্দুজাতিকে, বিশেষ করিয়া যুদ্ধানুরাগী রাজপুত সামন্ত রাজন্যবর্গকে মুসলমান শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিদ্বিষ্ট করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অপচেষ্টার ভিতর কাব্যপ্রীতি অপেক্ষা রাষ্ট্রনীতিই অধিকতর ক্রিয়াশীল ছিল। বিংশ শতকের প্রথমাংশে, অর্থাৎ পাকিস্তান আন্দোলনের গোড়ার দিকে হিন্দু মুসলমানের ভ্রাতৃভাব যখন কিঞ্চিৎ তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় হইতেই হিন্দু বিশ্বপণ্ডিতগণ পদুমাবতের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হইয়া উঠেন এবং শুক্ল, দ্বিবেদী প্রভৃতি খ্যাতনামা হিন্দু পণ্ডিতগণ ইহার আলোচনা ও প্রচারণায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এই মহাজনগণের অনুসৃত পন্থার অনুসরণ করিয়াই সম্ভবতঃ আধুনিক সময়ে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাকিস্তানের বিশ্বপণ্ডিতগণ পদুমাবতের প্রকাশনা ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন।

কিঞ্চিৎ অপ্রীতিকর হইলেও আর একটি কথা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। কথাটি এই : যে যামানার দেশীয় ভাষায় লিখিত মুসলমানদের পুঁথি পুস্তক সাহিত্যের পঙক্তিতে স্থান লাভ করার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, সেই যামানার ইউরোপীয় ও হিন্দু ভারতের পণ্ডিতগণ যে কারণে মুসলমান (?) কবি জায়সীর পদুমাবতকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেছে হিন্দুদের দেবীর প্রতি এই কবির শ্রদ্ধাতিশয্য এবং মুসলমান রাষ্ট্র-পতিগণের অযোগ্যতা প্রতিপন্ন করতঃ তাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধার প্রচারণা করার ঔৎসুক্য—যাহা ইউরোপীয় শাসক শ্রেণীর রাষ্ট্র শাসন নীতির এবং হিন্দু ভারতীয় ভেদনীতির পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয় ছিল। লালন ফকিরের গান, পাগলা কানাইর গীত, জহির বয়াতির জারী প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর প্রতি আস্থাপূর্ণ গীতিকাগুলি তদানীন্তন হিন্দু সাহিত্যিক সমাজের যে সামান্য কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সামর্থ হইয়াছিল তাহা উহাদের রচনাশৈলী বা সাহিত্যিক মূল্যের জন্য নহে—মুসলমানগণকে ক্রমে ক্রমে হিন্দু দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া, হিন্দু মুসলমানের ভিতর একটা ধর্মগত আপোষ মনোবৃত্তি সৃষ্টি করার সদ্ উদ্দেশ্যে! অস্বাভাবিকতার জন্য সেই উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। কারণ, একেশ্বরবাদের সহিত একাধিক ঈশ্বরবাদের ধর্মগত আপোষের মানে একেশ্বরবাদের বিলীনতা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একদিন বলিয়াছিলেন—"যে যে বস্তু প্রকৃতই পৃথকধর্মী তাহাদের পার্থক্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনই মিলন রক্ষার একমাত্র উপায়।" আগুন ও পানী পরস্পর এতই বিরুদ্ধধর্মী যে একের সংস্পর্শে অপরের অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যায় কিন্তু উহাদের পার্থক্যের সীমারেখা নির্দিষ্ট রাখার ফলে এতদুভয়ের সহযোগিতায় বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক জগতের সমস্ত কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। এই সীমারেখা ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টার ফলেই সম্রাট আকবরের "দীনে এলাহি", দারা শেকের "বেদান্তবাদ", গান্ধিজীর "রামধুনী" বা রাম রহিমের অভিন্নতাবাদ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে বাধ্য হইয়াছিল।

—ক্রমশ :

www.ahlehadeethbd.org

হাদীস অনুসরণ
ও
মজহাব

শামছুল হক (আল মাহমুদ)
অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'Out of these' (ie the doctrines mentioned above) one is this, that certainly these four creeds which have become consolidated and written down in books should be followed in these days. Because the whole Mohammedan World or at least the most trustworthy portion of it has concurred in this that they should be followed. and that there are many reasons of expediency in it, which are not concealed, especially in this age when the people have lost energy, and self-will has entered human hearts, and every man of opinion is proud of his own opinion. (1bid. P. 41) এবং ইহাদের (অর্থাৎ উপরোল্লিখিত মতবাদগুলির) মধ্যে একটি এই যে চার মজহাব সুসংবদ্ধাকারে পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং আজকের দিনে ইহাদের অবশ্যই অনুসরণ করিতে হইবে, কারণ সমগ্র মুসলিম জগত, অন্ততঃ তার বিশ্বস্ততম অংশ এব্যাপারে একমত হইয়াছে যে, ইহাদের অনুসরণ করিতে হইবে ; এবং ইহাতে বহু সুবিধা রহিয়াছে আর সেগুলো গোপন নয়—বিশেষ করে আজকের যুগে যখন মানুষ শক্তিহীন হয়ে পড়েছে ও মানুষের অন্তরে স্বকামনা প্রবেশ করেছে, আর যখন প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজের মত ও ধারণা সম্বন্ধে গর্ব বোধ করছে। (ঐ—৪১ পৃ)

আর তিনি তাঁর 'ইকদুল জিদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত্তাকলিদ' পুস্তকে 'ইমাম আজিজুদ্দীন বিন আবদুস্সালাম'এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন (the author quotes with approval the words of Imam Azizuddin, Ibid. P. 36) "...He who acts upon that in which there are differences of opinion, does so under two conditions. First, the difference is such that by adopting the opposite view one would break the commandment of law ; these would follow the view which is in accordance with law, there is no Taklid of the other

www.ahlehadeethbd.org

Contents

course which is purely an error. The second, the defference may be such that the law is not violated there-by; then there is no harm whether he may follow it or leave it, proved that he may follow the opinion of some learned man. Because men (in olden days) always asked any learned man they met to solve their doubts without any restrictions of sect. But then there arose those sects, and their followers became bigots, who began to follow blindly their own Imam, though the religion of that Imam may be far from reason, as if that Imam was a prophet sent to him. This, however, is departing from truth and going far from virtue. No man of intelligence would be pleased with this (blind following of a particular Imam) —(Two discisions on the right of Ahle-Hadis P. 31—37).

যখন কোন ব্যক্তিকে মতভেদমূলক বিষয়ে আমল করিতে হয়, তখন তাহাকে নিম্নোল্লেখিত দুই রকম পরিস্থিতির একটির সম্মুখীন হইতে হয়, (এখানে ভাবানুবাদ দেওয়া হল, —লেখক) মতভেদটি এ জাতীয় যে বিপরীত মতকে গ্রহণ করার ফলে শরিয়তের বিধি লংঘিত হইবে; সে ক্ষেত্রে তাহাকে শরিয়ত সম্মত মতেরই অনুসরণ করিতে হইবে. ইহাতে অন্য পন্থায় তকলিদ, যাহা স্পষ্টতঃ ভ্রান্তি, চলিতে পারে না, আর দ্বিতীয় মতভেদটি এ জাতীয় যে, ইহাতে শরিয়তের বিধি লংঘনের প্রশ্ন আসে না, ইহাতে সে উহা অনুসরণ করুক বা পরিত্যাগ করুক তাহাতে কোন ক্ষতি নাই (আর মোল্লা জিওন বলেছেন সে তা করতে পারবে না—লেখক) অবশ্য ইহাতে যদি সে কোন জ্ঞানীলোকের মতের অনুসরণ করে।...

ম—অর্থাৎ জ্ঞানী লোকের তকলিদ করতে হবে।

হা—কিন্তু জ্ঞানীকে তকলিদ করতে হবে না।

ম—দুনিয়ায় সকলেই জ্ঞানী নন।

হা—হানাফীদের ভিতরেও জ্ঞানী মোহাদ্দেছ আছেন।

ম—আহলে হাদীস সম্প্রদায়েও মূর্খ আছে।

হা—সুতরাং আহলে হাদীছ সম্প্রদায়ের মূর্খদের তকলিদ করা সাজে, কিন্তু হানাফী জ্ঞানীদের নিজদের মোকাল্লেদ বলে দাবী করা শোভা পায় না।

ম—শোভা না পাক, কিন্তু তা হলেও সমাজ থেকে তকলিদকে একদম বাদ দিতে পারছনা।

হা—ঐ প্রশ্নে তুমি যে জ্ঞানীলোকের তকলিদ করছ, তিনি শাফেয়ী মজহাবেরও হতে পারেন।

ম—তা হউক—

হা—সুতরাং শুধু মাত্র এক মজহাব আঁকড়ে আর থাকছ না।

ম—তা'হলেও চার মজহাবের গণ্ডীর ভিতরই ত রয়েছ।

হা—পূর্বপাকিস্তানে আর শাফেয়ী আলেম কোথায় পাচ্ছ? উনি আহলে হাদীছই হবেন,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যাক শাহ ওলিউল্লাহর মুখে ইমাম আজিজুদ্দীন যা বলতে যাচ্ছিলেন তা শেষ করতে দাও, তিনি ঐ কথার জবাব দিয়েছেন, "....কারণ (পূর্ব কালে) লোকেরা তাহাদের সন্দেহ নিরসনের জন্য, দল মজহাব নির্বিশেষে যে কোন আলেমকে পাইত তাকেই জিজ্ঞাসা করিত। কিন্তু এর পর মজহাব সমূহ মাথা চাড়া দিয়া উঠিল, তাহা-তাদের অনুসারীরা গোড়ামী আরম্ভ করিল এবং নিজদের ইমামদের অন্ধ অনুসরণ শুরু করিল, এমন কি তাহাদের ইমামের মজহাব যুক্তির সহিত বিশেষ কোন সম্পর্ক না রাখিলেও যেন ইমাম তাহার নিকট প্রেরিত একজন নবী, বস্তুতঃ ইহা সত্য এবং সততা হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া ব্যতীত আর কিছু নয়। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহাতে (কোন বিশেষ ইমামের অন্ধ অনুসরণে) সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। (আহলে হাদীসদের অধিকার সম্বন্ধে দুইটি রায়—পৃষ্ঠা ৩৬—৩৭)

ইহার পর ঐ মামলার হাকিম বাবু শ্রীশচন্দ্র বসু, (মুন্সেফ), যার মুসলমান হওয়া বিধায় কোন পক্ষপাতিত্ব থাকার কথা নয়, শাহ ওলীউল্লাহ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'A perusal of the whole of Eqdul-Jid, as well as other productions of this author as Insaf, Hiyat, Huzzatul-Lahil Baligha will have not the slightest doubt on any impartial mind that he is an Ahl-i-Hadis out and out. (Ibid P. 42) সমস্ত ইকদুল-জিদের আলোচনা এবং এই গ্রন্থকারের অন্যান্য রচনায় যেমন 'ইনসাফ', 'হিয়াত', 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' যে কোন পক্ষপাতহীন ব্যক্তির মনে এতটুকু সন্দেহের লেশ রাখিবে না যে, তিনি একজন out and out (পরিষ্কার ও খোলাখুলি) আহলেহাদীছ, (ঐ পৃষ্ঠা : ৪২)

শাহ ওলীউল্লাহর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েই, তাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য ছৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ও ইছমাইল শহীদ সক্রিয় আন্দোলন শুরু করেছিলেন যার কথা 'আকিদায়ে দেওবন্দে' বলা হয়েছে, আর এই ছৈয়দ আহমদ তাঁর ছেরাতুল মোস্তাকীম কিতাবের ৭৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন,

'In action, following the four sects which prevail throughout the Muhammedan countries is good and excellent, but he should not consider that the knowledge of the prophet is confined to any single Mujtahid. On the contrary, the knowledge of the Prophet's sayings spread according to the wants of the people to all over the world and afterwards were collected in books, so that if on any point he should find an authentic explicit and unabrogated Hadis, he should not follow any Mujtahid on that point, but he should consider the Ahli Hadis his leader, love them and respect them." (Two descisions on the right of Ahl-i-Hadis P. 7)

আসলে, চার মজহাব যা মুসলিম দেশসমূহে বিরাজ করিতেছে, অনুসরণ করা ভাল এবং উৎ-কৃষ্ট ব্যাপার, কিন্তু তাহার ইহা মনে করা ঠিক হইবে না যে, পয়গাম্বরের জ্ঞান ভাণ্ডার শুধু একজন মোজতাহেদের নিকটই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে তার বচনাবলীর জ্ঞান লোকের চাহিদা অনুযায়ী সমগ্র পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে এবং পরবর্তী কালে, তাহা পুস্তাকাকারে সঙ্ক-লিত হয়। সুতরাং যে কোন ব্যাপারে যদি সে এমন কোন একটি পরিষ্কার ছহি হাদীছ পায় যাহা মনসূখ হয় নাই, সে ক্ষেত্রে তখন কোন মোজতাহেদের অনুসরণ করা তার পক্ষে সঙ্গত হইবে না বরং তার উচিত হইবে আহলে হাদীছকে তার নেতা বলিয়া মানিয়া নেওয়া এবং তাহাদের ভালবাসা ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সম্মান করা। (আহলে হাদিছের অধিকার সম্বন্ধে দুইটি রায়, পৃষ্ঠা ৭)

ম—তিনি ত মজহাব অনুসরণকে ভালই বলছেন।

হা—আমিও কি খারাপ বলছি ?

কিন্তু কথা হল আহলে হাদীছ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কি, আর তোমার কি ? তাঁর বক্তব্যের একটু গভীরে গেলেই ত দেখতে পাচ্ছ মজহাব আকড়ে থাকা সম্বন্ধে তার ধারণা কি ? যাক ঐ মোকদ্দমার হাকিম বাবু শ্রীস চন্দ্র বোস তাঁর সম্বন্ধে কি বলেছেন—

It does not appear clearly to, What particular sect this Saiyad Ahmed Jehadi belonged. The little that can he learned of him is that he was a reformer of Mohammadan religion from recent corruptions and tried to restore it to its ancient purity and simplicity. His desciple was the well-known Mohammed Ismail of Delhi.

"ইহা পরিষ্কার নয় যে এই সৈয়দ আহমদ জেহাদী কোন মজহাবভুক্ত ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায় তাহা এই যে তিনি ইসলাম ধর্মের একজন সংস্কারক ছিলেন। সাম্প্রতিক কালে ইহাতে যে সমস্ত কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে তাহা হইতে ইহাকে মুক্ত করিয়া তার সনাতন পবিত্রতা ও সরলতাকে ফিরাইয়া আনাই তাঁহার উদ্দেশ্যে ছিল। দিল্লীর বিখ্যাত মুহাম্মদ ইসমাইল তাঁহার শিষ্য ছিলেন।"

ইহার পর বাবু শ্রীস চন্দ্র বোস তাঁর ছেরাতুল মোস্তাকিম হইতে আমাদের পূর্বোধৃত ঐ উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে মন্তব্য করছেন।

'This would show that Saiyad Ahmed Jehadi was, if anything, an Ahl-i-Hadis, to which denomination the plaintiff belongs. (Ibid P. 7)'—

ইহা হইতে একথাই প্রতীয়মান হইবে যে, সৈয়দ আহমদ জেহাদী, যদি কিছু হইয়া থাকেন, তবে তিনি একজন আহলেহাদীছই ছিলেন, বাদী (শেখ হাফিজ আবদুর রহমান) যে দলের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন। (ঐ পৃষ্ঠা ৭)

আর তাঁর শিষ্য শাহ্ ইসমাইল সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে শাহ্ ওলীউল্লাহ যাহা লেখনীর সাহায্যে প্রচার করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, তাঁর এই পৌত্রটি তাকে পুরোপুরিভাবে প্রকাশ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন এবং আজ যদি পাক-ভারতের এক অষ্টমাংশ মুসলমান আহলেহাদীছ হয়ে ইলহাদ ও কুফরীর গর্তে ডুবিয়া গিয়া থাকে, তবে তার জন্য এই ইসমাইল'ই প্রধানতঃ দায়ী।

শাহ্ ওলীউল্লাহ দেহলভী যে আন্দোলনের মন্ত্র উচ্চারণ করে যান, আমির সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ও মওলানা শাহ মোহাম্মদ ইসমাইল শহীদ যাকে রূপ দেওয়ার জন্য বাস্তব কর্মপন্থা অবলম্বন করেন, তা হতেই জন্ম নেয় স্বাধীন ভারতে স্বাধীন ইসলাম এর আন্দোলন যা খানিকটা সফলতা অর্জন করে আমাদের পাকিস্তান প্রাপ্তির ভিতর। যে আদর্শের প্রেরণায় তাঁরা সে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার পূর্ণ বাস্তবায়ন আজও বহু দূরে। কিন্তু তবু সে আন্দোলনের ধারা খানিকটা রূপ পরিবর্তন করে আজও অব্যাহত আছে, যদিও অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে।

আর আর ইসলামী আন্দোলনের মতই নির্বাণোন্মুখ এই আন্দোলন হয়ত আল্লাহর রহমতে আবার জ্বলে উঠবে, বিদূরিত করবে সমস্ত অন্ধকার পাক ভারতের মাটি হতে, আলোকিত করে তুলবে তার আসমানকে, বরং সমগ্র দুনিয়াকে, কারণ ইসলাম চিরঞ্জীব, চিরন্তন বিধান। [ক্রমশঃ]

www.ahlehadeethbd.org

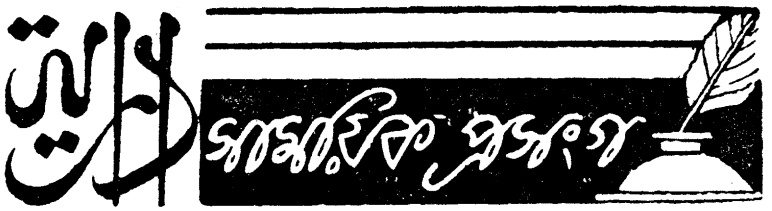

সমালোচনার আদর্শ

দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়ে কোন ব্যক্তির কোন সিদ্ধান্তের, কোন অভিমতের এবং যুক্তিতর্কের সমালোচনা ও তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা, কোন অন্যায় কার্য্য নহে; এইরূপ সমালোচনার বিশেষ গুরুত্ব এবং মূল্যও আছে। ইহার দ্বারা আলোচ্য বিষয়বস্তুর আসল স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় এবং উহার সত্যতা ও সঠিকতা নির্ণীত হইয়া যায়। কিন্তু উহাতে সাফল্য লাভ করা তখনই সম্ভবপর হইতে পারে যখন উহা কোন প্রকার স্বার্থ প্রণোদিত উদ্দেশ্য ব্যতীত কেবল খাঁটী নীয়ত ও আন্তরিকতার সহিত সুষ্ঠুভাবে ন্যায়নীতির ভিত্তির উপর সম্পাদিত হয়। সলফে সালেহীন এবং আয়েম্মায়ে দ্বীন (রহঃ) যখন কোন মসয়ালা বা অভিমতের সমালোচনা করিতেন তখন তাঁহাদের সমালোচনার মধ্যে কোনরূপ বিদ্বেষ, হিংসা গোঁড়ামী এবং কুৎসার লেশমাত্র থাকিত না, তাঁহারা একমাত্র সত্য ও হক নির্ধারণের জন্যই অতি সহনশীলতা ও শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত অপরের মতামতের সমালোচনা করিতেন। তাঁহাদের অন্তরে প্রতিপক্ষকে লাঞ্ছিত ও হেয় করার বিন্দুবিসর্গ উদ্দেশ্যও নিহিত থাকিত না। মুহাদ্দেসীনে কেরাম এবং ফুকাহায়ে মুতাকাদ্দেমীন এই সুষ্ঠু পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন, তাঁহারা নিজেদের বিরুদ্ধ মতাবলম্বীগণের প্রতিও অতি সদাশয় ও ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। তাঁহারা তাহাদের গুণ গরীমার, যোগ্যতা ও ত্যাগ তিতীক্ষার, ইল্‌ম ও ফযলের স্বীকৃতি দান করিতেন এবং হক প্রকাশ হইয়া পড়িলে নিজেদের পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিহার করিয়া সত্যকে সরলচিত্তে এবং খোলা মনে গ্রহণ করিতেন।

অজ্ঞতা, না বিদ্বেষ পরায়ণতা

কিন্তু আফসোস! হাল যামানার কতিপয় আলিম নামধারী অজ্ঞ ব্যক্তি নিজেদের অজ্ঞতার কারণেই হউক কিংবা তাঁহাদের অজ্ঞ জনসাধারণের উপর কৃত্রিম উপায়ে প্রতিষ্ঠিত আসন টলিবার আশঙ্কায়ই হউক সমালোচনার নামে এমন এক পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে যাহা অতীব গর্হিত এবং আলিম সমাজের জন্য অত্যন্ত কলঙ্কজনক।

সম্প্রতি কিছুদিন হইতে এই শ্রেণীর গরীব জনসাধারণের অন্নে প্রতিপালিত জনৈক উচ্ছিষ্টভোজী লোক এক জগতবরেণ্য মহান ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেভাবে লেখনী ধারণ করিয়াছে তাহা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক এবং উহা তাহার অজ্ঞতা বা বিদ্বেষ পরায়ণতার অতিশয় নিকৃষ্ট অভিব্যক্তি।

চাঁদের গায়ে থুথু নিক্ষেপ

মুসলিক জাহানের সর্বজনস্বীকৃত মনীষী, জীবনব্যাপী বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামী, বিদআত ও কুসংস্কার সংহারক, সুন্নতে নববীর প্রতিষ্ঠাতা, তাতারী ধ্বংসলীলার প্রতিরোধে মুসলমানদের মুর্দাদেহে নববল ও প্রাণ সঞ্চারণকারী এবং জিহাদের ময়দানে তলোয়ার চালক বীর মুজাহিদ, মুজাদ্দিদে ইসলাম আল্লামা হযরত আবুল আব্বাস তকী উদ্দীন আহমদ ইবন তাইমিয়াহ রহঃ র বিরুদ্ধে যে কোন ব্যক্তি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এইরূপ জঘন্য ভাবে কলম ধরিতে পারে তাহা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু পাক বাঙলার উর্বর মাটীতে সব কিছুই হওয়া সম্ভবপর। এখানে এক দিকে যেমন বহু ওলামা-এ-হক্কানী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি উহার পাশে পাশে বহু আগাছাও গজাইয়াছে। এখানে নেড়া ফকীরদের অবাধে নৃত্য কুর্দন চলে, এখানে কোন একটা কবরকে অবলম্বন রূপে ধরিলেই রুষী রোযগারের অর্গল-বদ্ধ দরওয়াযা অনায়াসে কুশাদা হইয়া যায়, আবার মশায়েখী ও পীরত্বের গদী সৃষ্টি করতঃ উহার গদীনশীন হইতে পারিলে অগাধ ধন রত্নের মালিক হওয়া যায়! ইহা ছাড়া ঝাড়ফুঁক ও তাবীয গণ্ডীর দৌলতে বেশ পয়সা অর্জনের পথও সুগম হয়। এইরূপ পরিস্থিতিতে যদি কেহ চাঁদের গায়ে থুথু নিক্ষেপ করার নিষ্ফল চেষ্টা করে এবং অতল গহবরে নিমজ্জিত কোন ব্যক্তি যদি আকাশে উড়িতে চায় তাহাতে অবাক হইবার মত কিছুই থাকে না। কেননা এখানে এই শ্রেণীর বলগা-হীন জীবের পক্ষে যে কোন দিকে দৌড়ান এবং যে কোন কাজ করা সম্ভবপর।

ইমাম ইব্‌ন তাইমীয়াহ রহঃ-র বিশাল জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করা এই আলোচনার উদ্দেশ্য নহে, তাঁহাকে সম্যকভাবে জানিতে হইলে তাঁহার পাঁচ শতাধিক অমূল্য গ্রন্থ এবং অসংখ্য প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে এবং তাঁহার সম্বন্ধে সে যুগের প্রখ্যাত সুন্নত অনুসারী মুহাদ্দেসীনে কেরামের অভিমত সম্পর্কেও অবহিত হইতে হইবে। যাহারা সে দিকে দৃকপাত না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহার বিরুদ্ধে বিদআতীগণের হীন প্রপাগাণ্ডা এবং অমূলক কুৎসা রটনার প্রভাবে অন্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অশোভন উক্তি করিয়া থাকে তাহারা আর যাহাই হউক না কেন, প্রকৃত পক্ষে অন্ধ বিশ্বাসী এবং জঘন্য প্রকৃতির বিদআতী। বিদআতীর একটা বিশেষ আলামত হইতেছে সুন্নত অনুসরণকারীদের সহিত বিদ্বেষ-পরায়ণতা এবং শত্রুতা পোষণ করা। এই শত্রুতা করার অভ্যাস তাহাদের মজ্জাগত, ইহার একমাত্র কারণ হইল তাহাদের চালচলন ও কার্য্য-কলাপের এবং দীনের আবরণে তাহাদের শির্ক বিদআত প্রচলন করার পথের একমাত্র প্রতিবন্ধক হইতেছেন সুন্নত অনুসারী ও প্রতিষ্ঠাকারী ওলামা-এ-হক্কানী। তজ্জন্য তাহারা তাঁহাদের নাম শ্রবণ করিলেও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকে।

ইমাম ইব্‌ন তাইমীয়াহ রহঃ-র যে যুগে আবির্ভাব ঘটিয়াছিল এবং সে যুগে মুসলিম জাহানে দীন দুনিয়ার যে ভয়াবহ অধঃপতন ঘটিয়াছিল আর তিনি মুসলমানদের শির বুলন্দ করার জন্য যেরূপ ত্যাগ ও কুরবানী করিয়াছিলেন সে সব বিষয়ে বিদ্বেষ মুক্ত মনে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিলে তবেই তাঁহাকে সঠিক ভাবে চেনা যাইবে এবং তাঁহার প্রতি অগাধ ভক্তিশ্রদ্ধায় মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিবে।

ইমাম ইব্‌নে তাইমীয়ার কীর্তি

খুলাফা এ রাশেদীনের শেষের দিক হইতেই মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা ও দলাদলির সৃষ্টি হয় এবং উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চরম আকার ধারণ করে। পরে এই রাজনৈতিক দলাদলি দীনী দলা-দলিতে রূপান্তরিত হয়। ফলে বহু নব নব ফিরকা ও দলের সৃষ্টি হইয়া উহার মধ্যে নানাপ্রকার বিদ-আত প্রবেশ করিতে থাকে। এমন কি দীনের ছদ্মবেশে উহাতে শির্কও প্রবেশ করিয়া যায় ও ব্যাপক বন্যার আকারে উহা মুসলিম জাহানকে প্লাবিত করিয়া ফেলে এবং মুসলিমগণের তওহীদী জোশ ও তাপকে একেবারেই ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। তাহাদের ফিরকা পরস্তী এবং দলাদলির সুযোগে আর উক্ত ফিরকা সমূহের মধ্য হইতে এক শ্রেণীর মুসলমানের আহ্বানে দুর্দান্ত তাতারী মঙ্গোলীয়ান দস্যুরা মুসলিম জাহানের উপর ঝাপাইয়া পড়ে ও উহাকে ছারখার করিতে থাকে, এইরূপ ভয়াবহ দুঃসময়েই ইমাম ইব্‌ন তাইমীয়াহ রহঃ র উত্থান ঘটে। তিনি এক দিকে স্বীয় অনলবর্ষী লেখনী হইতে শির্ক বিদআতের উপর অগ্নিবান নিক্ষেপ করিতে থাকেন, অপর দিকে মুসলিম দেহে পুনরায় প্রাণ স্পন্দন আনয়ন করতঃ তাহা-দিগকে অনুপ্রাণিত ও শৃংখলাবদ্ধ করিয়া তাতারী শত্রুদের মুকাবিলায় জিহাদের ময়দানে কাতারবন্দ করেন। এই ভাবে তিনি তাহাদিগকে লইয়া অসীম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া মুসলিম জাহানকে শত্রুর কবল মুক্ত করেন, তাঁহার সে দিনের এই মহান কীর্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে এবং ইহার জন্য সেকালের হাযার হাযার আলিম ফাযিল, মুহাদ্দেসীন ও বুযর্গানের দীন, আমীর ওমরা এবং জনসাধারণ তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞতার কথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার ও প্রকাশ করিয়া যান।

তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

কিন্তু এতৎসত্বেও কিছু সংখ্যক বিদআতী গোর-পরস্ত এবং ফাতিহা কুলখানীর মুল্লারা তাঁহার মহান কীর্তিকে নিজেদের সর্বনাশ বলিয়া ধরিয়া লয় এবং তাঁহার উপর নানারূপ স্বকপোলকল্পিত অপবাদ আরোপ করিয়া এবং তাঁহার নাম দিয়া নিজেরাই জাল মস্‌আলা লিখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেয়। ফলে তাহাদের এইরূপ হীন প্ররোচণায় প্রভাবিত হইয়া সুলতান মালেকুন নাসের ইমাম ইবন তাইমীয়াহ রহঃ-কে দামেশকের কারাগারে আবদ্ধ করেন এবং তিনি ঐ কারাগারেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সে যুগে ইমাম ইবন তাইমীয়ার গ্রন্থরাজী ভারত-বর্ষে আমদানী করা হয় নাই। তজ্জন্য ভারতবাসীরা তাঁহার আসল পরিচয় বিষয়ে সঠিকভাবে অবহিত ছিল না। তাঁহার উপর আরোপিত তুহ্‌মত ও অপবাদের তিনি যে খণ্ডন করিয়াছিলেন তাহাও ভারতবাসীদের কর্ণে প্রবেশ করে নাই কিন্তু ইমামের বিরুদ্ধবাদী বিদআতীদের প্রবল আন্দোলনের ঢেউ একতরফাভাবে ভারতবর্ষে আছড়াইয়া পড়ে। ফলে, অতি পরিতাপের সহিত বলিতে হয় যে, উহার দ্বারা প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত হইয়া ভারতের কয়েকজন বিখ্যাত আলিম এবং মুহাদ্দিসও ইমাম ইবন তাইমীয়াহ রহঃ-র বিরুদ্ধে কিছু কিছু বিরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া যান এবং তাহাই বর্তমানে বিদআতী লেখক গণের একমাত্র সম্বল। তাহারা ঐগুলিকে বিনা তাহকীকে গ্রহণ ও বরণ করিয়া উহাকে ফুলাইয়া ফাপাইয়া মিথ্যার পাহাড় রচনা করিতে তাহারা সিদ্ধহস্ত।

তাঁহার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ অভিমত

ইমাম ইবন তাইমীয়াহ রহঃ সম্বন্ধে সে যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মনীষীবৃন্দ কিরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যু সংবাদে মুসলিম জগত কিরূপ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল উহার বিস্তারিত বর্ণনা দান এখানে সম্ভব নহে। তজ্জন্য নিম্নে সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু আভাষ দেওয়া হইল মাত্র। ইমাম ইবন তাইমীয়াহ রহঃ-র জীবনী লেখক প্রখ্যাত ইমাম হাফিয মুয়াক্কিক আবূ আবদুল্লা মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আবদুল হাদী মাকদেসী রহঃ স্বীয় 'আলওকুদুর দুরিয়া গ্রন্থে লিখিতেছেন ঃ

هو الشيخ الامام الربانى امام الايمة ومفتى الامة وبحر العلوم' سيد الحفاظ' وفارس المعانى والالفاظ فريد العصر وقريح الدهر 'شيخ الاسلام بركة الانام وعلامة الزمان وترجمان القرآن علم الزهاد واوحد العباد' قامع المبتدعين وآخر المجتهدين تقى الدين ابو العباس احمد بن الشيخ الامام العلامة شهاب الدين ابى المحاسن عبد الحليم .

"শায়খে বুযর্গ, ইমামে রব্বানী, ইমামগণের ইমাম, উম্মতের মুফ্‌তী, বিদ্যার সাগর, হাফিযগণের সরদার, শব্দ এবং তত্ত্ব বিশারদ, যুগের অদ্বিতীয়, কালের আবিষ্কারক, শায়খুল ইসলাম, দুনিয়ার বরকত, যামানার আল্লামা (মহাজ্ঞানী), কুরআনের ব্যাখ্যাতা, যাহেদ দরবেশগণের নিশান, আবিদগণের মধ্যে অনন্য, বিদআতীগণের মূলোচ্ছেদকারী এবং মুজতাহিদগণের সর্বশেষ ব্যক্তি-তকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবন শায়খ ইমাম আল্লামা শিহাবুদ্দীন আবিল মুহাসিন, আবদুল হালীম...

অনুরূপভাবে বহু বিখ্যাত আলিম, মুহাদ্দিস এবং কবি তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন এবং কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে বিখ্যাত মুহাদ্দিস যহবী রহঃ বলেন, (ইমাম সাহেবের জীবদ্দশায় লিখিত মন্তব্য)।

ولـه باع طويل فى معـرفة مذاهب الصحابة والتابعين وقل يتكلـم فى مسئلة الا يذكر فيها مذاهب الاربعـة وقد خالف الاربعـة فى مسائل معـروفـه وصنف فيها

www.ahlehadeethbd.org

واحتج لها بالكتاب والسنة وله الان عدة سنين لايفتي بمذهب معين بل بما قام عليه الدليل عنده ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية واحتج لها ببراهين ومقدمات وامور لم يسبق اليها مع ما اشتهر عنه من الورع وكمال الفكرة وسرعة الادراك والخوف من الله والتعظيم لحرمات الله الخ ٥

"সাহাবা এবং তাবেঈগণের মযহাব ও মতামতের বিষয়ে তাঁহার গভীর অভিজ্ঞতা ছিল। এমন মসয়ালার কমই আলোচনা হইত যাহাতে তিনি চারি মযহাবের উল্লেখ করিতেন না আর তিনি কতকগুলি মশহুর মসআলায় চারি মযহাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। তিনি সেগুলি সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তিনি কুরআন ও হাদীছ দ্বারা দলীল প্রমাণ দিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর হইতে কোন নির্দিষ্ট মযহাব অনুযায়ী ফতুয়া দেন না বরং তিনি ফতুয়া দেন সেই বস্তুর দ্বারা যাহার উপর তাঁহার মতে দলীল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে আর তিনি খাঁটী সুন্নতের এবং সলফী তরীকার সাহায্য ও সেবা করিয়াছেন এবং ইহার জন্য বহু অকাট্য প্রমাণ, বহু যুক্তিতর্কের অবতারণা এবং বহু উপকরণ পেশ করিয়াছেন যাহা অনুরূপভাবে ইতিপূর্বে করা হয় নাই এবং ইহার সাথে সাথে তিনি তক্ওয়া পরহেযগারী, পরিপক্ক চিন্তাধারা, তীক্ষ্ণ বোধশক্তি খুদ-ভীতি এবং আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য খ্যাত ছিলেন।"

শায়খ ইমাদুদ্দীন ও শায়খ ইব্ন দকীকুলঈদ প্রমুখ বিদ্বান ব্যক্তিগণ—এক কথায় সে যুগের সকল হক্কানী আলেমই ইমাম ইবন তাইমীয়াহ রহঃ কে আন্তরিক ভাবে সমর্থন দান করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রশস্তি গাহিয়া গিয়াছেন। একমাত্র কতিপয় স্বার্থপর বিদআতী মুল্লাই তাহার প্রতি অন্যায় দুর্ব্যবহার এবং তাঁহাকে নানাভাবে উত্যক্ত করিতে ছাড়ে নাই। আর তাহারাই ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে জেলে পুরিয়াছে এবং জেলের মধ্যেই তিনি ইহজগত হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি জেল জীবনের দেড় বৎসরে আশি বার কুরআন শরীফ খতম করিয়াছিলেন এবং দিবারাত্র ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল ছিলেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাঁহার যবান এই আয়াতটি তিলাওত করিতেছিল।

ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

"নিশ্চয় মুত্তাকীগণ নহর প্রবাহিত জান্নাত এর সত্য আসনে—প্রবল ক্ষমতাশালী সম্রাটের হুযুরে অবস্থান করিবে।" (সূরা কমর ৩ রুকু)

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহঃ বলিয়াছিলেন, হে বিদআতীগণ! তোমাদের সঙ্গে আমার ফয়সালা মৃত্যুর দিন হইবে, অর্থাৎ জানাযার লোক সংখ্যা দেখিয়া হইবে। বাস্তবিকই ইমাম আহমদ রহঃ-র ভাগ্যে তাহাই হইয়াছিল। সে যুগে অতবড় জানাযা অন্য কোন ব্যক্তির ভাগ্যে জোটে নাই। ইমাম ইবন তাইমীয়াহ রহঃ-র ভাগ্যেও অনুরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। তিনি সন ৭২৮ হিজরীর ২০শে যুলকাদা তারিখে সোমবারের রাত্রে ইন্তেকাল করেন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শীঘ্রই চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। সর্ব শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষ শোকে অভিভূত হইয়া যায়। তাঁহার জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য দলে দলে লোকের মিছিল আসিতে থাকে। তাঁহার জানাযায় আনুমানিক দুই লক্ষ লোক শরীক হয়। প্রায় পনের হাযার স্ত্রী লোকও উহাতে যোগদান করে। বহু আলিম ফাযিল এবং বিখ্যাত মনীষীবৃন্দ তাহা নামে শোকগাথা রচনা করেন, ত্রিশ জনেরও বেশী নামকরা কবি মরসীয়ার কবিতা লেখেন এবং দেশে দেশে আহজারি শুনা যায়। এইরূপ একজন মহান সংস্কারকের বিরুদ্ধ যাহারা কলমবাজী করায় আর কুৎসা রটানর ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে, তাহাদের পরিণাম যে কি হইবে তাহা আল্লাহই জানেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(২৬৮-এর পাতার পর)

During the last couple of years, through the dispensation of the almighty condition of Hindustan has so degenerated as to raise to power the accursed Christians and the mischievous polytheists over the greater part of the sub-continent, right from the banks of the Indus to the Bay of Bengal a distance of about six month's journey.

"আল্লার নির্ধারণ মতে বিগত কয়েক বৎসরের ভিতর হিন্দুস্তানের অবস্থা এরূপ শোচনীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে যে, উহার সুযোগ গ্রহণ পূর্বক অভিশপ্ত খৃষ্টানগণ এবং দুষ্ট প্রকৃতির মুশরিকগণ উপমহাদেশের বৃহত্তর অংশের উপর শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিয়াছে। সিন্ধুনদের তীরদেশ হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ৬ মাসের রাস্তার দূরত্বব্যাপী সুবিস্তীর্ণ এলাকার উপর এখন তাহাদের রাজত্ব –(৫৫)।"

মওঃ সৈয়েদ আহমদ তাঁহার বর্ণনা-সূত্র ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, ভারতবর্ষ মূলতঃ দারুল-হরব নয়, কিন্তু বিদেশী ফিরিঙ্গী এবং ভারতীয় কাফিরবৃন্দ অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করিয়া লইয়াছে। সুতরাং সমগ্র মুসলমানের উপর সাধারণভাবে, আর আমীর ওমরা ও নায়েব সুবাদারগণের উপর বিশেষভাবে এই দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—(৫৬)।—ক্রমশঃ

টীকা ও প্রমাণপঞ্জী

৪৫। দেখুন: মীর শাহ আলীর নিকট লিখিত শাহ ইসমাঈলের চিঠি, বৃটিশ মিউজিয়াম, Ms. Or. 6635, পৃঃ ৮০—৮৩।

৪৬। টি. জি. পি স্পীয়ার, Twilight of the Mughuls (Cambridge, 1951) পৃ: ১১।

৪৭। জার্ণাল এসিয়াটিক (১৮৩৫) ৩৩৩—৩৩৪

৪৮। এই সফরের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন: 'গোলাম রসুল মিহ্‌র প্রণীত সৈয়েদ আহমদ শহীদ'; (লাহোর ১৯৫৪) ১১৩—২২৩ পৃঃ।

৪৯। সৈয়েদ আহমদ: সিরাত-ই মুস্তাকীম (কলিকাতা, ১৮২৩) ৮—১৩, ১৬—২০, ১২৩—১৩২।

৫০। Masson: পূর্বোল্লিখিত Narrative of various Journeys ··· ·· (১) ১০২—১০৪ পৃঃ, দরবেশ ও সৈয়েদগণের প্রতি আফগানদের মনোভাব সম্পর্কে দেখুন: H. W. Bellew: A general report on the yusufzais, P P. 184—190; মুহাম্মদ হায়াত খান: হায়াত-ই-আফগানী (লাহোর ১৮৬৭) ১৯৪—২০০ পৃঃ।

৫১। সৈয়েদ সাহেব প্রায়ই বলিতেন যে, তিনি জিহাদ পরিচালনার জন্য ঐশী নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং উহার সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি সম্পর্কেও তাঁহাকে নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে।

اینجانب از پردۂ غیب وممکن
لاریب باشارات اقامت جهاد وازالۂ
کفر و فساد ماموراست وبه بشارت
فتح وظفر مبشر چنانچه بکرات ومرات
بکلام روحاني والهام ربانی بلطف
رحمانی برین مطلع گردیده که
هرگز شبهه ووسوسه شیطانی وشائبۂ
هوای نفسانی بآن مخلوط نشده •

দেখুন: ব্রিটিশ মিউজিয়াম Ms. Or. 6635 P. P. P. 20, 21, 66

৫২। সিরাত-ই-মুস্তাকীম ৩২৩ পৃঃ।

৫৩। শাহ আবদুল আযীয: ফতাওয়া আযীযীয়া (লক্ষ্ণৌ, ১৩২২ হিঃ) ১৬—১৭ পৃঃ।

৫৪। সিরাত: ৩১৭—৩২৩ পৃঃ।

৫৫। ব্রিটিশমিউজিয়াম, Ms. Or 6635 P. 276 b

৫৬। ঐ, P 30 b

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৬

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যিলা ঢাকা

এপ্রিল মাস

১। মওলবী আবুল কালাম শামছুদ্দীন, সম্পাদক দৈনিক পাকিস্তান, কুরবানী ১৭'৫০ ২। মোহাঃ হীরা মিয়া ৭৫নং নাজিরাবাজার লেন, কুরবানী ২৲ ৩। মোহাঃ হানিফ ৭৯নং নাজিরা বাজার লেন কুরবানী ৫৲ ৪। মওলবী মোহাঃ মতীউল হক কুরবানী ১৭'৫০ মাসিক চাঁদা ২৫৲ ৫। মওলবী মোহাঃ আবদুল্লাহ ১১নং সেগুনবাগিচা কুরবানী ৮'৭৫ ৬। মোহাঃ রহমতুল্লাহ সরকার ১০২নং নাজিরা বাজার কুরবানী ৮'৭৫ ৭। মওঃ আবদুল মান্নান আজহারী কুরবানী ৮'৭৫ ৮। ১৬১/৩নং শান্তিনগর মালিবাগ কুরবানী ৮'৭৫ ৯। মোহাঃ ইলিয়াস আলী কুরবানী ৮'৭৫ ১০। আলহাজ মোহাঃ নূর হোসেন সহঃ সেক্রেটারী মাদ্রাসাতুল হাদীছ কুরবানী ৪২৲ ১১। মোহাঃ লালমিয়া ২১নং কাযী আলাউদ্দীন রোড কুরবানী ৪২৲ ১২। মোহাঃ মহসেন মিয়া ২৬নং সিক্কুটুলি লেন কুরবানী ২১৲ ১৩। মোহাঃ আবদুল কাদের ঠিকানা ঐ কুরবানী ২১৲ ১৪। আলহাজ মওলবী মোহাঃ আকীল ৬৫নং মোগলটুলী কুরবানী ৮'৭৫ ১৫। হাজী মোহাঃ মিয়াচান্দ নাজিরা বাজার কুরবানী ২১৲ ১৬। আলহাজ কাযী মোহাঃ লুৎফর রহমান ৪৬/১ আগামাসি লেন কুরবানী ২১৲ ১৭। মোহাঃ আবদুল্লাহ ৯৩নং নাজিরা বাজার কুরবানী ২১৲ ১৮। মরহুম মোহাঃ দেলওয়ার হোসেন সাহেবের পক্ষ হইতে হাজী মোহাঃ নূরহোসেন ৯৮নং নাজিরা বাজার কুরবানী ২৯'৭৫ ১৯। মোহাঃ শাহাবুদ্দিন মিঠাই ওয়ালা ৮২নং নাজিরা বাজার কুরবানী ৪২৲ ২০। আবদুল হামীদ বেপারী নাজিরা বাজার কুরবানী ২১৲ ২১। মোহাঃ ফারুক পাঞ্জাবী বংশাল রোড কুরবানী ৮'৭৫ ২২। হাজী মোহাঃ আওলাদ হোসেন ২০নং নাজিরা বাজার কুরবানী ৮'৭৫ দফে ১১৲ ২৩। আবদুল ওয়াহাব ৪১নং নাজিরা বাজার কুরবানী ৮'৭৫ ২৪। মোহাম্মদ সেলিম ঠিকানা ঐ কুরবানী ৮'৭৫ ২৫। মোহাঃ আবদুররউফ সুরিটোলা কুরবানী ৮'৭৫ ২৬। মোহাঃ রহমতুল্লাহ কাযী আলাউদ্দিন রোড কুরবানী ৪২৲ ২৭। মওঃ মুন্তাসির আহমদ রহমানী, খতিব বংশাল জামে মসজিদ কুরবানী ৮'৭৫ ২৮। মোহাঃ হাসান ৫৩/৫৪ মালীটোলা কুরবানী ১৭'৫০ ২৯। হাজী মোহাঃ হেলালউদ্দিন ২২নং নাজিরা বাজার কুরবানী ২১৲ ৩০। আবদুর রহিম ৮৯নং কাযী আলাউদ্দিন রোড কুরবানী ২১৲ ৩১। মোহাঃ ইসমাঈল মডার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং মোহাম্মদপুর ৫/৫ সেন্ট্রাল রোড কুরবানী ১৭'৫০ ৩২। মোহাঃ হেদায়েতুল্লাহ ২৯নং মগবাজার কুরবানী ৮'৭৫ ৩৩। এজাজ আহমদ ৪১/১ নাজিরা বাজার কুরবানী ৮'৭৫ ৩৪। আবদুর রসিদ কণ্ট্রাক্টর ২৮নং নাজিরা বাজার কুরবানী ২১৲ ৩৫। আলহাজ শেখ মোহাঃ আবদুল ওয়াহাব সেক্রেটারী মাদ্রাসাতুল হাদীছ কুরবানী ২১৲ দফে ১৭'৫০ ৩৬। মোহাঃ আবদুস

www.ahlehadeethbd.org

সবুর, ১০৮নং আবুল হাসানাত রোড মার্ফত আলহাজ মোহাঃ আবদুল ওয়াহাব কুরবানী ২১৲ ৩৭। মোহাঃ শরিফ ওরফে মোহাঃ লেটকু মিয়া মালিটোলা রোড কুরবানী ২১৲ ৩৮। মওঃ আবদুল হক হক্কানী সদর দফতর জমঈয়তে আহলেহাদীছ কুরবানী ৮'৭৫ ৩৯। মোহাঃ নওয়াব চাঁদ মিয়া নাজিরা বাজার কুরবানী ১১৲ ৪০। মওলবী মোহাঃ শামছুল হুদা ৯নং হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন কুরবানী ৪২৲ ৪১। মোহাঃ আবদুর রহমান (বোঁচা মিয়া) ৭৪নং নাজিরা বাজার লেন কুরবানী ১১৲ ৪২। আলহাজ মোহাঃ আজাউদ্দিন নাজিরা বাজার লেন কুরবানী ১৭'৫০ ৪৩। মওলানা শাইখ আবদুর রহিম ১নং অরফ্যানেজ রোড কুরবানী ২৬'৫০ ৪৪। আবদুল আলী ২১নং হাজী আঃ রশিদ লেন কুরবানী ৪২৲।

৪৫। আবদুল আলী, মহাকালী, কুরবানী ২৬,২৫ ৪৬। মোহাঃ মুশাররাফ হোসেন চকবাজার কুরবানী ২১৲ ৪৭। মৌঃ মোহাঃ ইসমাঈল, কুরবানী ৫২'৫০ ৪৮। হাজী আবদুল মাজেদ সরদার সাহেবের ভগ্নীপতি, নাজিরা বাজার কুরবানী ১১৲ ৪৯। মৌঃ মোহাঃ রইছুদ্দিন নারায়ণগঞ্জ কুরবানী ১৭'৫০ ৫০। আলহাজ মোহাঃ ওমর আলী টান বাজার নারায়ণগঞ্জ কুরবানী ২১৲ ৫১। মৌঃ মোহাঃ এব্রাহিম হোসেন বি, এ নারায়ণগঞ্জ কুরবানী ২১'৭৫ ৫২। ডাঃ মোহাঃ নিয়ামতুল্লাহ নারায়ণগঞ্জ কুরবানী ৮'৭৫ ৫৩। মৌঃ মোহাঃ হবিবর রহমান নারায়ণগঞ্জ কুরবানী ৮'৭৫ ৫৪। আলহাজ মৌঃ মোহাঃ আবদুল কাদের সহঃ প্রেসিডেন্ট মাদ্রাসাতুল হাদীস নিতাইগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ কুরবানী ৮'৭৫ দফে কুরবানী ৮'৭৫ দফে কুরবানী ১৬৲ ৫৫। আবদুল খালেক কন্ট্রাকটর ৬৮ নং সিককাটুলী কুরবানী ২১৲ ৫৬। ডাঃ এম, এম, রহমান, ১১৭ নং আজিমপুর কুরবানী ৮৲ ৫৭। শেখ মোহাম্মদ নাগী কুরবানী ৮৲ ৫৮। মোহাঃ জাকারিয়া, ১৮০ নং মালিবাগ সিদ্ধেশ্বরী কুরবানী ৮৲ ৫৯। হাজী মোহাঃ এব্রাহিম উস্তাগর মালিবাগ কুরবানী ১০৲ ৬০। আবদুল মজিদ, ৫৮ নং বংশাল রোড কুরবানী ৯৲ ৬১। শেখ মোহাঃ জমির কুরবানী ৮৲ ৬২। মোহাঃ ইদ্রিস কন্ট্রাকটর ১৬ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ১০'০০ ৬৩। ডক্টর আবদুশ শুকর ৫ নং নওয়াবগঞ্জ হোসেন খান কুরবানী ৮৲ ৬৪। নওয়াব আবদুল মালেক ৯১ নং নওয়াবপুর কুরবানী ২৬'২৫ ৬৫। হাজী মোহাঃ সমির উদ্দিন ১১ নং হাজী আবদুর রশিদ লেন কুরবানী ২২৲ ৬৬। মোহাঃ সালাহুদ্দীন ৪৬।১ বংশাল রোড কুরবানী ১১৲ ৬৭। মোহাঃ তারনুছ মিয়া ১৩ নং হাজী আবদুর রশিদ লেন কুরবানী ১১৲ ৬৮। আবদুল কুদ্দুস মিঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ১১৲ ৬৯। মোহাঃ এনায়েতুল্লা ২২ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ১৪৲ ৭০। মওলবী মোহাঃ রেজাউর রহমান ২৮ নং নবদ্বীপ বসাক লেন কুরবানী ১৬৲ ৭১। মোহাঃ নাজীর হোসেন, ৪৬ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ৮৲ ৭২। হাজী মোহাঃ ইউসুফ মালীবাগ কুরবানী ১৮৲ ৭৩। মোহাঃ মুজাম্মেল হক, ৮৯ নং কাযী আলাউদ্দিন রোড কুরবানী ৮৲ ৭৪। মোহাঃ আশরাফ উদ্দিন মালীবাগ কুরবানী ৭'৫০ ৭৫। মোল্লাজী আলী আহমদ, হোসেন মার্কেট কুরবানী ৭৲ ৭৬। মওঃ মোহাঃ আদম উদ্দিন ৯ নং ময়মনসিংহ লেন কুরবানী ৩৲ ৭৭। ডাঃ মোহাঃ আবুল হোসেন ১২০ নং মালীবাগ চৌধুরী পাড়া কুরবানী ৩৲ ৭৮। মোহাঃ হাবীবুল্লাহ মিঞা ২২০ নং বংশাল রোড ঢাকা কুরবানী ২৫৲ ৭৯। আবদুস সালাম মিঞা ২১৪১ বংশাল রোড কুরবানী ২৲ ৮০। হাজী মোহাঃ আবদুল মাজেদ সরদার আগাছাদেক রোড কুরবানী ১৬৲ ৮১। মোহাঃ মাজহার আলী খান ৫ নং গোপীবাগ সেকেণ্ড লেন কুরবানী ২১৲ ৮২। এ, সালাম সাহেব, ই, এস, পী, ৯০ং সারকোলার রোড ধানমণ্ডি কুরবানী ৮'৭৫

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৮৩। মোহাঃ আবদুর রউফ ১৫১নং ধানমণ্ডি রোড কুরবানী ১৭'৫০ ৮৪। এফ, এ, সিদ্দিকী সাহেব ২৪নং উমেশ দাস লেন কুরবানী ২১, ৮৫। মোহাঃ আব্বাস আলী মণ্ডল ২৩নং রূপচাঁদ লেন কুরবানী ২৯'৭৫ ৮৬। মোহাঃ অলী মিয়া ৩৬নং আবদুল্লাহ সরকার লেন কুরবানী ১৭'৫০ ৮৭। মোহাঃ আলী মুন্সা ৩৬নং হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন কুরবানী ১৭'৫০ ৮৮। আবদুল আজিজ মালিবাগ কুরবানী ২১, ৮৯। মোহাঃ আবদুল হাই ৬১নং সিক্কাটুলী কুরবানী ২১, ৯০। মোহাঃ শরিফ হোসাইন c/o মোহাঃ আতীকুল্লা নাজিরা বাজার লেন কুরবানী ২১, ৯১। আলহাজ মোহাঃ ইসমাঈল ৯৯নং হাজী উসমান গণী রোড কুরবানী ১৭'৫০ ৯২। মোঃ মোহাঃ আখতার আলম ১১।১০।১০ মিরপুর কুরবানী ৮'৭৫ ৯৩। মোহাঃ শাহাব উদ্দিন মিয়া ওরফে মৌলবী ১০২নং নাজিরা বাজার কুরবানী ২১, ৯৪। মোহাঃ যাকারিয়া ১৮৫নং শামীবাগ কুরবানী ৮'৭৫ ৯৫। মোঃ মোহাঃ নকি ১৮০নং মালিবাগ কুরবানী ৮'৭৫ ৯৬। মোঃ এ, চী, সাদী এডভোকেট ১৮নং কোর্ট হাউস ষ্ট্রিট কুরবানী ৮'৭৫ ৯৭। মোহাঃ সালাহুদ্দিন ওরফে বোচা মিয়া ৯১নং নাজিরা বাজার লেন কুরবানী ১৬, ৯৮। আলহাজ মোহাঃ মুখলেছুর রহমান বংশাল রোড কুরবানী ২২, ৯৯। মোহাঃ মাহবুবর রহমান ৯০ নং কাযী আলাউদ্দিন রোড কুরবানী ১৩'০০। হাফেয মোহাঃ আলতাফ হোসেন ৪৮ নং কায়েতটুলী কুরবানী ৮, ১০১। গোলাম আহমদ ৪।৮ কাযি আলাউদ্দিন রোড কুরবানী ৮, ১০২। মোঃ মোহাঃ ওমর আলম ৮০ নং নাজীরা বাজার লেন কুরবানী ১১, ১০৩। মোহাঃ আবুবকর ৮৬ নং হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন কুরবানী ২১, ১০৪। মোহাঃ রফিক-উদ্দিন সোনার মালীবাগ কুরবানী ২২, ১০৫। মোহাঃ বোচা মিয়া মালীবাগ কুরবানী ৩, ১০৬। মোহাঃ ফযলে রব্বী নাজিরা বাজার কুরবানী ২১, ১০৭। আবদুস সালাম মিয়া ৪৩ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ১১, ১০৮। হাজী মোহাঃ ফযলুর রহমান নাজিরা বাজার কুরবানী ৫, ১০৯। হাজী মোহাঃ আওলাদ হোসেন নাজিরা বাজার কুরবানী ৫, ১১০। আবদুর রউফ, আলীমুল্লা ও মোহাঃ মুজাম্মেল হক নাজিরা বাজার কুরবানী ৫৫, ১১১। মোঃ আবদুল খালেক, মালীবাগ কুরবানী ২২, ১১২। আবদুল ওয়াজেদ মিয়া সেগুন বাগিচা কুরবানী ২৯, ১১৩। মোহাঃ মফিযউদ্দিন মালীবাগ কুরবানী ৫, ১১৪। মোহাঃ আবদুল মালেক ২৫ নং হাজী আঃ রশিদ লেন কুরবানী ১, ১১৫। অজ্ঞাত বুক নং ৮ রসিদ নং ৩৯৮ কুরবানী ২৪, ১১৬। আলহাজ মোহাঃ নূর হোসেন অতিরিক্ত দান ১০'৫০ ১১৭। মোঃ মোহাঃ আখতার আলম মিরপুর আকীকাহ ৬, ১১৮। বংশাল জামাত হইতে মার্ফত আবদুল্লাহ মুতাওয়াল্লী কুরবানী বাবদ টাকা ৮১২'২৫ পয়সা ১১৯। আবদুল আলিম, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন কুরবানী ৫, ১২০। মোঃ শাহবাজ খান মার্ফত মওলানা মুস্তাছির আহমদ রহমানী, সাহেব খতিব বংশাল জামে মসজিদ এককালীন ১৫, ১২১। মুন্সী মোহাঃ ইয়াছিন সাং দিঘলিয়া পোঃ নবগ্রাম যাকাত ৩, ফিৎরা ৩, ১২২। মোহাঃ আবদুস আযিয ৫ নং বংশাল রোড এককালীন ২, ১২৩। হাজী আবদুস সুবহান ধামাল কোট কেন্টন মেন্ট কুরবানী ৫, ১২৫। মুনশী মোহাঃ সানাউল্লাহ মার্ফত মোহাঃ নূরুল ইসলাম কুরবানী ২, ১২৫। এম, নওয়াব ৬৪ নং বি, আযিমপুর এষ্টেট কুরবানী ৪, ১২৬। মোহাঃ সদরউদ্দিন ভূঞা ৯৯ নং বি, কলাবাগান ধানমণ্ডি কুরবানী ৩, ১২৭। মোহাঃ কফিলউদ্দিন সাং পানি সাইল পোঃ মির্জাপুর বাজার অন্যান্য ৫, ১২৮। মওলবী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বি, এ, বি, টি নারায়ণগঞ্জ কুরবানী ৫, ১২৯। পাতিরা জামাত হইতে মার্ফত মওলানা আবদুস সাত্তার পাতিরা পোঃ পুসির বাজার যাকাত ৩০, ১৩০। মোহাঃ সাহের উল্লা মিঞা সাঃ পোড়া বাড়ী পোঃ চান্দনা কুরবানী ৫, ১৩১। মুন্সী মোহাঃ আবদুল হামিদ সাং কাথেরা দক্ষিণ পাড়া পোঃ গাছা কুরবানী ১৪, ১৩২। মুন্সী মোহাঃ আবদুল মান্নান ঠিকানা ঐ কুরবানী ১০, —ক্রমশ :

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরাফাত সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খন্ড]

ইহাতে আছে : হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ, গার্ন্তির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান : আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

Tarjumanul Hadeeth
Phone : 45490
Regd. No. DA—130

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road,

www.ahlehadeethbd.org